উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,২১৬.২৮ (-৯৪.৭৩)
নিফটি : ২৫,৪৯২.৩০ (-১৭.৪০)

সব মৃত্যুর দায় আমার : হাসিনা
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জুলাই অভ্যুত্থানে সমস্ত মৃত্যুর দায় তাঁর বলে স্বীকার করে নিলেন শেখ হাসিনা। তবে, তিনি গুলি চালাতে নির্দেশ দেননি বলে স্পষ্ট দাবি করেছেন। » ৭

অভিজিৎ উবাচে পাকে পদ্ম
'মমতাকে সরানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এতদিনেও ধারেকাছে পৌঁছাতে পারিনি।' অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এমন মন্তব্যে বিপাকে পড়েছে বিজেপি। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩০°	৩১°	৩০°	২৮°
সর্বনিম্ন	১৬°	১৮°	১৮°	১৬°

ছক্কা মারাই আমার সবচেয়ে পছন্দের » ১৩

শিলিগুড়ি ২১ কার্তিক ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 8 November 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 169

পুলিশকর্তার সইও জাল

জন্ম শংসাপত্র কাণ্ডে মুর্শিদাবাদ-যোগ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : শিলিগুড়িতে জাল জন্ম শংসাপত্র কাণ্ডে এবার মুর্শিদাবাদ-যোগ পেল শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটান পুলিশ। মুর্শিদাবাদের খরগ্রামের পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর জন্ম শংসাপত্র মিলেছে। অন্যদিকে, শুধু জাল জন্ম শংসাপত্রই নয়, এবার পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিসিপির সই নকল করা 'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট'ও পেয়েছেন তদন্তকারীরা।

গোটা ঘটনার তদন্তে নেমে রীতিমতো রাতের ঘুম উড়েছে পুলিশের। শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিসিপি'র নাম করে যে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট বানানো হয়েছে সেগুলি মূলত চাকরির ক্ষেত্রে, পাসপোর্ট তৈরির জন্য ব্যবহার করা হত। কিন্তু শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) নামে কোনও পদই আদতে নেই। সেই থেকেই তদন্তকারীদের সন্দেহ হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, এরপরেই অভিযুক্তদের একজনের মোবাইল ফোন ঘেঁটে জাল নথিগুলি সব উদ্ধার করা হয়। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এর জাল বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য দপ্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। মুর্শিদাবাদের খরগ্রামের কোনও সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীর যোগসাজশ রয়েছে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট (ডিডি)। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশের এসিপি (ডিডি) দেবাশিস বসু বলেন, ''অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের পর তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এর থেকে অনেক তথ্য আমরা পেয়েছি। সমস্ত সার্টিফিকেট এখন 'ভেরিফাই' করতে পাঠানো হচ্ছে। সেগুলির রিপোর্ট পেলেই কোথা থেকে সব সার্টিফিকেট তৈরি হল সেটা তদন্ত করা হবে।''

দু'দিন আগেই শিলিগুড়ির শিবমন্দির এলাকা থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিডি। ওই পাঁচজনের মধ্যে তিনজন এজেন্ট এবং দুজন কারবারি রয়েছে। ওই এজেন্টরা একদমই তৃণমূল স্তরের। এদের কাজ ছিল শুধু ওই শংসাপত্রগুলি পৌঁছে দেওয়া। বাকি যে দুজন কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজনের ফোন ঘাঁটতে গিয়ে তদন্তকারীরা একাধিক তথ্য পেয়েছেন।

তদন্তে দেখা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের খরগ্রামের বেশ কিছু জন্ম শংসাপত্র রয়েছে অভিযুক্তের ফোনে। সেখানেই শিলিগুড়ি পুলিশের নামে তৈরি করা 'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট'-ও মিলেছে। ডিজিটাল স্ট্যাম্প এবং সই রয়েছে ডিসি এসবি'র। এগুলি নিয়ে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তদন্তকারীদের সে জানিয়েছে, বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে জাল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ব্যবহার করা হত। *এরপর বারোর পাতায়*

বড় চক্র

- মুর্শিদাবাদের খরগ্রামের পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর জন্ম শংসাপত্র মিলেছে
- জাল জন্ম শংসাপত্রর পাশাপাশি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিসিপির সই নকল করা 'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট'ও মিলেছে
- ওই সার্টিফিকেট মূলত চাকরির ক্ষেত্রে ও পাসপোর্ট তৈরির জন্য ব্যবহার হত
- মুর্শিদাবাদের খরগ্রামের কোনও সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীর যোগসাজশের সম্ভাবনা

ভালোবাসায়, উচ্ছ্বাসে বরণ রিচাকে

এক পলকে একটু দেখার জন্য

মায়ের হাতে মিষ্টিমুখ বাঙালি বিশ্বকাপজয়ীর। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

রণজিৎ ঘোষ ও ভাস্কর সাহা

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : আবেগ। উচ্ছ্বাস। উদযাপন। ঘরে ফিরলেন মেয়ে। আগেও ফিরেছেন। তবে, এবারের অনুভূতি অন্যরকম। জগতের ক্রিকেটসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসেছে ভারত। সেই দলেরই সদস্য শহর শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ। লম্বা হিটের জন্য বরাবরই বিখ্যাত তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'রিচা যেখানে যায়, জিতে আসে।' ১৪০ কোটির হৃদয়ও জিতে নিয়েছেন বছর বাইশের মেয়েটি।

শুক্রবার বাবার সঙ্গে বাঘা যতীন পার্কে এসেছিল একরত্তি। 'বাড়ি চল মা, সন্ধে হল তো।' সংবর্ধনা মঞ্চ থেকে চোখ না সরিয়েই বাবার প্রশ্নের উত্তর দিল সে, 'না, রিচাকে আরও দেখব।' ওই ব্যারিকেডের বাঁশের ওপরে বসে মঞ্চে থাকা নীল রঙা সুট পরিহিতাকে ছুঁয়ে দেখার, তাঁর মতোই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখার স্পর্ধা হয়তো জেগেছিল শিশুকন্যাটির মনে। *এরপর বারোর পাতায়*

অভিযুক্ত বিডিও কমিশনের বৈঠকে

পূর্ণেন্দু সরকার ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

জলপাইগুড়ি ও কলকাতা, ৭ নভেম্বর : সোনা চোর ধরতে গিয়ে এক ব্যবসায়ীকে খুন করা তো দূরের কথা, রাজগঞ্জের বিডিও'র নাকি কোনও সোনাই চুরি হয়নি। তাঁর কোনও বাড়ি নেই বলেও দাবি করেন প্রশান্ত বর্মন নামে ওই বিডিও। তাঁর বিরুদ্ধে অপহরণ ও খুনের অভিযোগ জানাজানি হওয়ার পর শুক্রবার প্রথম তাঁকে সরকারি কাজ করতে দেখা গেল প্রকাশ্যে। পুলিশ এখনও তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেনি।

পদক্ষেপ নেই পুলিশের

জলপাইগুড়িতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিডিও। পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছে মন্তব্য করে বলেন, 'আমাকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, চক্রান্তকারীরা কিছুই করতে পারবে না।' সল্টলেকের দত্তাবাদের স্বপন কামিল্যা নামে যে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছিল বিধাননগর দক্ষিণ থানায়, তাঁকে তিনি চেনেনই না বলে জানান তিনি।

প্রশান্তর স্পষ্ট কথা, 'আমার কোনও স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে চেনা নেই।' *এরপর বারোর পাতায়*

ঘোষণা জিটিএ'র

রাজ্য সংগীতের নির্দেশ মানবে না পাহাড়

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'- গাইতে পাহাড় রাজি নয়।

পাহাড়ে 'বন্ধু পার্টি'-র হাতে থাকা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) রাজ্য সরকারের নির্দেশ মানবে না বলে জানিয়েছে। পাহাড়ের স্কুলগুলিতে রাজ্য সংগীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গাওয়া হবে না বলে শুক্রবার জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

জিটিএ এলাকার কোনও সরকারি, বেসরকারি স্কুলকেই এই নির্দেশ মানতে হবে না বলে তিনি স্পষ্ট করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'দার্জিলিং পাহাড়ের নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। *এরপর বারোর পাতায়*

অনুপ্রবেশকারীদের ছেড়ে দিল পুলিশ

রহিদুল ইসলাম

শরণার্থীদের নিয়ে মেটেলিতে বিক্ষোভ মিছিল বিজেপির। শুক্রবার।

মেটেলি, ৭ নভেম্বর : চার সদস্যের এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পরিবারকে গ্রেপ্তার করেও ছেড়ে দিল জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ! তাঁদের বিরুদ্ধে ১৪ ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা রুজু না করে ছেড়ে দেওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে আপাতত তাঁদের এলাকা ছাড়তে বারণ করা হয়েছে। এরপর ওই হিন্দু পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ফুলের মালা পরিয়ে শুক্রবার মিছিল করে বিজেপি। বিষয়টি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার রাতভর জেরা করা হয় মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবরাবস্তি এলাকা থেকে আটক বাংলাদেশি দম্পতি, তাঁদের দুই সন্তান এবং তাঁদের আশ্রয় দেওয়া গৃহকর্তাকে। জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার সকালে সকলকে ছেড়ে দেয় মেটেলি থানার পুলিশ। মুক্তি পাওয়ার পরে ওই শরণার্থী পরিবারকে নিয়ে মেটেলি বাজার ও বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে মিছিল করে বিজেপি নেতৃত্ব। রাতভর তাঁদের থানায় আটকে রাখার জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তারা।

জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিধাননগর এলাকায় বহিরাগতদের নিয়ে তথ্য পাওয়া যায়। ওই পরিবারকে থানায় আনা হয়। বিস্তারিত অনুসন্ধান করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে ইতিমধ্যেই। তারপর প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলা থেকে জগদীশচন্দ্র রায় ও সুচিত্রারানি রায় তাঁদের ১১ বছর ও ৫ বছরের দুই সন্তানকে নিয়ে গতবছর ডিসেম্বর থেকে বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবরাবস্তি এলাকায় হরকুমার বর্মনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার পুলিশ ওই দম্পতি সহ গৃহকর্তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এদিন সকালে তাঁদের ছাড়ার সময় হাজির ছিলেন বিজেপির সম্পাদক মনোজ ভুজেল, বিধায়ক পুনা ভেংরা, জেলা নেতা মজনুল হক, মেটেলি আপার মণ্ডল সভাপতি অমিত ছেত্রী, সমতল মণ্ডল সভাপতি মুন্না আলম সহ অন্য নেতা-কর্মীরা। জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ বলেন, 'ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে আসা নির্যাতিত হিন্দুরা কোনও নথি ছাড়া আশ্রয় নিতে পারবেন। নির্দেশিকা অমান্য করে মেটেলি থানার পুলিশ ওই পরিবারকে থানায় নিয়ে এসে পুলিশ তৃণমূলের কথামতো কাজ করছে। আগামীতে যদি পুলিশ কোনও শরণার্থীকে হেনস্তা করে তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।' শরণার্থী জগদীশচন্দ্র বলেন, '২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর ছাত্র লিগের অত্যাচারে সপরিবার ভারতে এসেছি। বাংলাদেশে এখনও মা-বাবা রয়েছেন। এতদিন কাকুর বাড়িতে ছিলাম।'

যদিও বিজেপির মিছিলকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্নেমিতা কালান্দি বলেন, 'পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে। এই ধরনের মিছিল এবং বিক্ষোভ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। মানুষ সব জানে। এতে বিজেপির কোনও লাভ হবে না।'

বিজেপির বিএলএ'র ওপর হামলায় ধৃত তিন

মাথাভাঙা, ৭ নভেম্বর : বিজেপির বিএলএ নিবাস দাসকে মারধর এবং জুতোর মালা পরিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত তিন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। যদিও ধৃতদের শুক্রবার মাথাভাঙ্গা আদালতে তোলা হলে বিচারক রাখি জয়সওয়াল তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন। এসআইআর চলাকালীন বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের ছাট খাটেরবাড়ি গ্রামে বিজেপির বিএলএ-২ হিসাবে ২/২৩৩ বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও-র সঙ্গে ছিলেন নিবাস। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মী ফটিক দাস, সুজন দাস ওরফে কেতা ও খইমালা দাস নিবাসকে মারধর করে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেন। ঘটনায় এই তিনজনের বিরুদ্ধে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা শেখর রায়। মাথাভাঙ্গা থানা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে ফটিক ও সুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয় খইমালাকে। বিজেপির কোচবিহার জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শেখর বলেন, 'শুধুমাত্র পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট খাটেরবাড়ি এবং ফকিরেরকুঠিতে উপর্যুপরি দুইদিন তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হলেন আমাদের দুজন বিএলএ। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দলের মোট ২০ জন বিএলএ-র অনেকেই সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং শাসকদলের হুমকিতে আতঙ্কে রয়েছেন।' যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পচাগড় অঞ্চল সভাপতি সঞ্জয় বিশ্বাস ছাট খাটেরবাড়ির ঘটনাকে সাজানো ঘটনা বলে উল্লেখ করে বলেন, 'ওই ঘটনায় দলের কেউ জড়িত নয়। পুলিশ তদন্ত করলেই প্রকৃত ঘটনা উঠে আসবে।'

আহত ২

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ নভেম্বর : টোটো এবং লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে টোটোচালক ও একজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে চাঁচলের কাবুয়া রোড এলাকায় ঘটনা। আহতদের নাম আজাদ আলি ও আবু জাহেদ। তাঁরা হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগমারা গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসক আজাদকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠান।

অভিযোগ

কুশমণ্ডি, ৭ নভেম্বর : অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার জন্য শুক্রবার কুশমণ্ডি থানায় অভিযোগ করেন কুশমণ্ডির স্টেশন ম্যানেজার জগদীশ বর্মন। তিনি ইউনুস আলি নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। ইউনুসের বাড়ি তেলিপুকুর গ্রামে।

ABRIDGE NOTICE

Application for eNIT no-01/ Pathashree- IV/Kck-II vide memo No. 2150/KCK-II, sl no-1-8 dated 04.11.2025 is invited by the B.D.O Kaliachak-II Dev. Block from the bidders. Last date of bid submission is 25.11.2025 upto 12:00 Hrs. Last date of bid submission regarding NIT no-05/APAS/2025 is extended upto 12:00 hrs on 26.11.2025. Details are available in the **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-II Dev. Block
Mothabari, Malda

NOTICE

Notice to all concerned that my client proposed to purchase the land measuring 7 Katha, R.S. Khatian No. 2780, L.R. Khatian No. 2067, R.S. & L.R. Plot No. 317, within Mouza Binnaguri, J.L. No. 3, Sheet No. 3, P.S. New Jalpaiguri, under Binnaguri Gram Panchayat, Dist. Jalpaiguri from Smt. Nisha Sen Roy @ Nisha Roy, Wife of Debmoy Sen. Any person having interest or claim in respect of said land may contact with the undersigned within 7(seven) days from the date of publication of this notice, failing which no claim shall be entertained.

Sd/- (Arunava Dewanjee)
Advocate, Siliguri
Mobile No. 9832072185 & 8617622827

RECRUITMENT NOTICE

Application are invited for recruitment of the various contractual posts under NHM for Kalimpong District, GTA. For more details visit : **www.wbhealth.gov.in / www.kalimpong.gov.in.**

Sd/-
Member Secretary, DLSC&
Chief Medical Officer of Health
Kalimpong, GTA

Corrigendum Notice for NIT No. DDP/N-60, DDP/N-61 & DDP/N-62 of 2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. **DDP/NIT-60, DDP/NIT-61 & DDP/NIT-62 of 2025-26** Closing date rescheduled upto 18/11/2025 at 12.00 Hours. 24/11/2025 at 11:00 Hours & 25/11/2025 at 09:00 Hours respectively. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK 23/BDO/ MATIALI/2025-26 Last date of online bid submission 28-11-2025 upto 16:00 hours. For further details following site may be visited **http:// wbtenders.gov.in**

The Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

১৯ টি সেতুর জন্যে পরিদর্শন প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১৪/২০২৫/ এমএলজি তারিখঃ ০৪-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ডিসিবিএল১৯২০২৫এমএলজি। কাজের নামঃ এসএসই/বিআর/বঙ্গাইগাঁওএর অধীনের ১৯ টি সেতুর জন্যে (ওপেন ওয়েব গার্ডার) পরিদর্শন প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করা। আনুমানিক টেন্ডার রাশিঃ ৭,৫১,১৪,০৭৯.৪৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫,২৫,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ উপ মুখ্য অভিযন্তা/ ব্রিজ-লাইন/ মালিগাঁও কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Tender Notice

The undersigned invites e-Tender vide e-NIT No. 24/e-Chl-I/B/2025-26 Dated-06-11-2025 Memo No. 2859/ Chl-I/B/2025-26 Dated- 06-11-2025 for various types of civil/Electrical Works/ Item procurement.
The details may be obtained from the officer or e-Tender portal **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-I Development Block

অ্যাফিডেভিট

আমি Ashit Biswas আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নামের বানান রয়েছে Asit Biswas এবং জন্ম তারিখ ১৫/১০/১৯৯৪ এর পরিবর্তে ০৯/১০/১৯৯৪ রয়েছে। বিষয়টি সংশোধনের জন্য গত ২৩/০৯/২০২৫ ইং তারিখে কোচবিহার EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট করেছি। Ashit Biswas ও Asit Biswas একই নামে পরিচিত হয়েছি। গ্রাম+পোস্ট: বালাসুন্দর, থানা: ঘোকসাডাঙ্গা, জোলা: কোচবিহার। (C/119062)

•

কোচবিহার সদর 1st কোর্টে 15-09-25 অ্যাফিডেভিট বলে শিশুর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম বাসন্তী বর্মন থেকে বাসনা বর্মন হলাম। পাটছড়া, কোচবিহার।

হারানো/প্রাপ্তি

গত ৫ অক্টোবর স্থানীয় জেরক্স দোকান থেকে আমার তপশিল জাতি (SC) সার্টিফিকেট হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে 9907845367 নাম্বারে ফোন করে জানাবেন। দীপিকা বর্মন বালাকুঠি। (S/A)

কর্মখালি

Required an experience responsible, educated (Min. Graduate), age (30-50), honest, hard worker, factory supervisor (Male). Salary 15K+, Two Wheeler & Siliguri residential must. Call:- 98320-30425.

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা বয়স 35 এর মধ্যে। অভিভাবক ও Document সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No - 9679967639. (C/119050)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mohammad Sontu Mia, পিতা Late Md Salek Mia, গ্রাম-সাদিপুর, পোস্ট- জে কাগমারি, থানা- মোথাবাড়ি, জেলা- মালদা, পিন- 732207. গত 01/11/25 তারিখে মালদা প্রথম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে (অ্যাফিডেভিট নাম্বার 11966/25, তাং 01/11/25) (নতুন নাম) Md Sontu Mia নামে পরিচিত হলাম। (পুরোনো নাম) Mahammad Sontu Mia ও (নতুন নাম) Md Sontu Mia একই ব্যক্তি। (C/119055)

•

আমি Gourab Biswas, পিতা Bankim Chandra Biswas, রবীন্দ্র ভবন মোড়, পোস্ট - মকদমপুর, থানা - ইংরেজবাজার, মালদা। আমার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের এডমিট কার্ড ও অন্যান্য শিক্ষাগত প্রমাণপত্রে আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত ইংরেজি ৫/৬/২০২৩ তারিখে মালদা প্রথম শ্রেণী JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবার নাম Bankim Biswas থেকে Bankim Chandra Biswas করা হইল। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119056)

•

আমি Rosnara Khatun W/O- Md. Abdus Shaker গ্রাম+পো: পূর্ব বাহাদুরপুর, থানা কালিয়াচক জেলা মালদহ। আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি নম্বর 5250, তারিখ 16/7/1999) আমার নাম ভুল থাকায় গত 4/11/2025 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Rosnara Bibi থেকে Rosnara Khatun করা হইল। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119058)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৯৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৯৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আলিপুরদুয়ার জংশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-২৩-২৫-২৬ তারিখঃ ০৪-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-২৩- ২৫-২৬। কাজের নামঃ এই কাজের বিপরিতে বিভিন্ন প্রকার বস্তের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ "নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ (এসএল) - টিএসআর (পি) - ৩৭,৩০০ টিকেএম"। টেন্ডার রাশিঃ ২৫,৫২,২৭০,৯৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫১,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড ব্রিএস,
আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা জিতল মানিকচকের নাইমা

আজাদ

জ্যাভলিনে ভারতের হয়ে গোল্ড মেডেল নাইমা খাতুনের।

মানিকচক, ৭ নভেম্বর : ২৩তম এশিয়া মাস্টার্স অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে জ্যাভলিনে গোল্ড মেডেল জিতলেন পেশায় মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার নাইমা খাতুন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চিন, মালয়েশিয়া, ইরান, রাশিয়া সহ অন্যান্য দেশকে হারিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তিনি।

মানিকচকের চৌকি মিরদাদপুর পঞ্চায়েতের কালিন্দ্রী রাজনগর গ্রামের বাসিন্দা নাইমা খাতুন পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার। ২০১৪ সাল থেকে মানিকচক থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত তিনি। পরিবারে বৃদ্ধ অসুস্থ মা, দাদা, বৌদি এবং বোন রয়েছেন। তবে ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর প্রতি তাঁর বিশেষ টান ছিল। তাই কয়েক বছর ধরেই এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নে যাওয়ার চেষ্টায় ছিলেন তিনি। তবে, এবছরই নাইমার প্রথম সুযোগ মেলে। প্রায় ছয় মাস আগে কোচবিহারে অনুষ্ঠিত রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেও প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। এরপর দেশের হয়ে এশিয়া মাস্টার্স অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান নাইমা।

এবছর চেন্নাইয়ের জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ৫ থেকে ৯ নভেম্বর ২৩তম এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারত সহ মোট ২২টি দেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। সেখানেই গত ৬ নভেম্বর জ্যাভলিন প্রতিযোগিতায় ৬ জন দেশীয় ও ১৩ জন বিদেশির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামেন নাইমা। এরপর প্রত্যেককে পেছনে ফেলে দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে নেন তিনি। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানটিও অধিকার করেছেন দুই ভারতীয় থ্রোয়ার। এবিষয়ে নাইমা খাতুন বলেন, 'এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাটা আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল। পরিবার ও মানিকচক থানার পুলিশ আধিকারিকরা পাশে না থাকলে এই জায়গায় পৌঁছাতে পারতাম না। তবে আরও পথ চলা বাকি রয়েছে। বিদেশে খেলতে যাওয়ারও প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

e - Tender Notice

Sealed tender are hereby invited by the Block Dev Officer, **H.C.Pur-I Dev. Block Under (PATHASREE** fund) **NIT e24H1DB202526** vide Memo No. 2655, **Date: 04/11/2025.** Interested persons may visit **https:// wbtenders.gov.in** for details.

Sd/- Block Dev Officer
H.C.Pur-I, Dev Block
H.C.Pur Malda

TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited Quotation vide **APAS Quotation No- 01/2nd Call and Quotation no-02/2nd Call (2025-26) Memo No-3488/M Dated-07/11/2025** for **57** nos. different types of Development works (**APAS**) under Jalpaiguri Municipality. **APAS Quotation No-01 and 02/2nd Call (2025-26), Memo No-3488/M Dated-07/11/2025.** Last date of application : **14/11/2025 On/Before 3.00 p.m.** Details which are available in the official notice board of Jalpaiguri Municipality

Sd/- Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ ইএনজিজি./৬৪ অব ২০২৫, তারিখঃ ০১-১১-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ০১

অনুগ্রহ করে প্রশাসনিক কারণে এনআইটি-এর অধীনে উপরে উল্লিখিত টেন্ডার নং.-৩-এর সংশোধনী টেন্ডার মূল্য পড়ুন। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

টেন্ডার নং.	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বিদ্যমান টেন্ডার মূল্য	সংশোধিত টেন্ডার মূল্য এখন এইভাবে পড়া হবে
৩	সিনি. ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে রঙ্গাপানি বেস ইয়ার্ড থেকে বাঁধ মেরামত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	৩,১৫,০১,৭৬১.২৭ টাকা	৩,১৫,০১,৭৬১.১৯ টাকা

উপরোক্ত টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৪৩ তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচার অধিকারের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। ক্যাটালগ নং.ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৪৩; অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১৯.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টায়। এসইকিউ নং., লট নম্বর ও বিবরণ যথাক্রমে ঃএএ/১; এডিভিটি-আইএনটি-১৭৪৪০৭-২-২৫-১(অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র); ট্রেন নং. ২২৩০১/২২৩০২ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ১৬টি কোচে ফ্যাক্টরি ফিটেড ৩২ ইঞ্চি এলসিডি টিভির মাধ্যমে ৩ বছরের জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন স্বত্বের চুক্তি প্রদান করা হবে। এএ/২; এডিভিটি-আইএনটি-২৪৯৮১৩-২-২৫-২(অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র); ট্রেন নং. ২২৩০৯/২২৩১০ (হাওড়া-জামালপুর-হাওড়া) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ৮টি কোচের সবকটিতে ফ্যাক্টরি ফিটেড ৩২ ইঞ্চি এলসিডি টিভির মাধ্যমে ৩ বছরের জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন স্বত্বের চুক্তি প্রদান করা হবে। এবি/৩; এডিভিটি-এইচডবলুএইচ-এইচডবলুএইচ-ওএইচ-৫৪-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); হাওড়া স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় ৫০:৫০ সময় ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে দ্বারা স্থাপিত ০১ (এক) টি ভিডিও ওয়াল-এর মাধ্যমে ৩ বছরের জন্য রেলওয়ের তথ্য এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। এসি/১; এডিভিটি-এইচডবলুএইচ-এইচডবলুএইচ- ওএসএন-১২৯-২৫-১(অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন প্রেমিসেসে(নন-ডিজিটাল)); হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলিতে (পিএফ ৮ থেকে ১৫) এলইডি গ্ল্যাজের মাধ্যমে ০৩ বছরের জন্য বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকারের জন্য চুক্তি প্রদান। এসি/২; এডিভিটি-এইচডবলুএইচ-জেটিএল-ওএসএন-১৯-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন প্রেমিসেসে (নন-ডিজিটাল)); হাওড়া ডিভিশনের ক্লাস্টার-IV-এর আওতাধীন স্টেশনগুলির [ক) ব্যাণ্ডেল চাল স্টেশন থেকে গুমানি স্টেশন, খ) আদলপাহাড়ী থেকে কুরুয়া স্টেশন, গ) আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশন থেকে টাকিপুর স্টেশন এবং ঘ) চৌহাট্টা স্টেশন থেকে অজয় কেবিন] স্টেশন প্রাঙ্গণের মধ্যে ৩ বছরের জন্য বাণিজ্যিক প্রকাশনা অধিকার প্রদানের চুক্তি।

HWH-376/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

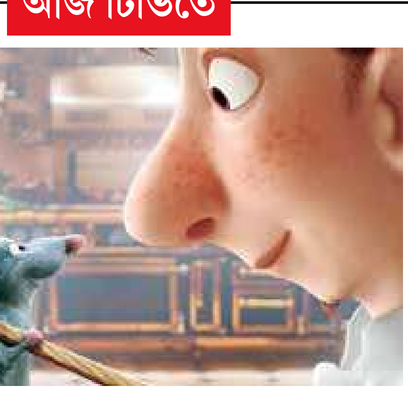

র‍্যাটাটুলি দুপুর ১.৪৫ স্টার মুভিজ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ দাদা, দুপুর ১.১৫ মিস কল, বিকেল ৪.১৫ কি করে তোকে বলবো, সন্ধে ৭.১৫ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.১৫ বলো না তুমি আমার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ আমাদের সংসার, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ বিন্দাস, সন্ধে ৭.৩০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১১.০০ লে ছক্কা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ কমলার বনবাস, দুপুর ১২.০০ ভালোবাসা, ২.৩০ তিনমূর্ত্তি, বিকেল ৫.০০ আসল নকল

ডিডি বাংলা : সন্ধে ৭.৩০ জীবন যোদ্ধা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভাই আমার ভাই

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২০ টু পয়েন্ট জিরো, দুপুর ২.০৭ হোগি পেয়ার কি জিত, বিকেল ৪.৩০ ভালিমাই, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.২২ খিলাড়ি ৭৮৬

জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.১০ সমাধি, বিকেল ৩.৩৩ খানদান, সন্ধে ৭.০০ ববি, রাত ১০.২৬ বন্ধন

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০০ তরলা, ২.০৮ রুস্তম, বিকেল ৪.৪৩ রঙ্গি, সন্ধে ৬.৪৩ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, রাত ৯.০০ চন্দু চ্যাম্পিয়ন, ১১.২২ ইংলিশ ভিংলিশ

জি সিনেমা : সকাল ৯.৪৮ জানোয়ার, দুপুর ১.২২ বিবাহ, বিকেল ৪.৪৯ সূরয়া : দ্য সোলজার, সন্ধে ৭.৫৫ স্কাই ফোর্স

স্টার মুভিজ : দুপুর ১২.০০ জ্যাক অ্যান্ড দ্য জায়েন্ট স্লেয়ার, দুপুর ১.৪৫ র‍্যাটাটুলি, বিকেল ৫.১৫ কং : স্কাল আইল্যান্ড, সন্ধে ৭.১৫ দ্য ইনক্রেডিবল হাল্ক, রাত ১১.১৫ প্রিডেটর-টু

বলো না তুমি আমার
রাত ১০.১৫ জলসা মুভিজ

এক্সট্রিম আফ্রিকা দুপুর ২.৪৪
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ কার্তিক, ৮ নভেম্বর ২০২৫, ২১ কাতি, সংবৎ ৩ মার্গশীর্ষ বদি, ১৬ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫০, অঃ ৪।৫৩। শনিবার, তৃতীয়া দিবা ১২।৫। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৩।৪৬। শিবযোগ রাত্রি ১২।৩৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১২।৫ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৫৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৩২ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ৩।৪৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১২।৫ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।১৩ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৭ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩০ মধ্যে ও ৪।১৪ গতে ৫।৫০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।৫৩ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ১২।৫ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।৪৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১০।৫৩ গতে ১২।৫ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৭।২০ গতে ১১।৪৯ মধ্যে মিথুন ও কর্কট লগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৮ মধ্যে ও ৭।৩১ গতে ৯।৩৯ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ২।৩৯ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৪।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৪৬ গতে ২।৩৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৩৩ গতে ৩।২৬ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন উৎকণ্ঠার মধ্যে যাবে। নিজের ভুলেই কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতে পারে। বৃষ : মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মিথুন : সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তি। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তিলাভ। কর্কট : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে দোলাচল থাকবে। সিংহ : সামান্য কারণে ভাইয়ের সঙ্গে মতানৈক্য এবং মনঃকষ্ট। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। কন্যা : বন্ধুর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে খুব সতর্ক থাকবেন। তুলা : সংসারে কারও ব্যবহারে খারাপ লাগলেও প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। চোখের রোগে ভোগান্তি। বৃশ্চিক : বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়ে সামান্য সমস্যায়। কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। ধনু : ফেলে রাখা কাজ শেষ করে ফেলুন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। মকর : যে কোনও কাজেই সাফল্য আসবে, কেবল ধৈর্য্য ধরুন। মেয়ের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। কুম্ভ : প্রিয়জনকে অকারণে কষ্ট দিয়ে মনঃকষ্ট। বাড়িতে অতিথির আগমন। মীন : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে কোনও সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলবেন। বাড়িতে পূজার্চনায় আত্মীয়সমাগম।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর প্রথম দিন থেকেই উঠে আসছে একের পর এক অভিযোগ। বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলির কথা থাকলেও বিএলও-রা সেই নির্দেশিকা মানছেন না। বদলে কোনও একটা জায়গায় শিবির করে দেওয়া হচ্ছে ফর্ম, করা হচ্ছে ফর্ম ফিলআপও। ভোগান্তি হওয়ায় বিএলও-দের সঙ্গে স্থানীয়রা জড়িয়ে পড়ছেন কথা কাটাকাটিতে। জলপাইগুড়িতে দুই মৃত্যুতে এসআইআর আতঙ্কের তত্ত্ব উঠে এল।

দুশ্চিন্তায় বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : বছর দুয়েক আগের ঘটনা। পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পড়েছিলেন এক প্রবীণ। ফুলবাড়ির একটি সংস্থা খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। সরেজমিনে খোঁজখবর নিতে বেরিয়ে আসে, তিনি আসলে কলকাতার এক ফুটবলার। চিকিৎসা করানোর নাম করে পরিবারের লোক তাঁকে শিলিগুড়িতে নিয়ে এসে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন।

বিয়ে না হওয়ায় নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলেন বছর ষাটের পার্বতী দাস। আত্মীয়, পরিবার পরিজনের সহযোগিতা পাওয়ার বদলে তাঁর ঠাঁই হয় শহর সংলগ্ন এক বৃদ্ধাশ্রমে।

বড় ছেলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ছোট ছেলের কাছে ঠাঁই নিয়েছিলেন এক বৃদ্ধা। ছোট ছেলে অবশ্য তাঁকে আশ্রয় দেননি। ঠাঁই দিয়েছেন জ্যোতিনগর এলাকার একটি বৃদ্ধাশ্রমে।

বৃদ্ধ বয়সে কেউ আত্মীয়পরিজন, কেউ আবার সন্তানদের ভালোবাসা থেকে দূরে চলে গিয়েছেন। মুখে হাসি, আর ভগ্নহৃদয়ের মধ্যে আবার নতুন করে খাঁড়া ঝুলছে এসআইআর-এর। আবাসিকদের অধিকাংশের কাছে নেই কোনও নথি। অনেক আবাসিক বলছেন, 'বাবা, যে অবস্থায় বৃদ্ধাশ্রমে এসেছি, কে বা তখন নথির কথা ভাববে?' এই পরিস্থিতিতে তাঁদের ভবিষ্যৎ কী- ইতিমধ্যে আবাসিকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গুঞ্জন ছড়িয়েছে, বৃদ্ধাশ্রমের দায়িত্বে থাকা কর্তাদের মুখেও। এ ব্যাপারে জেলা শাসকের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে দার্জিলিং জেলা

ঝুলছে খাঁড়া

- আবাসিকদের অধিকাংশের কাছে নেই কোনও নথি
- কমিশনের কাছে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের তরফে চিঠি গিয়েছে
- আবাসিকদের একটা বড় অংশ বিয়ে না হওয়ায় নিঃসঙ্গ
- পরিজনরাই আর যোগাযোগ রাখেন না
- এই পরিস্থিতিতে পুরোনো নথি বের করা যথেষ্ট সমস্যার

লিগ্যাল এইড ফোরামের তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি অমিত সরকার বলছেন, 'অধিকাংশ আবাসিকের কোনও নথিপত্র নেই। বয়স হয়ে যাওয়ায় অনেকে ২০০২ সালের কথা ভুলে গিয়েছেন। তাহলে ওঁদের ভবিষ্যৎ কী? ওঁদের বিষয়টা সহানুভূতির সঙ্গে দেখার জন্য আমরা ইতিমধ্যে চিঠি দিয়েছি।'

মেডিকেল এলাকায় থাকা বৃদ্ধাশ্রমে আবাসিকের সংখ্যা ৭২। এরমধ্যে শুধুমাত্র একজনের ভোটার কার্ড রয়েছে বলে জানাচ্ছিলেন ওই বৃদ্ধাশ্রমের দায়িত্বে থাকা মধুমিতা বাগচী। তিনি বলছিলেন, 'মাসতিনেক আগে আমরা সকলের জন্য ভোটার কার্ডের আবেদন করেছিলাম। এ পর্যন্ত একজন কার্ড পেয়েছেন। বাকিদের কার্ডের অপেক্ষায় রয়েছি। এ ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।'

বৃদ্ধাশ্রমগুলোর সূত্রে জানা গিয়েছে, আবাসিকদের একটা বড় অংশ বিয়ে না হওয়ায় নিঃসঙ্গ। পরিজনরাই তাঁদের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে গিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা আর যোগাযোগ রাখেন না। এই পরিস্থিতিতে পুরোনো নথি বের করা কিংবা যোগাযোগ করে এসআইআর-এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বের করাটাও যথেষ্ট সমস্যার।

ফুলবাড়ির এক হোমে থাকেন জনৈক মহিলা। তাঁর স্বামী রেলের ইঞ্জিনিয়ার পদে কাজ করতেন। স্ত্রীকে রাস্তায় ফেলে চলে যান। তাঁর কাছে নথি থাকা দুষ্কর। তবে কিছুটা স্বস্তিতে জ্যোতিনগরের এক বৃদ্ধাশ্রমের কর্তারা। ওই বৃদ্ধাশ্রম কমিটির সেক্রেটারি অজয় ভট্টাচার্য বলছিলেন, 'আমাদের বৃদ্ধাশ্রমে ১২ জন আবাসিক রয়েছেন। একজন ছাড়া বাকিদের সঙ্গে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে পরিবারের সদস্যরা দেখা করে যান। এসআইআর প্রক্রিয়াও কীভাবে চলছে, সেদিকেও নজরদারি থাকছে।'

বৃদ্ধের মৃত্যুতে রাজনৈতিক তর্জা বারোঘরিয়ায়।

দুই মৃত্যুতে এসআইআর যোগের দাবি

শুভাশিস বসাক ও সৌরভ দেব

ধূপগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৭ নভেম্বর : বিএলও বাড়িতে এসে নথিপত্র যাচাই শুরু করতেই এক বাংলাদেশি বৃদ্ধের মৃত্যু হল। ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ডাঙ্গাপাড়ায় লালুরাম বর্মনের (৮০) মৃত্যুতে রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়েছে। এদিকে শুক্রবার দুপুরে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জগন্নাথ কলোনি এলাকায় একটি গাছে নরেন্দ্রনাথ রায়ের (৬৫) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বিকেলে ১৫/১৭০ নম্বর অংশের বিএলও সুমিত রায় লালুরাম বর্মনের বাড়িতে নথিপত্র যাচাই করার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের ছেলে সঞ্জীব বর্মন স্বীকার করেছেন, তাঁর বাবার ভোটার কার্ড নেই। তাঁর কথায়, 'অনেকদিন থেকেই বাবা অসুস্থ ছিল, চিকিৎসাও চলছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়িতে এসে বিএলও নথি যাচাই করছিলেন। ঘরে বাবা অসুস্থ অবস্থায় ছিল। কিন্তু বিএলও যে বাড়িতে এসেছেন বাবা জানতেন না।' পরিবারের অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি দীপু রায় বলেন, 'অসুস্থ হোক বা সুস্থ হোক, মানুষ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। আমরা পরিবারটির পাশে রয়েছি।'

তবে বাড়িতে মৃত্যু হলেও তাঁরা ময়নাতদন্ত করাননি। হিন্দু রীতি মেনে দাহকাজ সম্পন্ন করেছেন পরিবারের লোকেরা। জলপাইগুড়ি বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য ঈশ্বর রায় দাবি করেছেন, 'লালুরাম বর্মনের মৃত্যুর সঙ্গে এসআইআরের কোনও সম্পর্ক নেই।' বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছেন বিএলও সুমিত রায়।

জগন্নাথ কলোনির বাসিন্দা নরেন্দ্র একসময় ভ্যানচালক ছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রী। সম্প্রতি তিনি জানতে পারেন, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের নাম থাকলেও দুই স্ত্রী বিনোদিনী ও মিনতির নাম নেই। নরেন্দ্রর মেয়ে জয়ন্তী বর্মন বলেন, 'যেদিন থেকে বাবা জানতে পেরেছেন ভোটার তালিকায় মায়ের নাম নেই সেদিন থেকে আমাদের বলতেন মায়ের কী হবে? তিনি খুবই চিন্তায় ছিলেন। আমাদের মনে হয়, দুশ্চিন্তা থেকেই বাবা এমনটা ঘটিয়েছেন।'

যা নিয়ে বিতর্ক

- ২৬ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে আসেন লালুরাম বর্মন
- বারোঘরিয়ার বাসিন্দা লালুরামের নাম ভোটার তালিকায় নেই
- বাড়িতে বিএলও আসার পরেই তাঁর মৃত্যু হয়
- খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নরেন্দ্রনাথ রায়ের দুই স্ত্রীর নাম নেই তালিকায়
- এদিন তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়

শিলিগুড়িতে বৈঠকে নির্বাচন কমিশন

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : দার্জিলিং জেলায় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উপ-নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে কমিশনের প্রতিনিধিদল এই বৈঠকে অংশ নেয়। সেখানে এরাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের (সিইও) দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, জেলার বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসক, বিডিও অংশ নিয়েছিলেন। বৈঠকে কয়েকজন বিএলও-কেও ডাকা হয়েছিল।

বৈঠকের শুরুতেই এই জেলায় এসআইআরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট নেয় কমিশন। এর পরেই বিএলও-দের কাছে এলাকায় গিয়ে কাজ করতে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে কী ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সেসব শোনেন নির্বাচনি কর্তারা। সেখানে একাধিক বিএলও অ্যাপের কিছু কারিগরি সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। অ্যাপ সবসময় সঠিকভাবে কাজ না করায় ভোটারদের তথ্য আপলোডের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে এবং অনেকটা সময় লাগছে বলে বিএলও'রা জানিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের কর্তারা তাঁদের জানিয়েছেন, অ্যাপ এখনও পুরোপুরি চালু হয়নি। শুধুমাত্র এসআইআর-এর ফর্ম বিলির বিষয়টি সেখানে রয়েছে। ধাপে ধাপে সেই অ্যাপে আরও নতুন নতুন ফিচার যুক্ত হবে। এই বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের তরফে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আলাদাভাবে এসআইআর-এর সমস্ত প্রক্রিয়া এবং অ্যাপে কীভাবে কোন নথিপত্র আপলোড করতে হবে পৃথকভাবে সেটা দেখানো হয়েছে।

রাজ্যের অতিরিক্ত নির্বাচনি আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস বৈঠক শেষে বলেন, 'উপ-নির্বাচন কমিশনারের উপস্থিতিতে বৈঠকে এসআইআর-এর কাজ নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কর্তারা এই কাজের বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন। কয়েকজন বিএলও-কে ডেকে তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা, কোথায় সমস্যা হচ্ছে সেটাও শোনা হয়েছে। সবকিছু ভালোভাবেই এগোচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'এখনও পর্যন্ত এই রাজ্যেই কাজ সবচেয়ে বেশি এগিয়েছে। কমিশনও কাজের অগ্রগতি নিয়ে সন্তুষ্ট।'

শিবিরে ফর্ম বিলি, কথা কাটাকাটি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : বাড়ি বাড়ি যাওয়ার পরিবর্তে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় শিবির করে ফর্ম বিলি এবং ফিলআপ করে জমা নেওয়ার অভিযোগ উঠছে বিএলও-দের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরের একাধিক এলাকায় শুক্রবার বিক্ষিপ্ত অশান্তিও হয়েছে। কোথাও বিএলও-দের সঙ্গে বচসায় জড়িয়েছেন এলাকার মানুষ। কোথাও আবার বিএলও-দের কীর্তি ভিডিও করে রেখেছেন এলাকাবাসী। বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কথা থাকলেও কেন বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে জলপাইগুড়ি সদরের মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি।

বৃহস্পতিবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের পঞ্চায়েত এলাকায় বিএলও-দের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকাতেও একই অভিযোগ উঠল। পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাবু সিং স্পোর্টিং ক্লাবে এদিন শিবির করে বিএলও ফর্ম বিলি করেছেন বলে অভিযোগ। আবার ফর্ম ফিলআপ করে সেখানেই জমা নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে এদিন তৃণমূলের বিএলএ-রা শোরগোল শুরু করেন। এলাকাবাসীও বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ। তাঁদেরই কয়েকজন বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করলে স্থানীয়দের সঙ্গে বিএলও'র কথা কাটাকাটি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা সুদেব সরকারের বক্তব্য, 'বিএলও-কে আমরা বলেছি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিন। কিন্তু বিএলও বলছেন, শিবির থেকেই নিতে হবে। বেশি কথা বললে ফর্ম দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন।'

একই পরিস্থিতি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাশ্মীর কলোনিতেও। অভিযোগ, বিএলও একটি বাড়ির সামনে বসে ফর্ম বিলি করেছেন। পাশাপাশি সেখানেই ফর্ম ফিলআপ করে জমা নিয়ে নিচ্ছেন। এলাকাবাসী সবটা ভিডিও করে রেখেছেন।

ক্যাম্প করে ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনির সি এবং ই ব্লকে। এই ব্লকগুলিতে একাধিক এলাকায় ছোট ছোট শিবির করছেন বিএলও-রা। এলাকার ১০-১৫টি বাড়িকে ধরে ধরে ফর্ম ফিলআপ করানো হচ্ছে সেখানে। ই ব্লকে সূর্য সেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্যাম্প করেছেন বিএলও-রা। বাড়ি বাড়ি না গিয়ে কেন ক্যাম্প করে কাজ করা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই এলাকাগুলিতে আবার ফর্ম নিয়েও সমস্যা হয়েছে। অভিযোগ, সি ব্লকে একটি ফর্ম দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা ফোটোকপি করে নিতে বলা হচ্ছে। সেই ফোটোকপি করা ফর্মে বিএলও-রা রিসিভ করে দিয়ে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে, ই ব্লকে আবার অন্য সমস্যা। শুক্রবার একটি করেই ফর্ম দেওয়া হয়েছে এলাকাবাসীকে। আরেকটি ফর্ম পরে দেওয়া হবে বিএলও-দের তরফে জানানো হয়েছে। ওই এলাকার বাসিন্দা বিকাশ ভাদুড়ির গলায় ক্ষোভের সুর। তাঁর বক্তব্য, 'একই দিনে দুটো ফর্ম দিলে একবারে কাজ মিটে যেত। একে তো ক্যাম্পে এসে ফর্ম নিতে হচ্ছে। এখন আবার বলা হচ্ছে, আরেকদিন এসে ফর্ম ফিলআপ করে রিসিভ কপি নিয়ে যেতে হবে।'

একই কাজের জন্য বারবার ঘুরতে হচ্ছে কেন, প্রশ্ন এলাকাবাসীর।

> বিএলও-কে আমরা বলেছি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিন। কিন্তু বিএলও বলছেন, শিবির থেকেই নিতে হবে। বেশি কথা বললে ফর্ম দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন।
>
> **সুদেব সরকার**
> ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা

আতঙ্ক কাটল সাবেক ছিটে

গৌরহরি দাস ও প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ৭ নভেম্বর : এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক কাটল সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দাদের। শুক্রবার কোচবিহারে অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠকের পর সাবেক ছিটমহল পোয়াতুরকুঠির বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এসআইআর-এর নিয়ম অনুযায়ী ২০০২ সালের নথিপত্র কীভাবে জমা দেবেন, ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম কীভাবে উঠবে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক ছিল। অতিরিক্ত জেলা শাসক বিষয়টি ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তাঁদের দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। সাবেক ছিটমহলের যেসব মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে তাঁদের তালিকাও এদিন প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই এলাকার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে বাসিন্দাদের হাতে এনুমারেশন ফর্ম তুলে দিয়েছেন এলাকার বিএলও বিপুল মোদক।

ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের সরকারের যৌথ উদ্যোগে ২০১৫ সালের ১ অগাস্ট ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় হয়। সবমিলিয়ে ১৫ হাজারের বেশি বাসিন্দা নতুন করে ভারতের নাগরিক হন। এসআইআর-এ ২০০২ সালের নথিপত্র চাওয়ায় সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দাদের রাতের ঘুম উড়ে যায়। আতঙ্কের কারণে সাবেক ছিটমহলগুলিতে তাঁরা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু পর্যন্ত করতে দিচ্ছিলেন না। পোয়াতুরকুঠির বাসিন্দারা পরপর তিনদিন এসআইআর-এর কাজ করতে যাওয়া বিএলও-কে এলাকা থেকে ফিরিয়ে দেন। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা এলে তাঁরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সেই সময়ই কমিশনের প্রতিনিধিরা জানিয়ে দেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে।

শুক্রবার অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠকের পর পোয়াতুরকুঠির বাসিন্দা সাহেব আলি বলেন, 'এসআইআর ফর্ম কীভাবে পূরণ করতে হবে অতিরিক্ত জেলা শাসক আমাদের সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা শুধু নাম, ভোটার কার্ডের নম্বর, ঠিকানা এসব লিখে ফর্মের উপরের অংশটুকু পূরণ করব। নীচে 'এনক্লেভ ইনহ্যাবিট্যান্ট' কথাটা বিএলও লিখে দেবেন। এসআইআর নিয়ে এখন থেকে আমাদের মনে আর কোনও ভয় নেই।' সাবেক ছিটমহলের যে সমস্ত মেয়ের বাইরে বিয়ে হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে কী হবে, সেটা গত বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন সাবেক ছিটের বাসিন্দারা। অতিরিক্ত জেলা শাসক তাঁদের নথিপত্র সহ তালিকা জমা দিতে বলেছিলেন।

শুক্রবার মধ্য মশালডাঙ্গা সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দা জয়নাল আবেদিন বলেন, 'এডিএমের কথামতো ৫১টি সাবেক ছিটমহলের হাজার জনেরও বেশি বিয়ে হওয়া মেয়ের একটা তালিকা আমরা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি। বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েদের ফর্মে এনক্লেভের পাশাপাশি ছিট বিনিময়ের সময় বাবা-মায়ের যে সিরিয়াল নম্বর রয়েছে সেটা লিখতে হবে। তাহলেই আর সমস্যা হবে না। প্রশাসন এরপর ছিটমহলের সেই সিরিয়াল নম্বর মিলিয়ে তাঁদের বাবা-মায়ের নাম দেখে নেবেন।'

এদিন বিকেলে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম নিয়েছেন সাবেক ছিটমহলের পোয়াতুরকুঠি ৭/১২৮ নম্বর বুথের বাসিন্দারা।

বন্দে মাতরম উৎসব

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ নভেম্বর : বাগডোগরা বিমানবন্দরে শুক্রবার বন্দে মাতরম রচনার ১৫০ বছর উদযাপন করা হয়। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই)-র উদ্যোগে এএআই-এর আধিকারিক, কর্মী, সিআইএসএফ এবং বিভিন্ন বিমান সংস্থার কর্মীরা এক সুরে বন্দে মাতরম পরিবেশন করেন। বিমানযাত্রীরা দাঁড়িয়ে সম্মান জানান।

এদিন বন্দে মাতরম রচনার ১৫০ বছর উপলক্ষ্যে ফাঁসিদেওয়াতে বিজেপির তরফে জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল করা হয়। ব্লকের অন্য মণ্ডলেও বিজেপির তরফে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। শুক্রবার ইসলামপুরের রাষ্ট্রবাদী নাগরিক সমাজের তরফে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ইসলামপুরের পুর টার্মিনাসে বিবেকানন্দ মূর্তির পাদদেশে উপস্থিতরা একসঙ্গে বন্দে মাতরম গেয়েছেন। সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১৫০টি প্রদীপ জ্বালানো হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ৭ নভেম্বর : পণ্যবাহী গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইকচালকের। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কমলা চা বাগানের সায়েলা লাইন সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম রাজেন্দ্র কুজুর (৩০)। তিনি গঙ্গারাম চা বাগানের টুনা ৬-এর বাসিন্দা ছিলেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে।

পুজো দিতে উপচে পড়া ভিড় বোল্লাকালী মন্দিরে। শুক্রবার রাতে। ছবি : মাজিদুর সরদার

পর্যটক টানতে পারেংতারে 'খোলে দাই'

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : সমতলের নবান্ন, পাহাড়ের খোলে দাই। ধান কাটার সময়টাকে উদযাপন করতে নাচ, গান, বিভিন্ন পদের আহার- ডিসেম্বরের বিশেষ সময়ে এভাবেই উৎসবে মাতে কালিম্পংয়ের ছোট্ট গ্রাম পারেংতার। একসময় যা ছিল স্থানীয়দের নিজস্ব উৎসব, এখন তা ফেস্টিভাল। এবছরও নেপালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) উদ্যোগে পারেংতারে হচ্ছে খোলে দাই ফেস্টিভাল। একটু বড় আকার দিতে এবছর উৎসব তিনদিনের। ১৯ ডিসেম্বর থেকে শেষ হবে ২১ ডিসেম্বর। জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, এই ফেস্টিভাল সম্পর্কে যাতে পর্যটকরা আরও বেশি করে জানতে পারেন, তার জন্য প্রচার চালানো হবে।'

খোলে দাই এখন মডেল ফেস্টিভাল। কালিম্পং পাহাড়ে ঘুরতে এসে ধান কাটা এবং তাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে যে আনন্দ, তা দেখে অনেক পর্যটকই অভিভূত হয়ে পড়েন। এখানকার বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। তার সঙ্গে পর্যটনকে জুড়তেই এই সিদ্ধান্ত। জিটিএ কর্তাদের বক্তব্য, উৎসবকে কেন্দ্র করে এখানে পর্যটকরা এলে এলাকার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। ওই লক্ষ্যেই পাঁচ বছর ধরে উৎসবের ব্যয়ভার বহন করছে জিটিএ। উৎসবস্থলকে সাজিয়ে তোলা হয় গ্রামের বাসিন্দাদের তৈরি হস্তশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে। শুক্রবার খোলে দাই ফেস্টিভাল কমিটির এক প্রতিনিধিদল উৎসব নিয়ে আলোচনা করে কালিম্পংয়ের জেলা শাসক কুহুক ভূষণের সঙ্গে। উৎসব কমিটির সদস্য অমিতাভ দাম বলেন, 'চলতি বছর অনেক বড় করে উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। তিনদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পর্যটকরা যাতে উৎসব উপভোগ করতে পারেন, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হবে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা সুজিত মন্ডল - কে 19.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87L 51050 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হতে পেরে আমি খুবই গর্বিত আর কৃতজ্ঞ বোধ করছি। এটি আমার স্বপ্ন পূরনের পথে আমাকে নতুন শক্তি, আশা এবং আত্মবিশ্বাসের যোগান দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী ৫০ শতাংশ কম দামে

ফাঁদ পেতে ফের প্রতারণার ঘটনা

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : শহর শিলিগুড়িতে গত কয়েকমাসে টাকা দ্বিগুণ থেকে শুরু করে একাধিক পদ্ধতিতে প্রতারণার ঘটনা সামনে এসেছে। এবারে মাটিগাড়া থানা এলাকায় ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী আসল দামের ৫০ শতাংশ কম রেটে দেওয়ার ফাঁদ পেতে কোটি টাকা নিয়ে পগারপার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম জিতেন্দ্রশেখর বাবু।

প্রতারিতদের অভিযোগ, মাস নয়েক আগে ওই তরুণ এক তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে তুম্বাজোতের একটি ফ্ল্যাটে উঠেছিলেন। এরপর থেকেই এলাকার সমবয়সিদের সঙ্গে সখ্য শুরু করেন ওই অভিযুক্ত।

প্রতারণার ফাঁদে পড়ে চার লক্ষ টাকা খুইয়েছেন জিতেন্দ্র প্রসাদ নামে এক তরুণ। তিনি বলছিলেন, 'ওই ব্যক্তি প্রথমে এলাকার তরুণদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। তিনি নিজেকে বৈদ্যুতিন বিভিন্ন জিনিসের ডিলার বলে পরিচয় দেন। তিনি জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাকে তিনি মোবাইল সহ বৈদ্যুতিন বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে থাকেন। এরপরই এলাকার তরুণদের তিনি প্রলোভন দেখান, আসল দামের অর্ধেক মূল্যে তিনি মোবাইলের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। কথামতো এলাকার তরুণদের কয়েকজনকে অর্ধেক দামে মোবাইলও দেন ওই ব্যক্তি। মোবাইল হাতে পেয়ে সকলের কাছে বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন জিতেন্দ্রশেখর।' এরপরই শুরু হয় ফাঁদ পাতা। প্রতারণার শিকার হওয়া তরুণদের কথায়, ওই ব্যক্তি প্রস্তাব দেন মোবাইল সহ এসি, ইনভার্টার সবকিছুই তিনি আসল দামের তুলনায় পঞ্চাশ শতাংশ কম রেটে দেবেন। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ৩০ শতাংশ লাভ রেখে ২০ শতাংশ কম রেটে সামগ্রী বিক্রি করতে পারেন। সেই প্রস্তাবেও রাজি হয়ে যান প্রতারণার জালে পড়া তরুণদের একটা বড় অংশ।

জিতেন্দ্র প্রসাদের কথায়, 'ওই ব্যক্তি আমার দোকানে এসে আড্ডা বাড়াতে শুরু করেন। আমাকেও মোবাইল আসল দামের ৫০ শতাংশ কম রেটে বিক্রির প্রস্তাব দেন। বিশ্বাস বাড়ানোর জন্য আমাকেও অর্ধেক দামে দুটো মোবাইল দিয়েছিলেন। বিশ্বাস করে এরপর আমি চার লক্ষ টাকার মোবাইলের অর্ডার দিই। ভেবেছিলাম আমার ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস-এর অফিসের পাশে মোবাইলের দোকান দেব। যদিও গত ২৫ তারিখ থেকে ওই ব্যক্তি উধাও হয়ে গিয়েছেন। আমার পাশাপাশি এলাকার আরও অনেকের টাকা নিয়ে পগারপার হয়েছেন।'

পুলিশ তদন্তে নেমে দেখেছে ওই অভিযুক্ত বিশ্বাস বাড়ানোর জন্য আধার কার্ড, প্যান কার্ড সবই ওই ফ্ল্যাটের ঠিকানায় ট্রান্সফার করে নিয়েছিলেন। ফলে আদতে তিনি কোথাকার বাসিন্দা তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। অন্যদিকে, তাঁর সঙ্গী ওই তরুণী ওদলাবাড়িতে রয়েছেন বলে প্রতারিতদের দাবি। জিতেন্দ্র প্রসাদের অভিযোগ, 'যোগাযোগ করলে ওই তরুণী জানিয়েছেন, তিনি নাকি ওই ব্যক্তির সঙ্গে লিভ ইন-এ ছিলেন। তিনি পালটা প্রশ্ন করছেন, ওই ব্যক্তিকে আমরা টাকা দিয়েছি কেন?'

বৃহস্পতিবার রাতে মাটিগাড়া থানায় প্রতারিতরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযুক্ত তরুণ কোথাকার বাসিন্দা, সেটাও দেখা হচ্ছে।'

নয়া কায়দা

- এলাকার তরুণদের কাছে অর্ধেক দামে মোবাইল বিক্রি করেন জিতেন্দ্রশেখর
- নিজেকে ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর ডিলার বলে পরিচয় দিয়েছিলেন
- সবার বিশ্বাস অর্জনের পর তিনি ব্যবসায়ীদের কাছে ফাঁদ পাতেন
- কম দামে সামগ্রী দেওয়ার কথা বলে টাকা নিয়ে উধাও হয়েছেন

শহরতলিতে ইডি হানা

মানব পাচার মামলায় পাব মালিকের বাড়িতে কেন্দ্রীয় সংস্থা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : মানবপাচার মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) শিলিগুড়ি শহরের অদূরে মাটিগাড়ার একটি উপনগরীতে হানা দিল। ওই উপনগরীতে থাকা শপিং মলে শহরের অতিপরিচিত একটি পাবের মালিক কিরৎ সিং-য়ের বাড়িতে শুক্রবার সকালে ইডি'র টিম তল্লাশি চালায়। বাড়িতে হানা দেওয়ার পাশাপাশি ওই পাবেও ইডি'র টিম বেশ কিছুক্ষণ ধরে তল্লাশি চালায়। দুপুরের পর ওই টিম বেরিয়ে যায়। এদিকে, রাত পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী সল্টলেকের বাড়িতে সিং পরিবারকে ইডি টানা জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সল্টলেকের বাড়ি সহ এদিন কলকাতার আরও ছয় জায়গায় ইডি তল্লাশি চালায়।

ইডি সূত্রে খবর, ২০১৫ সালে পুলিশের কাছে বাগুইআটিতে মানব পাচার সংক্রান্ত একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে কিরৎ সিং-এর বাবা জগজিৎ সিং, আজমল সিদ্দিকী ও বিষ্ণু মুন্দ্রাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তিনজনেই গোটা রাজ্যে হোটেল ব্যবসায় পরিচিত মুখ। বছর দুয়েক আগে তিনজনই জামিন পান। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ এই মামলাটি ইডি'র হাতে তুলে দেয়। মানব পাচারের পেছনে বিপুল অঙ্কের টাকার লেনদেনের হদিস পেতে ইডি তদন্ত শুরু করে।

ইডি এদিন একযোগে সল্টলেক, বাগুইআটি ও নাগেরবাজার মিলিয়ে সবমিলিয়ে সাত জায়গায় অভিযান চালায়। ইডি'র একটি টিম মাটিগাড়ার অদূরে উপনগরীতে থাকা কিরৎ সিংয়ের পাব ও বাড়িতে চলে আসে। জগজিৎ, আজমল সিদ্দিকী ও বিষ্ণু মুন্দ্রার বাড়িতে অভিযান চালানোর পাশাপাশি জগজিতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত গৌতম সরকার নামের নাগেরবাজারের এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতেও অভিযান চালানো হয়। সূত্রের খবর, গৌতম একাধিক পুরসভায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন। বাগুইআটির বাসিন্দা সঞ্জয় বিশ্বাসের বাড়িতেও তল্লাশি চলে। জগজিতের হয়ে টাকাপয়সা লেনদেনের কাজটি মূলত সঞ্জয়ই করে থাকেন। কিরৎ ও তাঁর স্ত্রী কয়েকদিন আগেই সল্টলেকের বাড়িতে যান। গাড়ির চালক সহ কিছু কর্মী কিরতের শিলিগুড়ির বাড়িতে ছিলেন। ইডি'র টিম এসেই প্রথমে ওই বাড়িটি ঘিরে ফেলে। এরপর ভেতরে বেশ কিছুক্ষণ কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর টিমটি শপিং মলের পাবে যায়।

উপনগরীর ওই শপিং মলের পাবটি ২০১৬ সালে তৈরি হয়। কিরৎ ২০১৭ সালে পাকাপাকিভাবে শিলিগুড়িতে চলে আসেন। প্রথমে তিনি ওই উপনগরীর একটি আবাসনে ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। বছর দুয়েক আগে এফ-১১'এর আবাসনটি লিজ নিয়ে ভাড়ায় থাকতে শুরু করেন। বছরখানেক আগে তিনি বিয়ে করেন। সম্প্রতি একটি জমিও কিনেছেন। এছাড়া কোচবিহারে একটি নাইট ক্লাবও সিং পরিবার লিজে নিয়েছে।

তদন্ত চলছে

- ২০১৫ সালে পুলিশের কাছে বাগুইআটিতে মানব পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়
- তদন্তে নেমে পুলিশ জগজিৎ সিং, আজমল সিদ্দিকী ও বিষ্ণু মুন্দ্রাকে গ্রেপ্তার করেছিল
- মাটিগাড়ার উপনগরীতে একটি পাব রয়েছে জগজিতের ছেলে কিরৎ সিং-এর
- ইডি'র টিম ওই পাবের পাশাপাশি তাঁর বাড়িতেও গিয়ে তল্লাশি চালায়

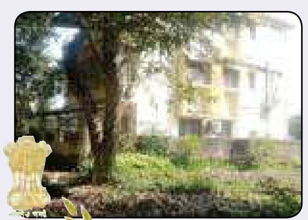

নাবালককে খুঁজতে সিবিআই দাবি

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : চলতি বছরের ২৩ অগাস্ট বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে বেরিয়ে সেবক এলাকার এক নাবালক অপহরণ হয়ে যায়। তারপর থেকে আড়াই মাস পেরিয়ে গেলেও ওই নাবালককে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের তদন্তের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন নাবালকের পরিবারের সদস্যরা। দ্রুত নাবালককে উদ্ধার ও ঘটনায় জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে শুক্রবার শালুগাড়া থেকে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস পর্যন্ত নাবালকের পরিবার সহ পাহাড়ের বিভিন্ন সংগঠনের তরফে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।

তাঁদের কথায়, ছেলেটা কী অবস্থায় রয়েছে। কোথায় রয়েছে, এতদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও সেই রহস্য উন্মোচন করতে পারল না পুলিশ। এদিকে, গোটা ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন নাবালকের মা। তিনি বলেন, 'সত্যি কথা বলতে আমরা দুশ্চিন্তায় রয়েছি। পুলিশ প্রথম থেকেই ঘটনার তদন্ত ভালোমতো করছে না। তাই পুলিশের ওপর আর ভরসা নেই।'

অপহরণের ঘটনায় কোনও ক্লু পাওয়া যায়নি বলে কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন কার্সিয়াংয়ের আইসি পলাশ মহন্ত। তিনি বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে এখনও সেরকম কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি।' পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তাঁর বক্তব্য, 'ঘটনার দিনই পুলিশ যদি রাস্তায় নাকা তল্লাশি চালাত তাহলে তখনই ছেলেটিকে পাওয়া যেত। আসলে পুলিশের এখানকার ইন্টেলিজেন্সি জিরো। পরিবার সিবিআইয়ের দাবিতে আদালতে গেলে সবধরনের সহযোগিতা করার চেষ্টা করব।'

২৩ অগাস্ট বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলার সময় হঠাৎ করেই একটি অ্যাম্বুল্যান্স এসে নাবালককে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। যদিও ওই অ্যাম্বুল্যান্সের কোনও খোঁজ পায়নি পুলিশ। এরমধ্যেই নাবালককে দ্রুত খুঁজে বের করার দাবিতে মিছিল করল পাহাড়ের বিভিন্ন সংগঠন ও নাবালকের পরিবারের সদস্যরা।

ফিরল কিশোর

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : শিলিগুড়ির ঝংকার মোড় থেকে নিখোঁজ হওয়া কিশোর বাড়িতে ফিরে এল শুক্রবার সকালে। এদিন ওই কিশোর একাই বাড়িতে ফিরে আসে। ওই কিশোরের দাবি, সে বাসে করে কলকাতায় চলে গিয়েছিল। আবার বাসে করেই শিলিগুড়িতে ফিরে এসেছে। বাড়িতে ফেরার পর ওই কিশোরকে নিয়ে খালপাড়া ফাঁড়িতে যান পরিবারের সদস্যরা। পুলিশকে জানানোর পর সিডব্লিউসির কাছে পেশ করে কিশোরকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় কোচবিহারে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে দর্শনার্থীদের ভিড়। ছবি : জয়দেব দাস

দুপুরে উধাও শিশু, রাতে মিলল দেহ

আলিপুরদুয়ার, ৭ নভেম্বর : প্রথমে মনে হয়েছিল, দিনদুপুরে ঘরে ঢুকে কেউ শিশু চুরি করেছে। দক্ষিণ চেচাখাতার ডিএস কলোনিতে শেষপর্যন্ত শিশুর দেহ পাওয়া গেল বাড়ির পেছনে একটি ঝোপের মধ্যে। অথচ দুপুরে ওই ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি চালালেও শুক্রবার রাত অবধি সেই শিশুকন্যার খোঁজ পায়নি। সন্ধ্যায় এলাকায় তদন্তে যান খোদ এসপি ওয়াই রঘুবংশী। তিনি বলেন, 'শিশুটিকে উদ্ধার করার জন্য আমরা সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছি।'

যদিও গভীর রাতে শিশুটির দেহ উদ্ধারের পর তার মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ আলিপুরদুয়ার থানায় নিয়ে গিয়েছে। কীভাবে শিশুটির মৃত্যু হল, শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত তা স্পষ্ট হয়নি। পরিবার ও এলাকার বাসিন্দাদের কাছে জানা গিয়েছিল, দুপুর দেড়টা নাগাদ সাত মাসের সেই শিশুকন্যাকে বিছানায় শুইয়ে তার মা পূজা দে স্নানে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর ঠাকুরদা মলয় ঘোষ দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বারান্দা পেরিয়ে একটি ঘরে শুয়ে ছিল সেই শিশু। পূজার অভিযোগ, স্নান সেরে ঘরে ঢুকে তিনি আর মেয়েকে দেখতে পাননি। শ্বশুরকে জানালে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে তাঁরা দুজন শিশুটিকে খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করেন। বিষয়টি জানাজানি হতে বাড়ির সামনে ভিড় জমে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি, আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য।

শিশুর বাবা জয়দীপ ঘোষ বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। খবর পেয়ে জয়দীপ ও অন্য পরিজন ছুটে আসেন। বাচ্চাটিকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন পর্যন্ত যান। একাধিক ট্রেনের কামরায় উঠেও খোঁজ করেন। কিন্তু লাভ হয়নি।

শিশুর বাবা জয়দীপ বলেন, 'আমি কাজে বাইরে ছিলাম। খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসি। কী যে হল, কিছু বুঝতে পারছি না।'

পুলিশ আশপাশের একাধিক জায়গার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে। একাধিক দলে ভাগ হয়ে এলাকায় নজরদারি চালিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন সংলগ্ন প্রধান রাস্তায় নাকা চেকিং করছে। ভরদুপুরে কেউ বাড়িতে ঢুকে শিশুটিকে নিয়ে গেল, অথচ কারও নজরে এল না কেন, সেই প্রশ্ন উঠছে।

সিসিটিভির ফুটেজ দেখে প্রথমে দুটি সূত্র পায় পুলিশ। বাড়ি সংলগ্ন আরেকটি বাড়ির সিসিটিভির ফুটেজে একজন মহিলাকে ওই গলিতে দুই হাতে দুটি লাঠি নিয়ে ঢুকতে দেখা গিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে সেই মহিলা বেরিয়ে যান। আবার, সেই বাড়ি থেকে কিছুটা দূরের একটি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, একজন মহিলা মুখ ঢাকা অবস্থায় দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কোলে কাপড়ে জড়ানো কিছু একটা ছিল।

ঘনাচ্ছে রহস্য

- স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি চালিয়ে লাভ হয়নি
- সিসিটিভি'র ফুটেজ দেখে তদন্ত চলে
- গভীর রাতে বাড়ির পেছনেই শিশুর দেহ মেলে

টুকরো খবর

দোকানে চুরি

চোপড়া ও নকশালবাড়ি, ৭ নভেম্বর : সদর চোপড়ার বিদ্রোহী মোড়ে বৃহস্পতিবার রাতে একটি দোকানের টিন ভেঙে লক্ষাধিক টাকার কাপড় চুরি করেছে একদল দুষ্কৃতী। দোকান মালিক থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, নকশালবাড়ি বাজারে বাসনপত্রের দোকানে বড়সড়ো চুরির অভিযোগ উঠেছে। নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দু'টি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধৃত তিন

চোপড়া, ৭ নভেম্বর : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁচাকালী এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরির অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম ফাইজল আলম, সরফরাজ আলম ও মনসুর আলম। শুক্রবার ধৃতদের ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

প্রতিযোগিতা

চোপড়া, ৭ নভেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলার 'মেরা যুব ভারত মাই ভারত' ও স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ঘিরনিগাঁওয়ের ধনীরহাটে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ব্লক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। দু'দিনব্যাপী ওই প্রতিযোগিতায় মোট ছয়টি ইভেন্ট রয়েছে।

মেলার সমাপ্তি

চোপড়া, ৭ নভেম্বর : রাস উৎসব ও বাৎসরিক কালীপুজো উপলক্ষ্যে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া নতুনহাটে দু'দিনব্যাপী মেলা ও গানের আসর চলছে। বৃহস্পতিবার রাতভর শতাব্দীপ্রাচীন রামায়ণ গান হয়। শুক্রবার পালাগানের আসর দিয়ে মেলা শেষ হয়েছে।

বৈঠক

চোপড়া, ৭ নভেম্বর : এসআইআর নিয়ে শুক্রবার একটি সর্বদলীয় বৈঠক করল চোপড়া ব্লক প্রশাসন। প্রক্রিয়া শুরুর চারদিন পরেও এখনও অনেক বুথে এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। শনিবারের মধ্যে বিএলও-রা ফর্ম পেয়ে যাবেন বলে আশ্বাস দেয় প্রশাসন।

শোভাযাত্রা

চোপড়া, ৭ নভেম্বর : শুক্রবার চোপড়ায় সাড়ম্বরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দে মাতরম সংগীতের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন করা হয়। স্থানীয় বিজেপি নেতারা কালাগছ আলোড়নি মাঠ থেকে বাসস্টপ পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রা করেন।

বাউল উৎসব

চোপড়া, ৭ নভেম্বর : বুধবার থেকে চোপড়ার কালাগছ বাজার এলাকার মন্দির প্রাঙ্গণে চারদিনব্যাপী বাউল উৎসব জমে উঠেছে। উদ্যোক্তাদের তরফে দেবেন পাল জানিয়েছেন, এবার ৩৬তম বর্ষ। শনিবার বাউল উৎসবের শেষদিন।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার

খড়িবাড়ি, ৭ নভেম্বর : বাংলা-বিহার সীমানায় ভালুকগাড়া স্বর্ণমতি ব্রিজ সংলগ্ন ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে শুক্রবার সকালে একটি যাত্রীবাহী টোটোতে তল্লাশি চালিয়ে দুটি প্লাস্টিকের বস্তা থেকে ২২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা সহ গ্রেপ্তার করা হয় তিন মহিলাকে। ধৃতদের নাম শেফালি সিংহ, আরতি সরকার এবং কাজলি রায়। প্রত্যেকেই গজলডোবার ঠাকুরনগরের বাসিন্দা। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন, শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। বিহারে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচারের পরিকল্পনা ছিল ধৃত ওই তিন মহিলার।

থানায় অভিযোগ

নকশালবাড়ি, ৭ নভেম্বর : নদী থেকে অবৈধভাবে বালি ও পাথর তোলা নিয়ে নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন। নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের গাজিরাম মৌজায় চেঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি ও পাথর তোলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়রা নকশালবাড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। শেষে নকশালবাড়ির বিএলএলআরও এলাকা পরিদর্শন করে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

ভরসা।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন মহম্মদ আসাদুল্লাহ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পরিযায়ী শ্রমিক বিএলএ-২

জোর করে নাম ঢোকানোয় বিতর্কে বিজেপি

বক্সিরহাট, ৭ নভেম্বর : কোনওভাবে ভোটার কার্ড হাতিয়ে এক পরিযায়ী শ্রমিককে দলের বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ-২) বানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক তপন সরকার এই বিষয়টি জানিয়ে শুক্রবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর এলাকার বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সহ দুই নেতার বিরুদ্ধে বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বিজেপির অবশ্য দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পনামাফিক অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে। শাসক শিবির অভিযোগ মানতে চায়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তপন সরকার নির্মাণশ্রমিক হিসেবে বেঙ্গালুরুতে কাজ করেন। বিজেপির জেলা সভাপতির সই করা দলের বিএলএ-২ তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। সেই তালিকা ইতিমধ্যেই হোয়াটসঅ্যাপে ভাইরাল হয়েছে। তপনের ভোটার কার্ড ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে বিজেপির তরফে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯/৪৫ নম্বর বুথে দলের বিএলএ-২ তালিকায় তাঁর নাম তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই পরিবার নিয়ে তপন আতঙ্কে পড়েছেন। ওই পরিযায়ী শ্রমিকের কথায়, 'নির্মাণশ্রমিক হিসেবে বেঙ্গালুরুতে কাজ করি। ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম, আমি নাকি বিজেপির বিএলএ-২। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই। আমার অজান্তেই নাম ব্যবহার করে আমাকে বিজেপি কর্মী বানানো হয়েছে। আমি ও আমার পরিবার আতঙ্কে আছি। যারা এটা করেছে তাদের শাস্তি চাই।'

বিজেপির তুফানগঞ্জ-৪ মণ্ডল সভাপতি জয়কুমার সরকারের দাবি, 'তৃণমূলের সন্ত্রাসের ভয়ে ৪৫ নম্বর বুথে কেউ আমাদের বুথ এজেন্ট হতে রাজি হননি। তপন সরকার নামে আমরা কাউকে চিনি না। আমরা কোনও নাম দিইনি। তৃণমূল ভুয়ো তালিকা ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছে।' বিরোধীদের তোলা দাবি তৃণমূল উড়িয়ে দিয়েছে। দলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সভাপতি নিরঞ্জন সরকারের কটাক্ষ, 'বিজেপির অবস্থা এখন ঢাল নেই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দারের মতো। নিজেদের লোক না পেয়ে সাধারণ মানুষ, তৃণমূল সমর্থক ও পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম তারা বিএলএ-২'এর তালিকায় তুলছে।' সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানালে উলটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে বলে নিরঞ্জনের দাবি।

পুলিশে অভিযোগ

- এক পরিযায়ী শ্রমিককে দলের বিএলএ-২ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ
- পদ্ম শিবিরের মণ্ডল সভাপতি সহ দুই নেতার বিরুদ্ধে বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ ওই পরিযায়ী শ্রমিকের
- তৃণমূল পরিকল্পনামাফিক অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে বলে বিজেপির দাবি, তৃণমূল অভিযোগ মানতে চায়নি

দুর্ঘটনায় রহস্য

ইসলামপুর, ৭ নভেম্বর : ইসলামপুর থানার কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চলের গঠিয়াটোল এলাকায় শুক্রবার রাতে একটি বাইক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বেঁধেছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন পাশারুল হক নামে এক তরুণ। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। পরিবারের সদস্যরা অবশ্য তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, পাশারুলের পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় একটি পরিবারের বিবাদ ছিল। মাস দেড়েক আগে ওই বিবাদকে কেন্দ্র করে মারামারিও হয়। এ নিয়ে আদালতে এখনও মামলা চলছে। পাশারুলের পরিবারের দাবি, এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিতভাবে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

জখম শিক্ষক

বাগডোগরা, ৭ নভেম্বর : শুক্রবার রাত ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের সামনে এশিয়ান হাইওয়ে-২ সড়কে গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন শিক্ষক পান্না নন্দী। আহত ব্যক্তি ইসলামপুরের কাছে শিবডাঙ্গি পশ্চিমের গোদিগছ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। পুলিশের তরফে তাঁর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।

ফাওলইয়ের আওতায় বামনডাঙ্গা-টন্ডু

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ নভেম্বর : দুর্যোগের পর এক মাসের বেশি সময় কেটে গিয়েছে। এখনও চা বাগানের কাজ চালু হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগান দ্রুত স্বাভাবিক করার জোরালো দাবিতে শ্রমিকরা সরব হলেন। বিষয়টি নিয়ে সেখানকার সবক'টি শ্রমিক সংগঠন বাগান পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জলপাইগুড়ি ডেপুটি লেবার কমিশনার শুভাগত গুপ্ত বলেন, '৫ নভেম্বরে দুর্ভাগ্যজনক ওই প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক মাস পূরণ হয়েছে। সেকারণে নতুন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সেদিন থেকে শ্রমিকরা ফাওলই পাবেন।'

বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগানের ম্যানেজার সুরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। ওঁদের দাবিদাওয়ার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বাগানের সার্বিক সমস্যা নিয়ে শ্রম দপ্তরকে চিঠি দেওয়া আছে।

এদিকে ৫ অক্টোবরের জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানের শ্রমিকদের শ্রম দপ্তর সরকারি মাসিক অনুদান প্রকল্প ফাওলইয়ের আওতায় নিয়ে এল। ইতিমধ্যে ওই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। বামনডাঙ্গার ১১৬৪ জন ও সুভাষিণীর ১২৫৭ জন পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মাসে ১৫০০ টাকা করে পাবেন। চলতি মাসের ৫ তারিখ থেকে ওই সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগানে স্কুল যাওয়ার জন্য পরিচালকদের দেওয়া গাড়ি পরিষেবা বর্তমানে পুরোপুরি বন্ধ। ফলে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের পাশাপাশি কলেজ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতায়াত করতে পারছে না। মাধ্যমিকের টেস্ট তারা কীভাবে দেবে এটাও বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাগানের কর্ণধার ঋত্বিক ভট্টাচার্যর বক্তব্য, 'আমরাও বাগান খুলতে চাই। তবে প্লাবনের পর যা পরিস্থিতি তাতে সরকারি সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি।'

৫ অক্টোবরের বিধ্বংসী প্লাবনের পর বামনডাঙ্গা-টন্ডুর শ্রমিকদের সরকারি বেসরকারি নানা স্তর থেকে ত্রাণসামগ্রী মিলেছে। এখনও অনেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তবে এই মুহূর্তে শ্রমিকদের প্রধান দাবি কাজ। সেখানকার তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের এক নেতা কৈলাস গোপের মন্তব্য, 'চাল, ডাল ও জামাকাপড় মিলছে। তবে হাতে টাকা না থাকলে সংসারের অন্য খরচ কীভাবে হবে। তাছাড়া ত্রাণ স্থায়ী কোনও সমাধানও নয়।'

বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের স্থানীয় নেতা ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মণ কাওয়ার জানান, শ্রমিকদের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। মজুরির টাকাও বকেয়া পড়ে আছে। সবার একটাই দাবি, দ্রুত বাগান স্বাভাবিক করা হোক। শীত চলে এসেছে। এখন চা গাছের পরিচর্যার কাজ শুরু না হলে নতুন মরশুমে কাঁচা পাতা মিলবে না।

বামনডাঙ্গা-টন্ডুর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর জানিয়েছেন।

> ৫ নভেম্বরে দুর্ভাগ্যজনক ওই প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক মাস পূরণ হয়েছে। সেকারণে নতুন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সেদিন থেকে শ্রমিকরা ফাওলই পাবেন।
>
> **শুভাগত গুপ্ত**
> *ডেপুটি লেবার কমিশনার, জলপাইগুড়ি*

পিকনিকে নয়া ট্রেন্ড, পোয়াবারো ব্যবসায়ীদের

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : একটা সময় ছিল যখন শীতকাল এলে হাঁড়ি, কড়াই নিয়ে কোনও মাঠে বা নদীর ধারে পিকনিক করতে ছুটতেন সকলে। বন্ধুদের সঙ্গে হোক বা পরিবারের সঙ্গে পিকনিকের সেই ট্রেন্ডের বদল ঘটছে বর্তমান সময়ে। অতীতের সেই দিন ভুলে এখন পাহাড়ের কোলে আড্ডা দিতে দিতে একটা দিন কাটাতে চাইছেন অনেকে। হোমস্টের কিচেনে রান্না আর বারান্দায় মিউজিক, দূরে নদী সব মিলিয়ে পাহাড় কিংবা ডুয়ার্সের পরিবেশ এখন পিকনিকপ্রেমীদের প্রথম পছন্দ। আর এতেই বাড়তি আয় হচ্ছে হোমস্টে, রিসর্টগুলির।

দুধিয়ার কাছে একটি হোমস্টে রয়েছে ভূমিকা ছেত্রীর। এবছর পিকনিকের মরশুম আসার আগেই পিকনিকপ্রেমীরা বুকিংও শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে পিকনিকের জন্য বেশ কিছু স্পেশাল মেনুর লিস্ট তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করে দিয়েছেন ভূমিকা। পাশাপাশি বেশকিছু গ্রাহককে তা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভূমিকা বলছিলেন, 'কয়েকবছর ধরে পিকনিকের সময় অনেকেই আসছেন হোমস্টেতে। যেহেতু আমাদের জায়গা আছে তাই এখানে পিকনিকের সুবিধা দিতে পারছি। বুকিংও শুরু হয়ে গিয়েছে।' মূলত এই হোমস্টে বা রিসর্টগুলিতে মাথাপিছু টাকা নেওয়া হয়, আবার কোথাও গ্রুপে কতজন রয়েছেন তার ওপর নির্ভর করে প্যাকেজ হিসাবে টাকা নেওয়া হয়। বুংকুলুংয়ের একটি রিসর্টেও একইভাবে টাকা নেওয়া হয়। ওই রিসর্টে ইতিমধ্যেই বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে, রিসর্টের তরফেও পিকনিকের সময়ে বিশেষ মেনুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রিসর্টের অন্যতম মালিক প্রেমা থাপা বলেন, 'এত বুকিং আসছে পিকনিকের জন্য যে আমরা এবার পিকনিক স্পেশাল অফার, মেনু রাখছি। নভেম্বরের শেষ থেকেই শুরু হয়ে যায় পিকনিকের ধুম। এবার অগ্রিম বুকিং ভালো আসছে।'

পাহাড়ের একটি হোমস্টেতে পিকনিকে এসে গ্রুফি। -ফাইল চিত্র

এবছর পাহাড়ের কোলে পিকনিক সারবেন বলে ঠিক করেছেন প্রকাশ রায়। তাঁর কথায়, 'রিসর্টে পিকনিক করলে মাথায় বাড়তি চাপ, রান্নাবান্নার ঝামেলা থাকে না। সবাই মিলে একসঙ্গে অনেক আনন্দ করতে পারি।' গতবছরও কার্সিয়াংয়ের কাছে একটি হোমস্টেতে পিকনিক করেছিলেন অভিষেক সরকার। এবারও পিকনিকের মরশুমে লাটাগুড়ির এক রিসর্টে সহকর্মীদের সঙ্গে যাবেন বলে জানাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'সব বন্ধু মিলে যাব। আমরা কেউই রান্নায় পটু নই। তাই রিসর্টে গেলে অনেক সুবিধা হয়। সবাই একসঙ্গে নাচ, গান, আনন্দ করে দিনটা কাটানো যায়।'

পিকনিকের এমন নতুন ট্রেন্ডে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের বাড়তি আয় হচ্ছে বলে জানালেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল। তিনি বলেন, 'এখন অনেকে রিসর্ট, হোমস্টেতে গিয়ে পিকনিক করছেন। নতুন এই ট্রেন্ডে আয়ের পথ প্রসার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।'

ইঞ্জিনিয়ার ধৃত

কোটি কোটি টাকার হিসাববহির্ভূত সম্পত্তি থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন কলকাতা পুরসভার এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর বেতনের সঙ্গে সম্পদের সংগতি নেই।

রুষ্ট হাইকোর্ট

সোনারপুরে কেন্দ্রীয় শুল্ক আধিকারিকের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে মারধরের ঘটনায় পুলিশি তদন্তে অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট। আধিকারিকের অভিযোগের ভিত্তিতে রিপোর্ট চেয়েছে আদালত।

উড়ালপুলে ব্যয়

আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড উড়ালপুল ও গড়িয়াহাট উড়ালপুলে সমস্যা দেখা দেওয়ায় সেগুলির খোলনলচে বদলে ১০০ কোটি টাকা খরচে সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিল হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন।

বারাসতে বদল

শুক্রবার ইস্তফা দিলেন বারাসতের চেয়ারম্যান অশনি মুখোপাধ্যায়। সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে। বোর্ড অফ কাউন্সিলার্স পরবর্তী চেয়ারম্যান ঠিক করবে।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে... *শুক্রবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই*

ফের কেন্দ্রকে চাপ কোর্টের

একশো দিনের প্রকল্প দ্রুত শুরু করার নির্দেশ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা, ৭ নভেম্বর : একশো দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে থাকা নিয়ে ফের দিল্লিতে দরবার করার সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। শুক্রবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানে পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সুপ্রিম কোর্ট একশো দিনের কাজের প্রকল্পের বকেয়া টাকা কেন্দ্রকে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। একই সঙ্গে এই রাজ্যে প্রকল্পের কাজ শুরু করতেও নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কিন্তু সুপ্রিম রায়ের পরেও কেন্দ্রীয় সরকার

এই প্রকল্পের টাকা না ছাড়ায় চলতি মাসে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে দরবার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে এই নিয়ে দিল্লি যেতে নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে একদিকে এসআইআর ও অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে রাখা নিয়ে বিজেপির ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। এই রাজ্যের মানুষকে যে কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনা করছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে আরও তৃণমূল স্তরে পৌঁছে যেতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনই অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই বিষয়ে কেন্দ্রকে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের যা বকেয়া রয়েছে তা নিয়ে কেন্দ্রকে হলফনামাও দিতে বলা হয়েছে। সমগ্র প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রের কোনও আপত্তি নেই বলে আদালতে জানানো হয়েছে।

আদালতের নির্দেশ, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কে দ্রুত পদক্ষেপ করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। একশো দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে ৪৫৬৮ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। আদালতের মন্তব্য, 'বকেয়া টাকার বিষয়ে কেন্দ্রকে আগামী এক মাসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট

তৎপর নবান্নও

- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও একশো দিনের কাজের প্রকল্প চালু করেনি কেন্দ্র
- দিল্লিতে চাপ বাড়াতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন
- দ্রুত প্রকল্পের কাজ শুরু করতে ফের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট
- তৃণমূলও কেন্দ্রবিরোধী প্রচার তুঙ্গে তুলতে চায়

তথ্য সহ হলফনামা জমা দিতে হবে। রাজ্যের শ্রমিকদের প্রাপ্য বকেয়া নিষ্পত্তি করা জরুরি।' জুন মাসেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ দ্রুত ১০০ দিনের কাজ চালু করার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পর সেখানে হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল থাকে।

একশো দিনের কাজের প্রকল্পের পাশাপাশি আবাস যোজনার টাকাও ২০২১ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কারণে চলতি বছর জানুয়ারিতে রাজ্যের ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির জন্য দুই কিস্তিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

আরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তাকে চলতি মাসের শেষেই প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। ওই উপভোক্তাদের তালিকা তৈরির সমীক্ষা ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। যোগ্য উপভোক্তারা যাতে প্রকল্প থেকে বঞ্চিত না হন, সেদিকে নজর দিতে ফের এদিন জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও মানছে না কেন্দ্র। আমরা আমাদের প্রাপ্য আদায় করেই ছাড়ব।'

৪ জনের মৃত্যু নিয়ে হইচই

কলকাতা, ৭ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর আতঙ্কে একই দিনে পর পর দক্ষিণবঙ্গে ৩ জন ও উত্তরবঙ্গে ১ জনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভার বাসিন্দা ৪৫ বছরের শাহাবুদ্দিন পাইক, বীরভূমের সাঁইথিয়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিমান প্রামাণিক ও হুগলির শেওড়াফুলিতে এক যৌনকর্মীর মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর আতঙ্কের অভিযোগ উঠেছে। কারোর ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই, আবার কারোর নামের বানান ভুল। এই সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা থেকেই অনেকে আত্মহত্যা বা মানসিক চাপে বিধ্বস্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় কমিশনের হলফনামা তলব করা হয়েছে। এরই মধ্যে এদিন আরও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদনকারীর দাবি, সিএএ-তে আবেদনের রসিদকে এসআইআরের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে অনুমোদন করা হোক। ভারতের নাগরিকত্বের জন্য অনেকে সিএএ-তে আবেদন করেছেন। তাই এই রসিদকে অনুমোদন না দিলে অনেকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। পরের সপ্তাহে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ফের এসআইআর আতঙ্কের অভিযোগ

অভিযোগ, কুলপির শাহাবুদ্দিন ও তাঁর স্ত্রীর ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না। স্ত্রীর নথিতেও গরমিল ধরা পড়ে। তাতে ক্রমেই আতঙ্ক বাড়ছিল শাহাবুদ্দিনের।

সাঁইথিয়াতে বিমান প্রামাণিকের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় পদবী রয়েছে পাল। তাই বেশ কয়েকদিন ধরে আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। পরিবারের দাবি, বুধবার সন্ধেয় বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় কাউন্সিলার পিনাকীলাল দত্ত জানান, বিমান অত্যন্ত আতঙ্কিত ছিল। যেভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে, তাতে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পালটা বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, 'শাসক দল আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। ভোটার তালিকায় ভুল ত্রুটি থাকলে লিখিতভাবে আবেদন করলে তা সংশোধন হয়ে যায়।'

হুগলির শ্যাওড়াফুলির স্টেশন লাগোয়া গড়বাগান যৌনপল্লীর বাসিন্দা বীথি দাসের (৪৯) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ২০০২ সালের তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। স্থানীয় কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ সিংহ জানান, প্রায় ৩০ বছর ধরে যৌনপল্লীতে রয়েছেন বীথি। তাঁর স্বামীও রয়েছেন। এসআইআর ফর্ম দিয়ে যাওয়ার পরেই এই ঘটনা। যদিও স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বাকবিতণ্ডা হওয়ার পর ছেলেকে নিয়ে চলে যান স্বামী। তারপর এই ঘটনা। বিজেপির দাবি, পারিবারিক অশান্তি বা ঝগড়ার কারণে মৃত্যুকেও এসআইআর বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কেন্দ্র কি আদৌ রাজ্যে পরিস্থিতির বদল চায়

অভিজিতের কথায় অস্বস্তিতে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ নভেম্বর : 'তৃণমূলকে আদৌ বিজেপি সরাতে চায় কি না, এটা গভীর প্রশ্ন।' বিধানসভা ভোটের মুখে তমলুকের বিজেপি সাংসদের এই বিস্ফোরক মন্তব্যে অস্বস্তিতে বিজেপি। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়েও আচমকাই সরব হয়েছেন তমলুকের সাংসদ প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। অভিজিতের এই বেসুরো মন্তব্য নিয়েই আপাতত চর্চা বিজেপিতে। কারণ এদিন অভিজিৎ বলেছেন, এই প্রশ্নে আজ যাব না। তবে শীঘ্রই হয়ত যাব।'

রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে বিচারপতির ভূমিকায় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কার্যত বিরোধীদের কাছে 'হিরো' বনে যান। তাঁর সেই ইমেজকে কাজে লাগাতে '২৪-এর লোকসভা ভোটে তাঁকে প্রার্থী করে বিজেপি। প্রার্থী করার পিছনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু সাংসদ হওয়ার পর ক্রমশই অভিজিতের সঙ্গে দলের দূরত্ব বেড়েছে। সাংসদ হওয়ার পর বিচারপতি হিসেবে শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্বের কাছ থেকে যথাযথ সাড়া পাচ্ছিলেন না। বৃহস্পতিবার সেই ক্ষোভই উগরে দেন তিনি। অভিজিৎ বলেন, 'আমার বিজেপিতে যোগ দেওয়া এবং প্রার্থী হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরানো। কিন্তু এতদিনেও তার ধারেকাছে পৌঁছোতে পারিনি।' এজন্য সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তের দায়িত্বে ছিল সিবিআই, ইডির

> আমার বিজেপিতে যোগ দেওয়া এবং প্রার্থী হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরানো। কিন্তু এতদিনেও তার ধারেকাছে পৌঁছোতে পারিনি।
>
> **অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়**

মতো সংস্থা। যাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। ফলে বিজেপি সাংসদের এই মন্তব্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিজেপিতে।

'২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পরিবর্তনই লক্ষ্য বিজেপির। কিন্তু রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের অধীনে অবাধ ভোট সম্ভব নয় এমনটাই মনে করে বিজেপি। সেই কারণে ভোটের আগে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন বা ৩৫৫-র মতো ধারা জারি করে পুলিশ প্রশাসনকে কেন্দ্রের অধীনে আনার দাবি জানিয়েছে রাজ্য বিজেপি। অভিজিতের মতে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি তাতে ৩৫৫ ধারা জারি না করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই প্রশ্নে কোনও পদক্ষেপ করছে না কেন্দ্র। অভিজিতের কথায়, 'কেন ৩৫৫ ধারা জারি করা যাবে না, সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন। কেন্দ্রের সরকার কি আদৌ রাজ্যের পরিস্থিতির বদল চায়?'

বরাবরই আদি বিজেপি এরাজ্যে হিন্দি বলয়ের কেন্দ্রীয় নেতাদের ব্যাপারে বিরূপ। কিন্তু দিল্লির চাপে তা গিলতে হয়েছে রাজ্যকে। বিজেপির সাধারণ নেতা-কর্মীরাও এই প্রশ্নে সরব। এদিন হিন্দিভাষী নেতাদের নিয়ে বঙ্গ বিজেপির সেই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে অভিজিতের মুখে। অভিজিৎ বলেন, 'হিন্দিবলয় থেকে নেতা এনে এখানে ভোট করানো যাবে না। ওঁরা রাজ্যের মানুষের মেজাজটাই বোঝেন না।' এই ঘটনায় অস্বস্তিতে বিজেপি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সাংসদ। তাঁর বিষয়ে যা বলার দিল্লি বলতে পারে। এটা রাজ্যের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না।'

বন্দে মাতরম নিয়ে দুই ফুলের সংঘাত

কলকাতা, ৭ নভেম্বর : বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের দিনেই কেন রাজ্য সংগীত নিয়ে হুড়োহুড়ি তৃণমূলের? এই প্রশ্ন তুলে তৃণমূলকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। একইসঙ্গে জনগণমন-র অপমান নিয়ে বিজেপিকে পালটা নিশানা করেছে তৃণমূল। বিধানসভা ভোটের আগে বাংলা ও বাঙালির দুই আইকন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রাজনীতির তর্জায় টেনে আনল তৃণমূল ও বিজেপি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি বন্দেমাতরম-এর দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। শুক্রবার ছিল তার সূচনা। আর সেইদিনেই রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি' রাজ্য সংগীতের উদযাপন নিয়ে ব্যস্ত রাজ্য সরকার ও শাসকদল। ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথের এই গানটি রাজ্য সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে বিধানসভায়। বৃহস্পতিবার রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, এখন থেকে সমস্ত সরকার পোষিত স্কুলে জনগণমন-র পাশাপাশি রাজ্য সংগীত হিসেবে 'বাংলার মাটি' গাওয়া হবে। বন্দেমাতরম-এর দেড়শো বছর পূর্তি উদযাপনের দিনেই সরকারের এই অবস্থান কার্যত বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরমের অপমান বলে দাবি করেছে বিজেপি।

বিজেপির দেশজোড়া এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্য বিজেপিও একাধিক অনুষ্ঠান পালন করেছে। চুঁচুড়ায় পদযাত্রা করেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিল করে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তিতে মালা দেন। সেই অনুষ্ঠানেও বাধা দেওয়া নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তির কাছে পৌঁছোনোর রাস্তা খোঁড়া, গেটে তালা ঝোলানো থাকায় প্রাথমিকভাবে কর্মসূচি করতে গিয়ে বাধা পায় বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'একটা বর্বর ভারতবিরোধী বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতিকে ধ্বংসকারী শাসক ও সরকার থাকলে এটাই হবে। আসলে আজকের দিনটি জামাতিরা পালন করছে না। প্রকৃত ভারতীয়রাই পালন করছে।' বৃহস্পতিবার কর্ণাটক বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজেপি নেতা বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাজেরি দাবি করেন, 'জনগণমন লেখা হয়েছিল ব্রিটিশদের অভ্যর্থনা জানাতে।' বন্দেমাতরম বিতর্কের আবহে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই মন্তব্য কার্যত লুফে নেয় তৃণমূল। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এই রাজ্যের বিরুদ্ধে কুৎসা করতেই বিজেপির এই মন্তব্য। ওরা জাতীয় স্তোত্র ও জাতীয়তাবাদের কিছু বোঝে না। বাংলার মানুষ যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভগবানের মতো পুজো করে, ওরা তাঁকেই অপমান করছে। বাংলার মনীষীদের ও বাংলার সংস্কৃতিকে আক্রমণ করাই ওদের লক্ষ্য।'

শুভেন্দুর সাফাই, 'প্রধানমন্ত্রী যেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেখানে অন্য কারও মন্তব্য নিয়ে চর্চা বা মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।'

কতজন বিদেশি বন্দি, জানতে চায় হাইকোর্ট

কলকাতা, ৭ নভেম্বর : রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিতে কত বিদেশি বন্দি রয়েছে তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে চলে আসা সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন। তাঁদের মুক্তির বিষয় নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'এঁদের জন্য কী আইন রয়েছে বা কীভাবে সুরাহা হতে পারে সেই সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে হবে।'

মামলকারীদের তরফে আইনজীবীদের অভিযোগ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে কেউ বিতাড়িত হলে তাঁদের নাগরিকত্বের জন্য জেলবন্দি রাখা যাবে না। কেন্দ্রের আইনানুযায়ী বিষয়টি স্পষ্ট। কিন্তু রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলিতে এঁদের জামিন বাতিল করা হচ্ছে।

তারপরই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কেন্দ্রের থেকে জানতে চান, 'যাঁদের ক্ষেত্রে এই তথ্য মিলছে তাঁদের জন্য আপনারা কী করছেন?' কেন্দ্র জানায়, এই বিষয়ে রাজ্য রিপোর্ট দিয়ে জানাক, কোন সংশোধনাগারে কত জন এই ধরনের বন্দি রয়েছেন। তাহলে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা যাবে। রাজ্যে এই ধরনের ট্রাইবিউনালও নেই। তারপরই এই ধরনের বিদেশি বন্দির সংখ্যা কত এবং তাঁদের মুক্তির বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের থেকে মতামত জানতে চাইল হাইকোর্ট।

আশ্রয়ের খোঁজে... *শুক্রবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই*

এসএসসি'র ফল প্রকাশ

কলকাতা, ৭ নভেম্বর : পরীক্ষার আড়াই মাসের মধ্যে শুক্রবার একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। ফলাফলের পাশাপাশি আনসার কী-ও প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ওয়েবসাইট ক্র্যাশ করে যাওয়ায় রাত ৮টার পর পর্যন্তও অনেকে ব্যক্তিগত ফলাফল দেখতে পাননি। ১৪ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা হয়েছিল ৩৫টি বিষয়ে। এবার মোট শূন্যপদের সংখ্যা ১২৫১৪। আবেদন করেছিলেন ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৪৩ জন। এর মধ্যে ৩১২০ জন বিশেষভাবে সক্ষম। ৯৩ শতাংশ পরীক্ষায় বসেছিলেন। লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল ৬০ নম্বরের। তবে এসএসসির নিয়োগ নিয়ে আইনি জট তৈরি হচ্ছে। নম্বর বিভাজন নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। এই সংক্রান্ত মামলায় এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ, 'অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কারা নম্বর পাবেন, তা নির্ভর করছে হাইকোর্টের মামলার ওপর। পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হলেও নিয়োগ নির্ভর করছে এই মামলার ফলাফলের ওপর।'

সাইট ক্র্যাশ কমিশনের

এসএসসির তরফে উত্তীর্ণদের নথি যাচাইকরণ শুরু হবে ১৭ নভেম্বর থেকে। কয়েকদিনের মধ্যে কারা ইন্টারভিউতে ডাক পাচ্ছেন তার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১০০টি শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ১৬০ জন।

এদিকে হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে জানতে চাইছে, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া দুর্নীতির অভিযোগে বাতিল হয়েছিল তাই এই ১০ নম্বর চাকরিহারাদের দেওয়া যায় কি না। কমিশনের যুক্তি, ইতিমধ্যেই এই ধরনের মামলা সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করে খারিজ করেছে বা গুরুত্বহীন করেছে। এছাড়াও এই ১০ নম্বর ইন্টারভিউ তালিকা তৈরির আগে বা চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশের আগে বিবেচিত হবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তাই সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে জমা দেওয়া বিভিন্ন নথি ১২ নভেম্বর আদালতে জমা দিতে হবে।

বিএলও-দের নিয়ে অভিযোগের পাহাড়

কলকাতা, ৭ নভেম্বর : কোথাও দেখা যাচ্ছে ক্লাব ঘরে বসে এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করছেন বিএলও। কোথাও বা বাসস্ট্যান্ডে চেয়ার টেবিল সাজিয়ে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের পাশে নিয়ে ফর্ম বিলিতে ব্যস্ত তাঁরা। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করতে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে বিএলওদের। স্বাভাবিকভাবেই বিএলওদের একাংশের এই ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীদের দাবি, অভিযুক্ত বিএলওদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে কমিশনকে। কিন্তু এখনই বিএলওদের ব্যাপারে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চায় না কমিশন। বরং বিএলওদের পাশেই দাঁড়াচ্ছে কমিশন।

গত মঙ্গলবার থেকে বিএলওদের বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে বিএলওদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কমিশনের নির্দেশ না মেনে বিএলওদের কাজ করা নিয়ে কমিশনে নালিশ জানিয়েছে বিজেপি সহ বিরোধীরা। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত একমাত্র রাজ্যের শাসক দলই কোনও অভিযোগ জানায়নি। বিরোধীদের অভিযোগ, বাড়ি বাড়ি না গিয়ে কখনও ক্লাব, কখনও বা বাসস্ট্যান্ডের মতো জায়গায় বসে কাজ সারছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, বিএলওদের সঙ্গে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একজন করে প্রতিনিধি থাকার কথা। কিন্তু বেশকিছু জায়গায় বিএলওদের সঙ্গে তৃণমূলের একাধিক প্রতিনিধি থাকার অভিযোগ উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নে বিএলওদের ওপর শাসক দলের প্রভাব খাটানোর অভিযোগও উঠছে। এব্যাপারে কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, 'সংবাদমাধ্যমে এধনের কিছু ঘটনা দেখেছি। কিন্তু সেটা বিক্ষিপ্ত। বেশিরভাগ বিএলওই দায়িত্ব মেনে কাজ করছেন।' বাসস্ট্যান্ড বা ক্লাব ঘরে বসে বিএলওর কাজ করার মধ্যেও খুব একটা গর্হিত অপরাধ বলে মনে করছেন না তাঁরা। বিহারের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, 'কমিশনের নির্দেশ থাকলেও বিহারে বিএলওরা ফর্ম বিলির ক্ষেত্রে এভাবে কাজ করেছেন। আসলে হয়তো একজায়গায় অনেক ভোটারকে একসঙ্গে পেতেই এধরনের কিছু ব্যবস্থা।' তবে পর্যবেক্ষকদের মতে, অন ডিউটি ও নিরাপত্তার মতো দাবির ব্যাপারে কমিশন এখনও যথেষ্ট আশ্বাস দিতে পারেনি। এরই মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআর-এর কাজ তুলতে হবে কমিশনকে। এই বাধ্যবাধকতার জন্যই হয়তো নিয়মে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে।

শিক্ষক বিএলওদের দাবি, স্কুলের পঠনপাঠনের বাইরে যে অতিরিক্ত সময় তাঁদের এসআইআর-এর কাজ করতে হচ্ছে, তার জন্য অন ডিউটি দিতে হবে। অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'অন ডিউটি দেওয়া নিয়ে রাজ্য ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বিচারিতা বন্ধ হোক। অন ডিউটি সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।' অভিযোগ, কমিশনের নির্দেশিকায় বিএলওদের এই অন ডিউটি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হলেও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকায় এব্যাপারে স্পষ্ট করা হয়নি।

এসএসকেএমে মহিলা ওয়ার্ডে বহিরাগত তাণ্ডব

কলকাতা, ৭ নভেম্বর : হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়ে চর্চার মধ্যেই এবার এসএসকেএমে মহিলা ওয়ার্ডে মত্ত অবস্থায় বহিরাগত প্রবেশের অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, নিজেকে হাসপাতালের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ওই ব্যক্তি ভিতরে ঢোকেন। নার্সদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করেন। মহিলা চিকিৎসকদের কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করা হয়। ইতিমধ্যেই হাসপাতালের তরফে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। জানা গিয়েছে, ধৃত অম্বর রায়চৌধুরী কলকাতা পুরসভার কর্মী। তাঁর মা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁকে মত্ত অবস্থায় দেখতে এসেছিলেন তিনি।

আরজি কর কাণ্ডের পর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ওঠে। এরই মধ্যে এসএসকেএম হাসপাতালে সম্প্রতি এক নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে এনআরএসের এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে। চিকিৎসক সেজে ওই নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করেছিলেন ধৃত। এরই মধ্যে এই ঘটনা ফের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি বৃহস্পতিবার বেলার দিকে নিজেকে হাসপাতালের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে মহিলা ওয়ার্ডে ঢোকেন অভিযুক্ত। তাঁকে দেখে কর্মরত নার্সরা বুঝতে পেরে আউট পোস্টে কর্মরত পুলিশে খবর দেন। তারই মধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করে, ওই ব্যক্তি মহিলাদের সঙ্গে কুরুচিকর ভাষায় কথা বলেছেন। জানা গিয়েছে, তাঁর থেকে পুরসভার পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর রোগীর সঙ্গে দেখা করতে এসে মহিলা ওয়ার্ডে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিলেন। আটকানো হলে নার্সদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও হুমকি দেন। ভবানীপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

অভাবী বিক্রি বন্ধে কড়া নির্দেশ

কলকাতা, ৭ নভেম্বর : কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনায় এবার আগাম সতর্ক সরকার। কোথাও যাতে কৃষকদের অভাবী বিক্রির অভিযোগ না ওঠে, সেই বিষয়ে কড়া নজর রাখতে খাদ্য দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধান কেনার সরকারি শিবিরগুলিতে কিছু আগাম ব্যবস্থা নিতে হবে খাদ্য দপ্তরকে। প্রতিবার ধান কেনার সময় বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে। এবার খরিফ মরশুমে কৃষকদের কাছে সরকারের ধান কেনা শুরু হওয়ার পরই খাদ্য দপ্তরকে আগাম সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, কৃষকদের ধান বিক্রির প্রক্রিয়ায় যাতে কোনওরকম অসুবিধার মধ্যে তাঁরা না পড়েন। কোনওরকম অভিযোগ এই ব্যাপারে যাতে না ওঠে তার জন্য আগাম ব্যবস্থা নিতে হবে খাদ্য দপ্তরকে।

খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, সরকারি ধান কেনার শিবিরগুলিতে স্বচ্ছতা রাখতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কৃষকদের। অভাবী বিক্রি বন্ধে যা যা আগাম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার দপ্তর নিয়েছে। বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে ধান কেনার পুরো প্রক্রিয়ার ওপর।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬৯ সংখ্যা, শনিবার, ২১ কার্তিক ১৪৩২

প্রশ্নে বিশ্বাসযোগ্যতা

নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। ভোট চুরি এবং তার মাধ্যমে হরিয়ানায় সরকার চুরির প্রমাণ তিনি তুলে ধরেছেন। এর আগে কর্ণাটকের মহাদেবাপুরা আসনে ভোট চুরির অভিযোগ দেশবাসীকে জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের রোষানলে পড়েছিলেন তিনি। তবে বিজেপি নেতারা ছেড়ে কথা বলেননি তাঁকে।

যদিও তাতে না দমে তিনি দাবি করেছিলেন, এরপর হাইড্রোজেন বোমা ফাটানো হবে। বিহারের প্রথম দফার নির্বাচনের ঠিক আগের দিন সেই বোমাটি ফাটিয়েছেন রাহুল। অভিযোগ করেছেন, হরিয়ানায় শুধু ভোট চুরি হয়নি, সরকারও তৈরি হয়েছে চুরি করে। পেশাদার কর্পোরেট কায়দায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ভোটার তালিকা ধরে ধরে রাহুল দেখিয়েছেন, ভোট চুরি হয়েছে জাঠভূমে।

তথ্যপ্রমাণ দেখিয়ে তাঁর অভিযোগ, ১০টি আলাদা বুথে ২২ বার ভিন্ন নামে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন ব্রাজিলিয়ান মডেলের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। একটি বুথে ২২৩ জন ভোটারের নাম আলাদা, কিন্তু ছবি একরকম। এক ঠিকানায় ৫০১ জন ভোটারের উপস্থিতি কিংবা ১,২৪,১৭৭ ভোটারের ভুয়ো ছবি থাকার মতো একাধিক বিষয় রাহুল তুলে ধরেছেন।

বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে এই ভোট চুরির আঁতাত রয়েছে। সংবিধানে প্রতিটি ভোটারের একটি করে ভোটদানের অধিকারকে ভোট চুরির মাধ্যমে হরণ করার চেষ্টা চলছে বলে দাবি করেন তিনি। এখন পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের একাধিক রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) চলছে। এই অবস্থায় রাহুলের এইচ-ফাইলস কার্যত দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

এরকম ঘটনা যদি ঘটে থাকে, তবে কীভাবে ঘটল, তার উত্তর নির্বাচন কমিশনই দিতে পারে। গণতন্ত্রে নাগরিকের ভোটাধিকার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। শাসক এবং বিরোধী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভোট পেতে জনগণেশকে তুষ্ট করতে নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করে। কখনও দানখয়রাতি করে আবার কখনও নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের কাছে টানার চেষ্টা করে।

সেই চিরাচরিত ভোটছবিটার খোলনলচে তলে তলে বদলে ফেলার অভিযোগটিই রাহুলের সাংবাদিক বৈঠকে উঠে এসেছে। হরিয়ানার ধাঁচে বিহারে ভোট চুরির চেষ্টার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। প্রথম দফার ভোটেই কংগ্রেস ইতিমধ্যে অভিযোগ করেছে, বেশ কিছু ভোটার, যাঁরা দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরা বিহারেও ভোট দিয়েছেন। এই অভিযোগ সত্যি হলে কমিশনের অবিলম্বে তদন্ত করা উচিত।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বন্দোবস্ত করা নির্বাচন কমিশনের প্রধান কর্তব্য। সেই কর্তব্যে ত্রুটি থাকলে ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনায় আঘাত লাগতে বাধ্য। বহু রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতের সংবিধান প্রণেতারা দেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভোট চুরির অভিযোগ সেই স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে।

কেন্দ্রের প্রধান শাসকদলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আঁতাতের অভিযোগ আগে কখনও এত প্রকটভাবে ওঠেনি। কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে দলদাস শব্দবন্ধটি অতীতে কখনও ব্যবহার হয়নি। মোদি জমানায় এমন সাংঘাতিক অভিযোগ বারবার ওঠায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের পক্ষে নির্বিকার থাকা সম্ভব নয়। যে কমিশন এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটার খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে, সেই কমিশনকেই যদি ভোট চুরির দায়ে কাঠগড়ায় তোলা হয়, তাহলে তার থেকে বড় লজ্জা আর কী হতে পারে?

রাহুল সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন না কেন, কেনই বা তিনি হলফনামা দিচ্ছেন না ইত্যাদি কথাবার্তা আপাতত অহেতুক। বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের বরং উচিত, অবিলম্বে যাবতীয় অভিযোগের জবাব দেওয়া। নির্বাচন কমিশনের ওপর মানুষের আস্থা সরে গেলে ভোট প্রক্রিয়ার ওপর মানুষের ভরসা উঠে যাবে। সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

অমৃতধারা

ভগবানকে আমরা চাচ্ছি, ডাকচি, দেখা দাও বলিয়া কত বলচি, কিন্তু ভগবানকে দর্শন করা বড়ই দুর্লভ, বড়ই কঠিন। ভগবান জানেন, আমি অসময়ে দর্শন দিলে আমাকে চিনিতে পারিবে না, আমাকে বুঝিতেও পারিবে না। ঘনঘন দেখা দিলে ভক্তের ভালোও লাগিবে না, আর আমাকে দেখিতেও চাহিবে না। সেই আকুলতা, ব্যাকুলতা, ঐকান্তিকতাও থাকিবে না। ভগবান পরম দয়াল, তাঁর ইচ্ছা নয় যে জীব একটা অবস্থা লইয়াই চিরদিন থাকে। তাঁর ইচ্ছা-জীবকে সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া লন, সমস্ত অবস্থাগুলি ভোগ করাইয়া লন। ভক্ত প্রথমত ভগবানের উপের আত্মসমর্পন করে এবং তাঁর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করে। কিন্তু ভক্ত যখন ভাবের উচ্চস্তরে উঠিয়া যায়- তখন ভক্তই ভগবানের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে।

- শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সরস্বতী

স্মৃতিহারা জীবন ও রাজনীতির ভুল

স্মৃতি হারানোর চেয়ে যন্ত্রণার কিছু নেই। রাজনীতিতে স্মৃতি হারানো অবশ্য মুখ ফসকে ভুল বলা।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

একটা হাত দিয়ে প্রবীণা ভদ্রমহিলার হাঁটু ধরে রয়েছেন সোনু নিগম। আর এক হাতে মাইক। সোনু গাইছেন মহম্মদ রফির অমর গান 'তেরে মেরে স্বপনে আব এক রং হ্যায়'!

গাইতে গাইতে মাঝেমাঝেই গলা বুজে আসছে সোনুর। একবার থেমেও গেলেন। বুজে এসেছে গলা। এই গানটা প্রয়াত সতীশ শাহের খুব প্রিয় ছিল।

একটা লাইন নিজে গাইছেন, তার পরে মাইক তুলে ধরছেন সামনের প্রবীণার মুখে। তিনি আনমনে অস্ফুটে গেয়ে উঠলেন আর একটি লাইন— 'হাম সঙ্গ হ্যায়'। পূর্ণ করলেন গানের লাইনটি। উপস্থিত সবার মুখে বিস্ময় ও শোক।

চোখে জল আনা আর একটা দৃশ্য। তাতে ওই মহিলার পাশে বসে অনুপম খের। তিনিও একটি গান গাইছেন আবেগমথিত গলায়। কিশোরকুমারের 'ভঁওয়ারে কি গুঞ্জন হ্যায় মেরা দিল তেরে লিয়ে'। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা অপলক, অভিব্যক্তিহীন। দু'-একবার অনুপমের সঙ্গে গলা মেলানোর চেষ্টা করায় অভিনেতার চোখমুখ উজ্জ্বল। হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। প্রবীণাও বাড়িয়ে দেন হাত।

ভদ্রমহিলা সদ্যপ্রয়াত অভিনেতা সতীশ শাহের স্ত্রী মধু। অ্যালজাইমার্সে ভুগছেন। কার্যত স্মৃতিভ্রষ্ট। সতীশ যে চলে গিয়েছেন, কখনও বুঝতে পারছেন। কখনও বুঝতে পারছেন না। সতীশের বন্ধু অভিনেতা, গায়করা এসে মাঝে মাঝে মধুর কাছে মধুর কিছু স্মৃতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। লাভ হচ্ছে না কোনও।

অনুপমের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎই তিনি বলে ওঠেন 'ও চলা গিয়া'। মধুর চোখ ভরে ওঠে জলে। স্মৃতি যেমন বিদ্যুৎঝলকের মতন ফিরে আসে, তেমন ফিরে চলে যায়। যেভাবে সোনুর গানে তিনি আচমকা গেয়ে উঠেছিলেন, 'হাম সঙ্গ হ্যায়।'

এই কথা বলতে বলতে অনুপমের গলাতেও উছলে পড়ে কান্না। তাঁকে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়, 'আপনার বাবা-মা, ভাই-বোন যখন রয়েছে, তখন তাঁদের মন দিয়ে সামলাবেন। তাঁদের পাশে থাকাটা আজ খুব জরুরি।'

বর্ণময় চরিত্র মধুকে এক ইন্টার কলেজ নাটক প্রতিযোগিতায় দেখে তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন সতীশ। মৃত্যুর আগে অসুস্থ সতীশের একমাত্র চিন্তা ছিল, এতটা অসুস্থ মধু তাঁর অবর্তমানে কেমন থাকবেন। কীভাবে থাকবেন। সতীশ তাঁকে আর সুস্থ দেখে যেতে পারেননি।

সোনু বা অনুপমের গানে যেভাবে মাঝে মাঝে সাড়া দিয়েছেন মধু, তাতে অনেকে বলছেন, গানই স্মৃতি ফেরানোর এক অন্যতম অস্ত্র। কিন্তু সেখানে অনুপমের আরেকটা মন্তব্য ভাবার মতো, 'আমি বুঝে পাচ্ছিলাম না, স্মৃতি ফিরে আসাটা এখানে ভালো না খারাপ। কী হলে মধুর ভালো হবে।'

বাংলা-ভারত এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাঝে মাঝেই একই ধরনের খবর চলে আসে। অ্যালজাইমার্স কিংবা ডিমেনশিয়া আক্রান্ত কত বৃদ্ধা-বৃদ্ধ অসহায় অবস্থায় পড়ে। তাঁদের সন্তান বা আত্মীয়রাই তাঁদের খোঁজ নেন না। যাঁদের পয়সা রয়েছে তাঁদের কথা একটু অন্যরকম। বাকিদের বাড়ি থেকে বিদায় করলেই যেন লাভ।

মধু শাহের এইরকম পরিস্থিতি মনে করিয়ে দেয় এক ভয়ংকর সত্যের কথা। এরকম রোগের কাছে মানুষ কতটা অসহায়।

আমাদের ভারতীয় রাজনীতিতে তিন সেরা বক্তার শেষ জীবন কেটেছে এমন নির্বাক অবস্থায়। মধু এখনও হয়তো অনুপমকে চিনতে পেরেছেন, অনুপমের স্ত্রী কিরণের কথা এক লাইন জিজ্ঞেস করতে পেরেছেন। কিন্তু অটলবিহারী বাজপেয়ী, জর্জ ফার্নান্ডেজ এবং প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি শেষ জীবনে চারপাশের কোনও পরিস্থিতি নিয়েই কিছু বুঝতে পারতেন না। এর মধ্যে আলজাইমার্সে আক্রান্ত ছিলেন জর্জ। একদা লৌহমানব লালকৃষ্ণ আদবানিও আজ অনেকটা ওরকমই। তাঁর জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী সহ অন্য মন্ত্রীরা যান। গিয়ে কিছুটা বসে থাকেন। তারপর উঠে আসেন। আর কিছু বলার বা করার থাকে না।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে হলিউডে সুপারস্টার ছিলেন রোনাল্ড রেগন। তিনিও যখন উপলব্ধি করলেন অ্যালজাইমার্স তাঁকে ধরছে, আমেরিকানদের কাছে খোলা চিঠি লেখেন মহানায়ক প্রেসিডেন্ট। নিজের হাতে। ১৯৯২ বা ১৯৯৩ সাল নাগাদ রোগের চিহ্ন দেখা যেতে থাকে। ১৯৯৭ সাল নাগাদ স্ত্রী ন্যান্সি ছাড়া কাউকে চিনতে পারতেন না। তখন পার্ক বা সৈকতে ঘুরতেন, অফিসেও যেতেন। তবে চিনতে পারতেন না কিছু। তাঁর পরিবার সিদ্ধান্ত নেয়, তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে আলাদা রাখার। ২০০৩ থেকে কথা বন্ধ হয়ে যায়, বিছানাতেই বন্দি। আর কাউকে চিনতে পারতেন না তখন। শেষপর্যন্ত নিউমোনিয়ায় মারা যান ২০০৪ সালের ৫ জুন।

একইভাবে স্মৃতি হারিয়ে অনেকদিন বেঁচে ছিলেন লতা মঙ্গেশকরের দীর্ঘদিনের প্রেমিক, ক্রিকেটার রাজ সিং দুঙ্গারপুর।

২

স্মৃতি এমন একটা জিনিস, যা হারিয়ে গেলে জীবনটাই হারিয়ে যায়। সব, সবই তখন মিথ্যে। প্রিয়জন বা শৈশবই যদি মনে না পড়ে, তাহলে কীসের জীবন? সবই তো শেষ তখন। এবং একদিন না একদিন স্মৃতি বিদ্রোহ করবেই।

ক'দিন আগে রাহুল গান্ধি অভিযোগ এনেছিলেন নরেন্দ্র মোদির 'মেমোরি লস'-এর। বলেছিলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মতোই অবস্থা মোদির। হইহই কাণ্ড তখন। সরকার পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড়।

ভারতীয় রাজনীতিতে বহু নেতারই স্মৃতি বিভ্রাট হয়েছে। কখনও খুব স্বাভাবিকভাবে, কখনও আবার একেবারে মুখ ফসকে। কেউ চলেই গিয়েছেন অন্তরালে। হাল আমলের মুকুল রায়ের মতো।

ভুল তথ্য দেওয়া থেকে শুরু করে ভুল নাম বলা, ভারতীয় রাজনীতিতে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এখানে নবীন প্রবীণ সমান। এই তো দু'দিন আগে কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভালে মৃণাল সেন বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে ফেললেন মৃণাল সিংহ। অবধারিতভাবে তপন সিংহের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আবার সেখানে গৌতম ঘোষকে বলে ফেললেন গৌতম সোম। তিনি যখন কলকাতা ময়দানে ক্রিকেট শুরু করেছেন, তখন সেখানে দুই গৌতম সোমের দাপট। সম্ভবত এই কারণেই পদবি গুলিয়ে ফেলা। কেননা সৌরভের কাছে গৌতম বললেই মনে পড়ার কথা গৌতম সোম নামটা।

নরেন্দ্র মোদি একবার গান্ধিজির নাম পর্যন্ত ভুল বলে দিয়েছেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি হয়ে গিয়েছিল মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধি। একবার শ্যামজি ভার্মার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে গুলিয়ে মোদি বলেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ লন্ডনে মারা যান। তাঁর ভস্ম ভারতে আনতে দেওয়া হয়নি। আরেকবার পাটনায় মোদি বলেছিলেন, গুপ্ত সাম্রাজ্য মনে রাখতে হবে চন্দ্রগুপ্তের রাজনীতির জন্য। পরে নীতীশ কুমার তা সংশোধন করে বলেন, চন্দ্রগুপ্ত আসলে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি।

রাহুল গান্ধিই বা কী কম? গান্ধি নিয়ে মোদির মতো গুবলেট করেছেন তিনিও। একটা পডকাস্টে বলেছিলেন, ইংল্যান্ডে ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল গান্ধিকে। আসলে বলতে চেয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কথা। একবার ফিরোজাবাদে গিয়ে বলেছিলেন 'আলু কা ফ্যাক্টরি' খুলবেন। আসলে বলতে চেয়েছিলেন পটাটো চিপস কারখানা খোলার কথা।

বাংলায় সব পার্টির বড় নেতারাই মাঝে মাঝে ভুল তথ্য দিয়েছেন। মমতা-শুভেন্দু-অধীর-সেলিম— সবার ওই ধরনের ভুল নিয়ে মিম বেরিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। হাসির বৃষ্টি হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কোনও পার্টির ভক্তরাই বলতে পারবেন না, আমার নেতারা মুখ ফসকে হাস্যকর ভুল বলেননি। বা আমাদের নেতাদের সঙ্গে স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

কিছু ভুল শুনলে অবশ্য হাসির বদলে কান্নাই পায়। কিছুক্ষণ কথা বন্ধ হয়ে যায়। চুপচাপ বসে থাকতে হয় অনেকক্ষণ।

অনুপম খের ক'দিন আগে কিশোরকুমারের যে গানটা শুনিয়ে স্মৃতি হারানো মধু শাহকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন, সেটা লিপ দেওয়া রণধীর কাপুরের। ছবিটা ১৯৭১ সালের। ৫৪ বছর আগের। কল আজ অউর কাল ছবিতে কাপুর খানদানের তিন প্রজন্ম অভিনয় করেছিল। পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ কাপুর ও রণধীর কাপুর। ছিলেন রণধীরের ভাবী স্ত্রী ববিতা। রণধীর তখন ২৪ বছরের তরুণ।

আজ সেই রণধীর ৭৮। বছর তিনেক আগে ঋষি কাপুরের শেষ সিনেমা দেখে তিনি ভাইপো রণবীরকে বলেন, 'বাবাকে বলিস, দারুণ অভিনয় করেছে। ও যেখানেই থাকুক, ফোনে কথা বল।' ঋষি তার অনেক আগে প্রয়াত, খেয়ালই ছিল না রণধীরের। তখনই তিনি ডিমেনশিয়ার হাতে বন্দি হতে শুরু করেছেন। পরে রণধীর ভাইপোর কথাটা অস্বীকার করলেও তাঁর শরীরের বর্তমান অবস্থাই অনেক কথা বলে দিয়ে যায়।

জীবনের স্মৃতিভ্রষ্টদের জন্য জমা থাকে সহানুভূতি ও চোখের জল। রাজনীতির স্মৃতিভ্রষ্টরা মাঝে মাঝে আড়ালে না গেলে হাসির খোরাকই হয়ে থাকেন।

আজ

১৯৭০

আজকের দিনে প্রয়াত হন লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯২৭

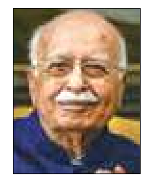

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি।

আলোচিত

সেই সময় কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। নিরাপত্তাবাহিনীর কিছু সদস্য যেভাবে হিংসার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব দেখিয়েছিলেন, তা অবশ্যই ভুল ছিল। যাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, তাঁদের জন্য আমি শোকাহত। দেশের নেত্রী হিসেবে সেই মৃত্যুর দায় আমি নিচ্ছি। তবে আমি গুলি চালানোর নির্দেশ দিইনি।

- শেখ হাসিনা

ভাইরাল/১

মধ্যপ্রদেশের বিজয়পুর ব্লকের সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মেঝেতে বসে মিড-ডে মিলের খাবার খেতে বসেছে। প্লেটের পরিবর্তে মাটিতে ছেঁড়া কাগজের টুকরো পেতে তাতে ওই খাবার পরিবেশন করা হয়। সেখান থেকে খাবার তুলে খেল পড়ুয়ারা।

ভাইরাল/২

গন্তব্যে যাওয়ার পথে হঠাৎ বেগ এসেছিল। লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে জনসমক্ষে হালকা করলেন নিজেকে। অনেকে ব্যঙ্গ করে হাততালি দিলেন। কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে রাজকীয় ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন 'তিনি'।

জনমন

জনমত

ক্রিকেটে বিশ্বজয় করলেও লিঙ্গবৈষম্য এখনও প্রকট

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বজয় শুধু একটি ট্রফি অর্জন নয়, এটি মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের শক্তিশালী বার্তা। বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা আজ বিশ্ব-শীর্ষে। এই সাফল্যের পর দেশের নানা প্রান্তে মেয়েদের জন্য ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গড়ে উঠতে পারে, আরও স্পনসর এগিয়ে আসতে পারে এবং মা-বাবারাও মেয়েদের মাঠে পাঠাতে আরও আত্মবিশ্বাসী হবেন। বহু বছর ধরে যাঁরা খবর রাখছেন তাঁরা জানেন, মেয়েদের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল সংগ্রামের। প্রতিভা এবং পরিশ্রমের কাছে লিঙ্গ কোনও বাধা নয়- এই সত্যটিই তাঁরা প্রমাণ করেছেন।

কিন্তু এত বড় জয় হলেও বৈষম্য চোখে পড়ে স্পষ্টভাবে। সংবাদমাধ্যমে ছেলেদের খেলার পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তিজীবনও শিরোনাম হয়, অথচ মেয়েদের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের সময় ছাড়া পাতার কোণে থাকে। পুরস্কারের অঙ্কেও তফাত চোখে পড়ে। মহিলা দল বিশ্বজয় করে পেল ৫১ কোটি টাকা, আর পুরুষ দল টি২০ বিশ্বকাপ জিতে পেয়েছিল ১২৫ কোটি। বেতন কাঠামোতেও বড় পার্থক্য রয়েছে। পুরুষ ক্রিকেটাররা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেন, কিন্তু নারী ক্রিকেটারদের বার্ষিক আয় তুলনামূলকভাবে অনেক কম। স্টেডিয়ামের দর্শকসংখ্যা, টিভি সম্প্রচার, বিজ্ঞাপন- সবক্ষেত্রেই মেয়েদের গুরুত্ব এখনও সীমিত। সুযোগসুবিধার দিক থেকেও তাঁদের জন্য পেশাদার পরিকাঠামো, ট্রেনিং সুবিধা, ফিজিও, অ্যানালিস্ট, সাইকোলজিস্ট- পুরুষদের তুলনায় এখনও অনেক সীমিত। ছোট শহর ও গ্রামের মেয়েদের জন্য সামাজিক বাধা, নিরাপত্তা সমস্যা এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা এই পথকে আরও কঠিন করে তোলে।

ঠিক এই কারণে, এই বিশ্বজয় শুধু ক্রীড়াজগতের সাফল্য নয়, এটি বহু বছরের অবহেলা ও লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ। এখন দায়িত্ব আমাদের- এই সাফল্যকে সাময়িক উচ্ছ্বাসে সীমাবদ্ধ না রেখে মেয়েদের প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিত করা। দিন শেষে তাঁরা একই দেশের জন্য, একই জার্সি পরে, একই স্বপ্ন নিয়ে লড়াই করেন। তাই সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ তাঁদের প্রাপ্য অধিকার। নারী ক্রিকেটারদের এই জয় হোক সেই পরিবর্তনের স্থায়ী সূচনা, যেখানে প্রতিভার মাপকাঠি আর লিঙ্গের পার্থক্য থাকবে না।

শেখর সাহা, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হেমন্তের আলোছায়ায় তৈরি হল রঙিন ছবি

এই ঋতুর রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অভিন্ন, পৃথক। কিন্তু আমাদের অবহেলার কারণেই তা দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

সন্দীপন নন্দী

এই সেই অবিস্মরণীয় হেমন্ত, যার মধ্যদুপুর রৌদ্রতেজে ম্রিয়মাণ, যার বিধুর বিকেলে ঝুপ করে সন্ধে নামে অতর্কিতে। যে কালে দূরে কোথাও অপরাহ্নের উত্তরে অতিথির মতো পাহাড় হতে সমতলে তিরতির ধেয়ে আসে শীতবাতাস। তখন সন্ধ্যার আগমনে ঝকঝকে কৃষ্ণকলির বদলে একটা মলিন কালো জেঁকে বসে হিমি প্রান্তরে। এই উত্তরেই তো শীত বছর বছর প্রবেশের পাসপোর্ট নিয়ে ভারতদর্শনে বেরোয়। সে দেখে বৃক্ষপল্লবে সঞ্চিত ধুলোর মতো চারপাশে মিহি কুয়াশার পলি। উদ্ভিদের শীর্ষে, আকাশবাণীর উচ্চ টাওয়ার হতে মংপুর রবিঘরে, সেবক ব্রিজের বিস্তারে, সর্বময় এক হেমন্ত ভেজা ভেজা চাদরে মুড়ে নেয় নিবিড়ের মতো।

এরপর আলোসংক্ষেপে সন্ধ্যা দীর্ঘ হয়, টুপটুপ শিশির পতনে হেমন্তের সেনসেক্স বাড়ে। ক্রমশ জাগতিক সেনসেশনের লীলাভূমি হয়ে ওঠে উত্তরের পাহাড়, মাঠ, নদীর দিগন্তরা। যে রূপ শরতের নেই, বর্ষার নেই, গ্রীষ্মে নেই, বসন্তের নেই, শীতের নেই। হেমন্তের রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অভিন্ন, পৃথক। যে ঋতুর সন্নিহিত শান্তিরা বিমূর্ত ঝুলে থাকে অখ্যাত হিমঝুড়ি ফুলের মতো। যা দর্শনে রোমাঞ্চ নেই কিন্তু দৃষ্টি এড়ানোর অবজ্ঞাও নেই। যার রূপকে লিখে, ফোটোশুটে, জলরঙে এঁকে, নাট্যের বর্ণনায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তবু স্বয়ংসম্পূর্ণ এ হেমন্তের আঁখিমেলা রাশি রাশি সৌন্দর্য এক আনন্দ এক্সপ্রেসের মতো ছুটে যায় দিগবিদিক। তারপর কুয়াশার দেওয়াল দু'হাতে সরিয়ে সরিয়ে এ ঋতু সম্মুখে এগোতে হয়। ইহাই কালের নিয়ম। অথচ যে কাল জানে না কী অনাবিল আনন্দ সে ফেলে যাচ্ছে অকাতরে, তুচ্ছ অবহেলায়! কী অভূতপূর্ব স্নেহ থেকে সে স্বয়ং বঞ্চিত, অকপট অবজ্ঞায়। সে খবর হেমন্ত রাখবে না কোনওদিন।

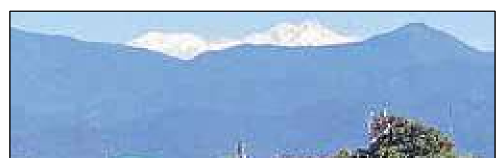

কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন। শিলিগুড়ি থেকে।

শুধু খবর আসে বিপ্লবের মাস ছিল নভেম্বর। প্রথম শোষণহীন এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের হেমন্তকাল ছিল সে। আশ্চর্য! সে নভেম্বর প্রারম্ভের সাঁঝবেলাতেই প্রিয়তম পাহাড় সম্মুখে সর্বজনীন দার্জিলিংকে বিমূঢ় লাগে। সম্প্রতি প্লাবন পরবর্তী মৃত্যুশোকের বিভ্রমে যে মায়া লেগেছিল মাতৃহারা নেপালি কিশোর হৃদয়ে, তাবাকোশির পুত্রশোকে বিদ্ধ বৃদ্ধের যুগলনয়নে। তবু প্রকৃতির সর্বস্ব সঞ্চয় পড়ে থাকে ম্যালের সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে, পাহাড়ি খাদের গহনে, নীরব, অপূর্ব একা।

একদা যে শৈলশহর ছিল নিষ্পাপ আর অনামী অযুত পাহাড়ি ফুলের ন্যায় নিঃসঙ্গ সেখানেই আজ নগরায়ণের নেশায় ম্যালে ঐতিহ্যের পৌরাণিক অশ্বশালা উধাও। পাহাড়পিঠে বেড়ে ওঠা মহাকাল মার্কেটের শুরু থেকে শেষে শুধু বিস্তৃত ধু-ধু খেলা করে। অদূরের জায়েন্ট স্ক্রিনে দিবারাত্রি সরকারি উন্নয়নের চিত্রমালার চলাচল। আপাতত এভাবেই যাবতীয় পার্বত্য জীর্ণ আর দৈন্য দূরে রেখে হেমন্তের দার্জিলিং হাসছে। উন্নয়নের হানায় সব শেষ।

অথচ অতীতে এরকম এক নভেম্বরেই বাঙালির কতৃত্ব, বিশ্বাসহীনতা, বন্ধুত্ব, সংকোচ আর অনিশ্চয়তার গল্প বলেছিলেন সত্যজিৎ রায় কাঞ্চনজঙ্ঘা সিনেমায়। ঘনায়মান প্রাকৃতিক বর্ণবিন্যাসে মানবিক যাপনের শ্রেণিস্তরকে একাকার করেছিলেন রুপোলি পর্দায়। আপাত নয়নে যে ঋতুতে এ পার্বত্যনগরীর ঝলমলে রোদ্দুর নেই, আছে কেবল কুয়াশার যাওয়া-আসা, রয়েছে আলোর ফিকে হয়ে আবার জেগে ওঠার বিজ্ঞান। সেই কোলাহলের পাহাড়পাড়া আজ আর টাইগারহিলে সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা করে না। বরং গান্ধি রোড হতে ক্লকটাওয়ার অভিমুখী ম্যাল রোডের দোকানে দোকানে পুঁজিবাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়। হায়! যেখানে নভেম্বরের কাঞ্চনজঙ্ঘা সত্যজিতের প্রথম রঙিন ছবি হয়েও, পর্দায় রঙের ব্যবহার হয়েছে মেপে মেপে। মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড় নির্মিত বর্ণালির ফাঁকে ফাঁকে যে অখ্যাত রঙের মেলা, তাকে উজাড় করে দেখানো হয়েছে পর্দায়।

হেথায় হেমন্তের স্বল্পদৈর্ঘ্য দিবসে গাছ, জঙ্গল, পাহাড় সবখানেই রং যেন ক্ষণজন্মা। সেভাবেই দার্জিলিং তার পুরোনো রং হারিয়েছে। যে শহর একদা জীবনমরণের সীমানা ছাড়িয়ে বন্ধুর মতো দাঁড়িয়ে থাকত সে চড়াই উতরাই মানবজমিনেই আজ প্রাপ্তিহীনতার হাহাকার। খানিক নির্লিপ্ত আর সদানন্দ বরফাচ্ছন্ন কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো। *(লেখক প্রাবন্ধিক)*

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। বুদ্ধি লুপ্ত বা নষ্ট হয়েছে এমন ৩। বৈষ্ণব সাহিত্যে পদ্যে লিখিত ইতিবৃত্ত, জীবনী বা দিনলিপি রোজনামচা ৫। পদ্মবহুল জলাশয়, সরোবর ৭। সাহায্য, সহযোগিতা ৯। হাতির বাচ্চা ১১। বন্দুকধারী সিপাই বা দেহরক্ষী ১৪। হঠাৎ লাফ বা লাফের বেগসূচক ভাব ১৫। অন্যঘর, ভিন্নঘর, অন্য কক্ষ।

উপর-নীচ : ১। ভয়জনিত বিকারের ভাব, ভয়জনিত শিহরণ ২। বাঁকা, কুটিল, তেরচা ৩। কপিল বর্ণের গোরু, কামধেনু ৪। প্রচারিত, সুবিদিত ৬। কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ, কলাগাছ ৮। দাঁতালো, বৃহৎ দাঁতবিশিষ্ট, দেঁতো ১০। পুরোপুরি ভরা, পরিপূর্ণ ১১। আরবি, ফারসি বা উর্দুতে রচিত শ্লোক বা কবিতার চরণ ১২। কিছু পরিমাণ ১৩। অনির্দিষ্ট কোনও একজন।

সমাধান ■ ৪২৮৬

পাশাপাশি : ১। জমিন ৩। রাহা ৫। রপ্ত ৬। পরখ ৮। তিলেক ১০। মাধব ১২। জুলাই ১৪। বধ ১৫। নক্র ১৬। রণন।

উপর-নীচ : ১। জনশ্রুতি ২। নরলোক ৪। হাম্বির ৭। খপ ৯। বাজু ১০। মরধর ১১। বনবন ১৩। লালন।

বিন্দুবিসর্গ

মামদানিকে রুখতে টাকা ছড়ানো ব্যর্থ

নিউ ইয়র্ক, ৭ নভেম্বর : নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে এক ঐতিহাসিক জয় পেয়েছেন ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট প্রার্থী জোহরান মামদানি। তাঁর বিরুদ্ধে মার্কিন ধনকুবেরদের বিপুল অর্থের প্রচার সত্ত্বেও তিনি মেয়র-ইলেক্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, কমপক্ষে ২৬ জন বিলিয়নেয়ার এবং ধনী পরিবার সম্মিলিতভাবে জোহরান মামদানির প্রচারের বিরোধিতা করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমর্থনে ২২ মিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করেছিলেন। এই বিরোধীদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল ব্লুমবার্গ, বিল অ্যাকম্যান এবং এস্তে লাউডারের উত্তরাধিকারীরা। মামদানির বিরুদ্ধে ধনকুবেরদের বিরোধিতা প্রসঙ্গে এক জনসভায় মামদানি বলেছিলেন, 'বিল অ্যাকম্যান এবং রোনাল্ড লাউডারের মতো বিলিয়নেয়াররা এই নির্বাচনে কোটি কোটি ডলার ঢেলেছেন কারণ আমাকে বিপজ্জনক ভেবেছেন তাঁরা। আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, তাঁদের ভয়টা ঠিক।' জয়ের পর মামদানি বলেন, এই জয় প্রমাণ করল যে, আর্থিক ক্ষমতাও জনগণের মত পরিবর্তন করতে পারে না।

গাজায় যৌথবাহিনী

ওয়াশিংটন, ৭ নভেম্বর : প্যালেস্তিনীয় অধ্যুষিত গাজায় খুব তাড়াতাড়ি বহুজাতিক সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে। ইউরোপ বা আমেরিকা নয়, সেই বাহিনী তৈরি হবে প্যালেস্তিনীয়দের আস্থাভাজন সৌদি আরব, তুরস্ক, মিশরের মতো আরব দেশগুলির পাঠানো সেনাদের নিয়ে। শুক্রবার একথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিন মধ্য এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেন তিনি। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, 'গাজায় দ্রুত বহুজাতিক বাহিনী মোতায়েন হতে চলেছে। এ ব্যাপারে খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। যদি হামাসের সঙ্গে কোনও সমস্যা হয় অন্য দেশগুলি এগিয়ে আসবে।' এক্ষেত্রে আরব দেশগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। গাজায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্যালেস্তিনীয় পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার কথাও ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। ওই পুলিশকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবে তুরস্ক ও মিশর।

খোরপোশে স্বস্তি সামির

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর : খোরপোশ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন বাংলার ক্রিকেটার মহম্মদ সামি। আদালতের নির্দেশে প্রাক্তন স্ত্রী হাসিন জাহানকে তিনি প্রতি মাসে ৪ লক্ষ টাকা করে খোরপোশ দেন। সেই

টাকার অঙ্ক বাড়ানোর দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হাসিন। সেই মামলার শুনানিতে শুক্রবার বিচারপতি মনোজ মিশ্র ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুইয়াঁর বেঞ্চ স্পষ্ট ভাষায় জানতে চায়, 'আপনি এই পিটিশন দায়ের করেছেন কেন? প্রতি মাসে ৪ লক্ষ টাকা কি যথেষ্ট নয়?' নিম্ন আদালত প্রতি মাসে মেয়ের জন্য খোরপোশ বাবদ ৮০ হাজার টাকা এবং জাহানের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। জুনে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, স্ত্রীর খরচ বাবদ দেড় লক্ষ টাকা ও মেয়ের জন্য মাসে আড়াই লক্ষ টাকা অর্থাৎ মিলিয়ে সব মিলিয়ে ৪ লক্ষ টাকা খোরপোশ দিতে হবে সামিকে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি হাসিন।

দুর্গার প্রশস্তিসূচক পংক্তি বাদ : মোদি

বন্দে মাতরম নিয়েও দোষারোপ নেহরুকে

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর : ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে স্বাধীন করার লড়াইয়ে যে গানকে বীজমন্ত্র করে স্বদেশিরা ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, সেই 'বন্দে মাতরম' গানের সার্ধশতবর্ষ পূর্তির দিন বিস্ফোরক দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, 'দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে কংগ্রেস 'বন্দে মাতরম'-কে ঐতিহাসিকভাবে বিকৃত করেছে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে সংক্ষিপ্তভাবে গাওয়া হয়েছিল বন্দে মাতরম। মুসলিম লিগের মন রাখতে নেহরু মূল গান থেকে 'ত্যং হি দুর্গা, দশপ্রহরণধারিণী'... পংক্তিটি বাদ দিয়েছিলেন।' মোদির মন্তব্যে জাতীয় রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক শুরু হল। এবার বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে নতুন তর্জা।

দেবী দুর্গাকে নিয়ে লেখা লাইন বাদ দেওয়ার পিছনে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কথা উল্লেখ করে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সিআর কেশভন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, '১৯৩৭ সালে নেহরুর নেতৃত্বে বন্দে মাতরম থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে দেবী দুর্গার প্রশস্তিসূচক লাইনগুলি ছেঁটে ফেলা হয়। যে গান জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এনেছিল, জাতীয়বাদী চেতনা জাগিয়েছিল, সেই গানকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে কংগ্রেস ঐতিহাসিক ভুল ও পাপ করেছিল।' নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে লেখা নেহরুর চিঠিটির কথাও উল্লেখ করেছেন কেশভন। সেই চিঠিতে নেহরু বলেছিলেন, 'বন্দে মাতরম-এর পটভূমি হিসেবে যা উল্লেখ করা

> দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে কংগ্রেস 'বন্দে মাতরম'-কে ঐতিহাসিকভাবে বিকৃত করেছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

হয়েছে তাতে মুসলিমরা ক্ষুণ্ণ হতে পারে।' নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গী জাতীয় সংগীতকে দুর্বল করেছে। কেশভন জানিয়েছেন, নেহরুর মতো হিন্দু বিরোধী মানসিকতা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বক্তব্যেও ধ্বনিত হয়।

বিজেপিকে পালটা আক্রমণ করে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজ যাঁরা নিজেদের জাতীয়তাবাদের রক্ষক বলে দাবি করছেন, তাঁরা তাঁদের দপ্তরে কখনও বন্দে মাতরম গাননি। বিজেপি কিংবা আরএসএস-র শাখা অফিসগুলিতেও জাতীয় সংগীত বন্দে মাতরম কিংবা জাতীয় স্তোত্র জনগণমন গাওয়া হয় না। পরিবর্তে গাওয়া হয় 'নমস্তে সদা বৎসলে', তাতে সংগঠন মহিমান্বিত হয়, জাতি হয় না। ১৯২৫ সালে আরএসএসের জন্ম। তখন থেকে তারা বন্দে মাতরমকে এড়িয়ে চলেছে। তাদের কোনও বই বা সাহিত্যে একবারও এই গানটির উল্লেখ নেই।'

কংগ্রেস নেতা আরও লিখেছেন, 'আরএসএস ও সংঘ পরিবার ব্রিটিশদের সমর্থক ছিল। তারা ৫২ বছর ধরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেনি। ভারতীয় সংবিধানের অপব্যবহার করেছে। এমনকি তারা বাবাসাহেব আম্বেদকরের কুশপুতুল পর্যন্ত পুড়িয়েছে।'

১৮৭৫ সালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বন্দে মাতরম গানটি তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস আনন্দমঠ-এর অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়। ১৯৫০-এ গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। এদিন ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বন্দে মাতরমের স্মরণসভায় প্রধানমন্ত্রী স্মারক ডাকটিকিট, মুদ্রা প্রকাশ করেন।

এসআইআর শুনানি ১১ থেকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, ১১ নভেম্বর থেকে এই সংক্রান্ত মামলাগুলির একযোগে শুনানি শুরু হবে। শুক্রবার বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জানিয়েছে, ১১ নভেম্বর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলা তালিকাভুক্ত থাকলেও, গণতন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এই প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তারা সময় নির্ধারণ করবেন। আদালতে এডিআর (অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস)-এর আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ যুক্তি দেন, এসআইআর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই বহু রাজ্যে শুরু হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত ভোটারদের অধিকারকে গভীরভাবে স্পর্শ করছে। তাই অবিলম্বে বিচারবিভাগের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক দিন দিন বাড়ছে। নির্বাচন কমিশনের ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে-ও সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে।

সরকারি সহায়কমূল্য বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভে আখচাষিরা। শুক্রবার কর্ণাটকের চিকমাগালুরে।

বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে ভারতের ঘাঁটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর : পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা এবং আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তিত সমীকরণ মাথায় রেখে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে তিনটি নতুন, সম্পূর্ণ কার্যকর সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে ভারত। স্থানগুলি হল, অসমের ধুবরির কাছে বামুনি, বিহারের কিশনগঞ্জ এবং উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া। এই তিন জায়গায় তৈরি হওয়া ঘাঁটিগুলি ভারতের উত্তর-পূর্বকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেন'স নেক সংলগ্ন।

উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা ও সামরিক সূত্র অনুযায়ী, এই ঘাঁটি বৃহত্তর নিরাপত্তা কৌশলের অংশ, যার লক্ষ্য সীমান্তের দুর্বল অংশগুলি সুরক্ষিত করা, নজরদারি বাড়ানো, দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং পূর্বাঞ্চলে সামগ্রিক প্রতিরক্ষা-প্রাধান্য আরও শক্তিশালী করা। মাত্র ২১-২২ কিলোমিটার চওড়া শিলিগুড়ি করিডরটি ভারতের উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যকে বাকি দেশের সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং এর চারদিকে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও চিনের উপস্থিতির কারণে এর কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। সম্প্রতি পদ্মাপারের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস পাকিস্তানের এক সামরিক কর্তাকে বই উপহার দিয়েছিলেন। তার প্রচ্ছদে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যকে বাংলাদেশের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। ঢাকার এহেন পদক্ষেপ ভালো চোখে নেয়নি নয়াদিল্লি।

বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ইউনূস সরকারের চিনের প্রতি বাড়তি ঝোঁক, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের পুনর্গঠন এবং আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য নতুনভাবে সাজানোর ইঙ্গিত মিলছে।

ভারতীয় সেনাকর্তাদের বক্তব্য, শিলিগুড়ি করিডর আসলে ভারতের 'সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অঞ্চল'। সেনাবাহিনীর এক কর্তা বলেন, 'এই করিডর বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে সুরক্ষিত। নতুন ঘাঁটিগুলি দ্রুত গতিশীলতা, লজিস্টিক সাপোর্ট এবং রিয়েল-টাইম ইন্টেলিজেন্স সবকিছুই আরও শক্তিশালী ভাবে করবে।'

'এখন তোমার পালা, বিহার'

পুনের মহিলার সেলফিতে বিতর্ক

পুনে, ৭ নভেম্বর : বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির 'ভোট চুরি'র অভিযোগের আবহে এবার মহারাষ্ট্রের পুনের এক মহিলার ভাইরাল হওয়া সেলফি নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের সময় ঊর্মি নামে ওই আইনজীবী ভোটের কালি লাগানো আঙুলের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, 'এখন তোমার পালা, বিহার।'

কংগ্রেস কর্মীরা দ্রুত এই ছবিটিকে হাতিয়ার করে অভিযোগ তোলেন, এক রাজ্যের ভোটার অন্য রাজ্যে ভোট দিয়েছেন। কংগ্রেসের তরফে কটাক্ষ করে বলা হয়, 'বহু রাজ্যে ভোটদান এখন নতুন স্টার্ট-আপ। বিনিয়োগকারী : বিজেপি।' আরজেডি-ও এই ছবি নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

তবে বিতর্কের মুখে ওই আইনজীবী পরে স্পষ্ট করেন, তাঁর পোস্টের উদ্দেশ্য ছিল কেবল বিহারের ভোটারদের অনুপ্রাণিত করা। তাঁর কথায়, 'আমি বলিনি যে আমি আজ ভোট দিয়েছি। আমি বলেছি আমি ভোট দিয়েছি। সবাই জানে সেটা মহারাষ্ট্রে।'

এর আগে হরিয়ানার ভোটার তালিকায় ব্রাজিলের এক মডেলের ছবি ব্যবহারের অভিযোগ তুলে রাহুল ভোট চুরির অভিযোগ করেছিলেন। যদিও এই ঘটনাগুলির কোনওটির সঙ্গেই ভোট কারচুপির সরাসরি প্রমাণ মেলেনি, তবুও জনমানসে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

দিল্লিতে উড়ান দুর্ভোগ

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর : এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে যান্ত্রিক ত্রুটি। তার জেরে শুক্রবার বিপর্যস্ত হল দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উড়ান পরিষেবা। সব মিলিয়ে শতাধিক বিমানের ওঠা-নামায় সমস্যা হয়েছে। সূচির চেয়ে দেরিতে উড়েছে বহু বিমান। সমস্যায় পড়েছেন কয়েকহাজার যাত্রী। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবায় বিলম্ব ঘটেছে। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন প্রযুক্তিবিদরা। উড়ানের অবস্থা জানতে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সমস্যার কারণে উড়ান দেরিতে চলার কথা জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া, স্পাইস জেট, ইন্ডিগো সহ বিভিন্ন সংস্থা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দিল্লি বিমানবন্দরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সম্ভবত এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে সফটওয়্যার আপগ্রেড করার সময় কোনও কারিগরি ত্রুটির কারণে এই বিলম্ব হয়েছে। ঘটনায় সাইবার হামলার কোনও যোগসূত্র পাওয়া যায়নি বলে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন।

এদিন দিল্লি বিমানবন্দরে উড়ানে সমস্যার কারণে মুম্বই সহ বিভিন্ন বিমানবন্দরে বিমানের ওঠা-নামা প্রভাবিত হয়।

মসজিদে বিস্ফোরণ

জাকার্তা, ৭ নভেম্বর : স্কুল কমপ্লেক্সের মধ্যে মসজিদ। শুক্রবার সেই মসজিদে চলছিল প্রার্থনা। তখনই ঘটে বিস্ফোরণ। আহত কমপক্ষে ৫৪। জাকার্তার মসজিদ বিস্ফোরণের ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে ইন্দোনেশিয়া প্রশাসন। তবে এটি নাশকতা নাকি দুর্ঘটনা, তা স্পষ্ট নয়। জাকার্তার পুলিশ প্রধান এডি সুহেরি জানিয়েছেন, আহতদের অধিকাংশ সামান্য চোট পেয়েছেন। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একাধিক আহতের শরীর ঝলসে গিয়েছে। কারও মাথায় চোট লেগেছে। আহতদের মধ্যে পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকরা রয়েছেন। বিস্ফোরণ ঘটলেও মসজিদে বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে পুলিশ প্রধান জানিয়েছেন।

পোপের সঙ্গে বৈঠকে আব্বাস

ভ্যাটিকান সিটি, ৭ নভেম্বর : ভ্যাটিকানে গিয়ে পোপ চতুর্দশ লিওর সঙ্গে বৈঠক করলেন প্যালেস্তিনীয় প্রেসিডেন্ট মেহমুদ আব্বাস। ইজরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত গাজায় খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধপত্র এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের অপ্রতুলতা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। জঙ্গিগোষ্ঠী হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজায় নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পোপের সাহায্য চেয়েছেন আব্বাস। প্যালেস্তাইনের প্রেসিডেন্ট হলেও আব্বাস সরকারের কর্তৃত্ব মূলত ওয়েস্টব্যাংক এলাকায় সীমাবদ্ধ। যার রাজধানী রামাল্লা। গাজায় প্রশাসন পরিচলনা করে হামাস। তাদের সঙ্গেই সংঘর্ষ বিরতিতে গিয়েছে ইজরায়েল। তবে গাজার ওপর হামলা বন্ধ করেনি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সেনাবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে গাজায় শান্তি ফেরাতে প্যালেস্তিনীয় প্রেসিডেন্ট মেহমুদ আব্বাসের ক্যাথলিক খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপের বৈঠক তৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পথকুকুরমুক্ত স্কুল, হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর : কিছুটা সংশোধন করে পথকুকুরদের প্রকাশ্য স্থান থেকে সরানোর নির্দেশ কার্যত বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়া জানিয়েছেন, দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, খেলাধুলোর কমপ্লেক্স, বাস স্ট্যান্ড ও ডিপো এবং রেলওয়ে স্টেশন সহ

সুপ্রিম নির্দেশ

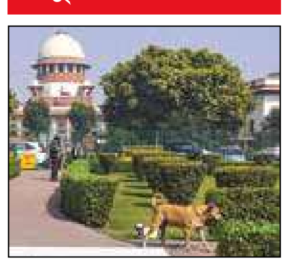

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে পথকুকুর সরিয়ে ফেলতে হবে। বন্ধ্যাত্বকরণ ও টিকাকরণের নিয়ম মেনে তাদের নির্দিষ্ট শেল্টারে রাখতে হবে এবং একবার যে কুকুর যেখানে থেকে ধরা হবে, তাকে আর কোনও অবস্থাতেই সেই জায়গায় ফেরত আনা যাবে না। এই কাজের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট এলাকার পুর কর্তৃপক্ষের হবে।

আদালত আরও বলেছে যে, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, বাস স্ট্যান্ড ও রেলস্টেশনে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে হবে, যিনি পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পাশাপাশি নিশ্চিত করবেন যে কোনও পথকুকুর যেন ওই স্থানে প্রবেশ বা বাস করতে না পারে।

অশালীনতায় সপাটে চড়

তিরুবনন্তপুরম, ৭ নভেম্বর : কেরলে তিরুবনন্তপুরমগামী এক বাসে সহযাত্রীর হাতে শ্লীলতাহানির শিকার হলেন এক মহিলা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যাগের আড়ালে তাঁকে অশালীনভাবে স্পর্শ করছিল। সাহসী তরুণী ঘটনাটি নিজের মোবাইলে ভিডিও করেন এবং সরাসরি লোকটিকে প্রশ্ন করেন, আপনার কি বাড়িতে মা, বোন নেই?" এরপর তিনি সপাটে চড় মারেন লোকটিকে। ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। পরে বাসের কন্ডাক্টর অভিযুক্তকে বাস থেকে নামিয়ে দেন। যদিও মহিলা পুলিশের কাছে কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেননি।

সব মৃত্যুর দায় আমার দাবি শেখ হাসিনার

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বাংলাদেশে জুলাই আন্দোলনের সময় হওয়া প্রতিটি মৃত্যুর দায়ভার তাঁর। যদিও সরকারের প্রধান হিসাবে তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রাণহানি ঠেকানোর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালনার কোনও নির্দেশ সরকারের শীর্ষস্তর থেকে দেওয়া হয়নি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক ই-মেল সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ভারতের একটি অজ্ঞাত স্থান থেকে পাঠানো বার্তায় হাসিনা জানিয়েছেন, গত বছর জুলাই-অগাস্টে কোটা বিরোধী আন্দোলন মোকাবিলায় নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে কিছু ভুল হয়েছিল। বাহিনীর নিম্নস্তরের কিছু সদস্য কঠোরভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছিলেন। তাতে অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে। তবে ইউনূস সরকার আন্দোলনে ১,৪০০ জনের মৃত্যুর যে হিসাব দিচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাসিনা। আওয়ামি লিগ নেত্রীর মতে, আন্দোলনে মৃত্যু সংক্রান্ত যে দাবি করা হচ্ছে তাতে জল মেশানো রয়েছে। মৃতের সংখ্যা বাস্তবের চেয়ে বেশি করে দেখানো হতে পারে। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকারীদের হামলায় নিহত আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মী ও নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যদের নামও জুলাই আন্দোলনকারীদের তালিকায় যোগ করা হয়েছে বলে মনে করছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

হাসিনা বলেন, 'যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের জন্য আমি শোকাহত। দেশ নেত্রী হিসাবে সমস্ত মৃত্যুর দায় আমার। কিন্তু আমি কখনোই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিইনি।' তাঁর যুক্তি, 'আন্দোলন মোকাবিলায় আমাদের কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। বাহিনীর একাংশ যত কঠোরভাবে অবস্থা মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন তা ভুল ছিল।'

২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে ইউনূস সরকার যে নির্বাচনের কথা জানিয়েছে তা আদৌ হবে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। আওয়ামি লিগকে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া না হলে তাঁরা যে নির্বাচন বয়কটের পথে হাঁটবেন ফের সেই কথা বলেছেন হাসিনা। অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকার কীভাবে নির্বাচনে জিতে আসা আওয়ামি লিগ সরকারের বিকল্প হতে পারে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন হাসিনা। তিনি বলেন, 'নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজি আছি। আমরা আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে চাই। কিন্তু এমন একটি প্রশাসনের মাধ্যমে আমাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে যারা নিজেরাই অনির্বাচিত। যাদের স্পষ্টতই গণতন্ত্রের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নেই।'

পাক-আফগান সংঘর্ষ

কাবুল, ৭ নভেম্বর : তুরস্কের ইস্তানবুলে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের মধ্যে তৃতীয় দফার শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছে। শুক্রবার সেই আলোচনা চলাকালীন সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়েছে দু-দেশ। আফগান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লা মেহমুদ অভিযোগ করেন, মুখে শান্তির কথা বললেও সীমান্ত এলাকায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাক সেনা।

তিনি জানান, স্পিন বোল্ডাক এলাকায় আফগান সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় পাকিস্তানের বাহিনী। আচমকা হামলায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

এক্স হ্যান্ডেলে মেহমুদ লিখেছেন, 'শান্তি আলোচনাকে সম্মান জানিয়ে ও অসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাক হামলার জবাবে পালটা হামলা চালায়নি আফগানিস্তানের সেনাবাহিনী।' তবে পাকিস্তানের তরফে ফের হামলা হলে তাঁরাও তৈরি রয়েছেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মেহমুদ।

ব্যাহত বিমান

নিউ ইয়র্ক, ৭ নভেম্বর : শাটডাউনের প্রভাব পড়েছে আমেরিকার উড়ান পরিষেবায়। একের পর এক উড়ান বাতিল হচ্ছে। শুক্রবার দুপুরের মধ্যে নিউ ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস ও শিকাগো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অন্তত ৪০টি উড়ান বাতিল হয়েছে। সারা দিনে দেশের অন্যান্য বিমানবন্দর মিলিয়ে বাতিল হওয়া উড়ানের সংখ্যা ১,৮০০ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যা মোট দৈনিক উড়ানের ১০ শতাংশ।

ফের 'ভোট চুরি'র কথা

পাটনা, ৭ নভেম্বর : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি হরিয়ানায় ভোট চুরি নিয়ে যে অভিযোগ তুলেছেন, তাতে সারা দেশে শোরগোল পড়েছে। হরিয়ানার ধাঁচে বিহারেও ভোট চুরির চেষ্টা চলছে বলে তখনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। এবার সমস্তিপুরের এলজেপি (রামবিলাস) সাংসদ সম্ভাবী চৌধরীর ভোটদানের যে ভিডিও সামনে এসেছে, তাতে ওই অভিযোগের পালে হাওয়া লেগেছে। বৃহস্পতিবার ভোটদানের পর সম্ভাবীর দুই হাতের আঙুলে ভোটের কালি লাগানোর ছবি ভাইরাল হয়েছে। যা দেখে নেটিজেনরা প্রশ্ন তুলছেন, তাহলে সমস্তিপুরের এলজেপি (রামবিলাস) সাংসদ কি দু-বার ভোট দিয়েছেন?

কংগ্রেসের তরফে বৃহস্পতিবার থেকে বারবার দাবি করা হয়েছে, দিল্লির ভোটাররা বিহারে প্রথম দফায় ভোট দিয়েছেন। শুক্রবার রাহুল গান্ধি বাঁকার একটি নির্বাচনি প্রচারে বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি, গতকাল বিজেপি নেতারা যাঁরা দিল্লিতে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা বিহারেও ভোট দিয়েছেন। বিজেপি মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানায় ভোট চুরি করেছে। বিহারেও তার চেষ্টা করছে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য এই অভিযোগ মানতে চাননি। উলটে প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়ায়

সাংসদের দুই হাতে ভোটের কালি। ছবি ঘিরে বিতর্ক।

এনডিএ ফের পাটনার মসনদ দখল করতে চলেছে বলে দাবি করেন তিনি। ঔরঙ্গাবাদের একটি জনসভায় এদিন তিনি বলেন, 'বিহারের মানুষজন কাট্টা সরকার চান না। রেকর্ড ভোট পড়া নিয়ে মোদি বলেন, গতকাল বিহারের মানুষজন সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। অতীতে এত মাত্রায় ভোট পড়েনি বিহারে। সমস্ত কৃতিত্ব মা-বোনেদের। তাঁরা নরেন্দ্র-নীতীশের ওপর যে আস্থা রাখছেন, এই বিপুল ভোটদান তার প্রমাণ।'

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

নিউ ইয়র্ক, ৭ নভেম্বর : সিরিয়ার ওপর জারি করা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পথে এককদম এগোল রাষ্ট্রসংঘ। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এই ইস্যুতে যে ভোটাভুটি হয়েছে তাতে ১৫টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪টি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ভোটদানে বিরত ছিল চিন। ১৪ বছর গৃহযুদ্ধের পর গত ডিসেম্বরে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস দখল করেছিল বিদ্রোহী জোট এইচটিএস ও জইশ আল ইজ্জরের যৌথবাহিনী। রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন সিরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদ। দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিদ্রোহী নেতা আল-শারা। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তিনি। তারপর সিরিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ইঙ্গিত দেন ট্রাম্প।

এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সান্ত্বনা বাবাকে

পাইলটকে কেউ দোষী ভাবে না

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর : আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়া বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত নিয়ে নিহত পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়ালের বাবার করা আবেদনের ভিত্তিতে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট এক সহানুভূতিশীল এবং তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, 'এই দুর্ঘটনার জন্য পাইলটের কোনও ভুল ছিল, এমনটা ভারতের কেউই বিশ্বাস করেন না।'

বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ ক্যাপ্টেন সুমিতের ৮৮ বছর বয়সি বাবা পুষ্করাজ সাভারওয়ালের আবেদন শুনছিল। পুষ্করাজ এবং 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস' এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্য বিচারবিভাগীয় নজরদারিতে একটি নতুন প্যানেল গঠনের দাবি জানিয়েছে।

আদালত পুষ্করাজের উদ্দেশে বলেন, 'এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তবে আপনি (পুষ্করাজ) নিজের ওপর এই মর্মবেদনার বোঝা চাপাবেন না যে, আপনার ছেলেকে দোষ দেওয়া হচ্ছে। কেউই তাঁকে (পাইলটকে) কোনও কিছুর জন্য দোষ দিতে পারে না। ভারতে কেউ বিশ্বাস করে না যে এটি পাইলটের ভুল।'

পিটিশনে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে কেবলমাত্র প্রয়াত পাইলটদের দিকেই নজর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিমানটির বৈদ্যুতিক বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির দিকগুলি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। গত জুনের ওই দুর্ঘটনায় ২৬০ জনের মৃত্যু হয়।

আদালত এই মামলায় কেন্দ্র, ডিজিসিএ এবং অন্যদের কাছে নোটিশ জারি করেছে। আদালত আরও বলেছে, প্রাথমিক প্রতিবেদনেও পাইলটের বিরুদ্ধে কোনও ইঙ্গিত নেই। এই মন্তব্য পাইলটের পরিবার ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে স্বস্তি এনে দিয়েছে।

বিশ্বকাপজয়ী হরমনদের প্যাশন যখন ফ্যাশন

‘নাম্বার ওয়ান’। নিজেরাই অর্জন করেছেন এই তকমা। ছিনিয়ে নিয়েছেন বিশ্বখেতাব। এই জয় শুধু এক ট্রফি নয়, লক্ষ-কোটি নারীর অনুপ্রেরণা। ক্রিকেট মাঠে দাপুটেপনার পাশাপাশি ফ্যাশনে-ভূষণে, মার্জার সরণিতেও তাঁরা নাম্বার ওয়ান।

স্মৃতি মান্ধানা

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে সৌন্দর্য ও শালীনতার প্রতীক স্মৃতি মান্ধানা। তাঁর ব্যাটিং যেমন কাব্যময়, তেমনই তাঁর ফ্যাশন বেছে নেওয়ার ভঙ্গিতেও আছে এক অনন্য রুচি। কখনও সাধারণ কুর্তা ও স্নিকার্সে, আবার কখনও ফুলেল শাড়ি বা প্যাস্টেল শারারা—স্মৃতির পোশাক সবসময় আরামদায়ক অথচ মার্জিত।

অতিরিক্ত সাজগোজ নয়—সহজ কিন্তু পরিপাটি, এটাই তাঁর স্টাইল মন্ত্র। ক্যাজুয়াল কো-অর্ড সেট থেকে ডেনিম বা ক্লিন সিলুয়েট—সবেতেই তিনি এনে দেন স্বাভাবিক সৌন্দর্য। তাঁর মূল বার্তা একটাই—‘সহজ থাকো, স্বাচ্ছন্দ্য বেছে নাও, নিজের উপস্থিতি নিজেই কথা বলবে।’

হরমনপ্রীত কাউর

অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর যেমন মাঠে দৃঢ়, তেমনই পোশাকে শালীন ও আত্মবিশ্বাসী। তাঁর ওয়ারড্রোব ভরপুর টেইলার্ড ব্লেজার, স্মার্ট প্যান্টস্যুট এবং মাটিরঙের সুন্দর কুর্তায়।

তিনি নাটকীয়তা নয়, বরং নীরব শক্তির প্রকাশে বিশ্বাসী। লিনেন, হ্যান্ডলুম সিল্কের পোশাকে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার নিখুঁত মেলবন্ধন ঘটান। নেতৃত্বের মতোই তাঁর স্টাইলও নির্ভরযোগ্য ও প্রভাবশালী। হরমন ট্রেন্ড অনুসরণ করেন না, নিজেই ট্রেন্ড তৈরি করেন।

যাস্তিকা ভাটিয়া

নতুন প্রজন্মের মধ্যে যাস্তিকা ভাটিয়া সত্যিই জারা হটকে। আলাদা নজর কাড়েন তাঁর মিনিমালিস্ট ফ্যাশন সেন্সে। একরঙা পোশাক, সাদা শার্ট, প্যাস্টেল কুর্তা—সবই তাঁর পরিচ্ছন্ন, নিঃশব্দ সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। অতিরিক্ত গয়না বা উজ্জ্বল রঙের বদলে তিনি বেছে নেন সরলতা। আজকের অতিরিক্ত গ্ল্যামারকেন্দ্রিক দুনিয়ায় তাঁর এই পরিমিত রুচি প্রশান্তি আনে।

জেমিমা রডরিগেজ

যেখানে স্মৃতি শান্ত, জেমিমা রডরিগেজ সেখানে ঝলমলে। দলের সবচেয়ে আনন্দী মেয়ে। ফ্যাশনপ্রেমী এই ক্রিকেটার জানেন কীভাবে ট্রেন্ড ও স্বাচ্ছন্দ্য একসঙ্গে বাঁচাতে হয়। রঙিন জ্যাকেট, প্রিন্টেড টি-শার্ট, স্টাইলিশ স্নিকার্স বা স্ট্রিটওয়্যার—সবই তাঁর ফ্যাশনের অংশ। ডেনিম-অন-ডেনিম হোক বা কুর্তা, সঙ্গে স্নিকার্স। জেমিমা নিজের পোশাকে নিয়ে এসেছেন তরুণ প্রজন্মের স্পন্দন। শুধু ক্যামেরার সামনে নয়, আটপৌরে সময়েও তিনি সহজ, সাবলীল। এটাই তাঁর সেরা আকর্ষণ।

তেজল হাসাবনিস

তেজল হাসাবনিস যেমন মাঠে নির্ভরযোগ্য, তেমনই তাঁর ফ্যাশনও ব্যালান্সড ও আত্মবিশ্বাসী। তিনি ক্লাসিক কুর্তা, সাদা শার্ট বা স্পোর্টি পোশাকে স্বাভাবিকভাবে সুন্দর দেখান। তাঁর স্টাইলের মূল কথা—শক্তি ও সৌন্দর্যের একসঙ্গে উপস্থিতি।

হারলিন দিওল

স্পোর্টস ও গ্ল্যামারের নিখুঁত সংমিশ্রণ হারলিন দিওল। মাঠে যেমন তাঁর ক্যাচ কিংবদন্তি, তেমনই অফ-ফিল্ডে তাঁর স্টাইলও ঝলমলে। বোল্ড পোশাক, স্মার্ট পোনি-টেল, অ্যাথলেশার সেট কিংবা চিক স্ট্রিটওয়্যার—সবেতেই তিনি প্রাণবন্ত। একদিন স্পোর্টি, পরের দিন ঐতিহ্যবাহী—তাঁর এই বদল অনায়াস।

হারলিনের আত্মবিশ্বাসই তাঁর সেরা সাজ। তিনি এমন এক আধুনিক ভারতীয় নারী যিনি নারীত্বকে উদযাপন করেন, শক্তি হারান না।

স্নেহ রানা

অলরাউন্ডার স্নেহ রানা। পোশাকে তাঁর আত্মবিশ্বাস ও সরলতার প্রকাশ। হালকা রং, পরিষ্কার কাট, আরামদায়ক ফ্যাব্রিক—এই তাঁর পরিচয়। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা যায় ঐতিহ্যবাহী পোশাকে, যা তাঁর সংযত ব্যক্তিত্বকে আরও ফুটিয়ে তোলে।

শ্রেয়াঙ্কা পাতিল

নতুন প্রজন্মের উজ্জ্বল তারা শ্রেয়াঙ্কা পাতিল। এই উদীয়মান তারা মাত্র ২৩ বছর বয়সেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন তাঁর পারফরমেন্স ও ফ্যাশন দিয়ে। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ৪.২ মিলিয়ন! স্মার্ট জেন জেড পোশাকে ফুটে ওঠে তাঁর আত্মবিশ্বাস। পরিশীলিত ও আরামদায়ক গ্ল্যামারের নিখুঁত মিশেল শ্রেয়াঙ্কা।

রেণুকা সিং ঠাকুর

রেণুকা সিং ঠাকুরের স্টাইল ঠিক তাঁর বোলিংয়ের মতো। নির্ভুল অথচ মার্জিত। অফ-ফিল্ডে তিনি বেছে নেন স্পোর্টি ক্যাজুয়াল যেমন ধরুন ডেনিম, টি-শার্ট, আরামদায়ক পোশাক ইত্যাদি। তবে উৎসব বা ইভেন্টে তাঁকে দেখা যায় শাড়ি বা কুর্তা সেটে, সহজ অথচ মনকাড়া।

নজরে খন

সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জ মঞ্চ একুশের ২৭৩তম অধিবেশনে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 'লোকনাট্য 'খন' পালাগানের বৈশিষ্ট্য : প্রসঙ্গ অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা' উপস্থাপিত করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খন গবেষক সুদেব সরকার। রাহি মোদকের গান দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। প্রথম পর্বে আবৃত্তি পরিবেশন করেন রিভু মোদক, রিতা সিং, ঋতজা ভট্টাচার্য, জীবন মুন্সি, শিবানী গুহ, সংগ্রামী ভট্টাচার্য। সংগীত পরিবেশন করেন দিশিতা প্রামাণিক, ডঃ মমতা কুণ্ডু, স্বপ্না বণিক, মহুয়া আইচ ও অদিতি ভদ্র। পরে সুদেব সরকার তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার খন পালার নানা অজানা দিক নিয়ে আলোকপাত করেন তিনি। পঠিত প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে শান্তি সরকার, সংগ্রামী ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণ মণ্ডল, ডঃ পবিত্র বর্মন, ডঃ মমতা কুণ্ডু, পৌলোমী মুখোপাধ্যায় ও দুলাল ভদ্র আলোচনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদক দুলাল ভদ্র। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভূতিভূষণ মণ্ডল।

–সুকুমার বাড়ই

ঋত্বিক স্মরণ

রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের সিনে ক্লাবের উদ্যোগে এবং মহাবিদ্যালয়ের আইকিউএসি'র সহযোগিতায় কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর অমর সৃষ্টি 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রটি সম্প্রতি প্রদর্শিত হল। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ চন্দন রায়, আইকিউএসি'র কোঅর্ডিনেটর নীলিমা মোক্তান সহ অন্যরা। অধ্যক্ষ তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত তথ্যবহুল ভাষণে ঋত্বিক জীবন ও তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডকে খুব সুন্দরভাবে সবার সামনে তুলে ধরেন। ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক টিঙ্কু দাস এবং একই বিভাগের অধ্যাপক অনুরাধা পাল 'মেঘে ঢাকা তারা'র বিভিন্ন অংশের বিশদ বিশ্লেষণ করেন। শেষ পর্বে টিঙ্কু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সকলের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

– দীপঙ্কর মিত্র

শারদ সংখ্যা

সম্প্রতি 'এক পশলা বৃষ্টি' পত্রিকার শারদ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান হল আলিপুরদুয়ারে। এবার ২৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে পত্রিকাটি। পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নিখিলেশ রায়। সেইসঙ্গে, জীবনকৃতি সম্মান অধ্যাপক অর্ণব সেন এবং সম্মান প্রদান করা হয় সাহিত্যিক শুভময় সরকারকে। গুচ্ছ কবিতা পাঠ করেন পাপড়ি গুহনিয়োগী। তরুণ কবিদের কবিতা পাঠের আসরও ছিল। আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন অমিতকুমার দে, সুমন গোস্বামী, গৌতম গুহ রায়, অঞ্জনা দে ভৌমিক, ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস প্রমুখ বলে পত্রিকার সম্পাদক অম্বরীশ ঘোষ জানান। বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করেন পরিমল দে, অনির্বাণ নাগ, জয়দীপ সরকার, মাধবী দাস প্রমুখ।

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

প্রথম বই

জলপাইগুড়ির তরুণ কবি অনুভব দে'র প্রথম কবিতার বই 'পরিযায়ী ডাকনাম' সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল। ৬৪টি কবিতা সংবলিত এই বইটির মোড়ক উন্মোচন করে প্রকাশ করেন অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয় দে, প্রদোষ চৌধুরী প্রমুখ। বই প্রকাশের পাশাপাশি কবির ভাবনা সহ বই নিয়ে আলোচনা করেন তপেশ দাশগুপ্ত, সৌগত ভট্টাচার্য, সুশান্ত নিয়োগী সহ অন্যরা। প্রয়াত কবি প্রবীর রায় ছাড়াও বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে তিন কবিবন্ধু অভিশ্রুতি রায়, দেবারতি চক্রবর্তী ও শাশ্বত ভট্টাচার্যকে।

–অনসূয়া চৌধুরী

রায়গঞ্জে দীপালি উৎসবে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান।

মজার ছলে সচেতনতা

রায়গঞ্জের বিভিন্ন স্থানে কালীপুজো ঘিরে আয়োজিত হয় দীপালি উৎসব। উদয়পুর দীপালি উৎসবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠানের পাশাপাশি স্থানীয় কবি- সাহিত্যিকদের নিয়ে সাহিত্য আসর বসে, ভাইফোঁটায় মূক ও বধির বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। এবারে উদয়পুর গার্লস হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে দীপালি উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে পরিবেশিত হয় মালদার গম্ভীরা।

উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় মালদা থেকে তরঙ্গ গম্ভীরা দলের গানের মধ্য দিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদেরকে সমাজ সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। বিপদভঞ্জন গোস্বামী, অনিল মজুমদাররা গম্ভীরা গানের মধ্য দিয়ে স্থানীয় মানুষের দাবিদাওয়া তুলে ধরেন 'নানা' অর্থাৎ শিবের কাছে। বাল্যবিবাহ রোধ, কুলিক বাঁচানোর আর্জি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব বৃদ্ধি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ট্রাফিক সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো হাসি-মশকরা, গান-নাচের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন। ৫৩তম বর্ষ উদয়পুর দীপালি উৎসবের সমন্বয়ক আশিস করের বক্তব্য, 'বাংলার লোকজ সংস্কৃতির অন্যতম আঙ্গিক মালদার গম্ভীরা। আমরা এই গানের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক সময়ের নানা সমস্যার কথা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবার প্রয়াস নিয়েছি।'

–সুকুমার বাড়ই

সফল এষা

শিলিগুড়ির অনুসৃজন স্কুল অফ ওডিশি ডান্সের কর্ণধার এষা মুখোপাধ্যায় ক'দিন আগে ওডিশি নৃত্য বিভাগে তামিলনাড়ুর মর্যাদাপূর্ণ বৃন্দ্রাণী অ্যাওয়ার্ড পেয়ে সকলের নজর কেড়েছেন। সম্প্রতি চেন্নাইয়ের এগমোর মিউজিয়াম থিয়েটারে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন শংকরদেব প্রবর্তিত অসমের সত্রীয়া নৃত্যের স্বনামখ্যাত শিল্পী কাকলি বেজবরুয়া এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কুচিপুরি ও ভরতনাট্যমশিল্পী সুন্দর রমা কৌন্ডিণ্য শ্রীবৎসম।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের আটটি বিভাগে উনিশ হাজার মনোনয়নের মধ্যে ২২ জন এই সম্মানের জন্য চূড়ান্ত পর্বে নির্বাচিত হন। এষা উত্তরবঙ্গের প্রথম নৃত্যশিল্পী যিনি এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর এই সাম্প্রতিক সাফল্যে শিলিগুড়িতে নৃত্যের সঙ্গে জড়িত শিল্পীরা সকলেই খুশি। এষা এখন ভুবনেশ্বরে গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র ওডিশি নৃত্যবাসায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। গুরু রতিকান্ত মহাপাত্র ও শ্রীমতী রাজশ্রী প্রহরাজের কাছে তাঁর তালিম চলছে।

তিনি কথক নৃত্যেরও একজন প্রশিক্ষিত শিল্পী। এর আগে ২০২১ সালে কথক নৃত্যে সর্বাধিক সময় ধরে ফুটওয়ার্ক করার জন্য একটি রেকর্ড বুকে নাম তুলেছেন। এইসব রেকর্ড ছাড়াও ওডিশি নৃত্যে অজস্র পুরস্কার এবং খেতাব রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

- ছন্দা দে মাহাতো

থানা থেকে সটান মঞ্চে

পকেটে রিভলভার, মেজাজটাও জাঁদরেল অফিসারের মতো। একপলকে অবশ্য দেখে বোঝার উপায় নেই এই অভিনেতা আসলে থানার আইসি। একাধারে আইসি আরেকদিকে মঞ্চে ডিটেকটিভ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসিত হলেন কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা ও সহ একাধিক অফিসার, কনেস্টবল থেকে সিভিক ভলান্টিয়াররা। দীপাবলি উৎসবে কালীপুজোর পরে দীর্ঘদিন ধরে কুশমণ্ডি থানাপাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষ ছাপ ফেলে আসছে। এবছর তার অন্যথা হয়নি। নাট্য অ্যাকাডেমির সদস্য সুরজিৎ ঘোষের লেখা ও নির্দেশনায় কুশমণ্ডি হাইস্কুল মঞ্চে উপস্থাপিত হল নাটক '৮ ডিসেম্বর'। একটি ইংরেজি গল্পের অনুবাদ করে নাট্যরূপ দিয়েছেন সুরজিৎ ঘোষ। যাট ছুঁইছুঁই বয়সি সুদখোরের খুনিকে চিহ্নিত করতে মুম্বই থেকে আনা ডিটেকটিভ, পুলিশের ছোট ছোট ছেড়ে আসা পয়েন্ট থেকে ইনভেস্টিগেশনে নতুন মোড় আনেন। সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার হন নিরীহ প্রতিবেশী শৌর্য শিখর। খুনির ফেলে যাওয়া তথ্য নিয়ে তদন্তে উঠে আসে নতুন গল্প। সুদখোরের স্ত্রী হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন অবৈধ প্রেমে। ডিটেকটিভের পর্যবেক্ষণে পরিষ্কার হয়ে যায় আসল খুনি কে।

ডিটেকটিভের ভূমিকায় আইসি তরুণ সাহা, বিচারকের ভূমিকায় সাব-ইনস্পেকটর ভগবানচন্দ্র রায়, আইনজীবী খাসনবিশের ভূমিকায় সাব-ইনস্পেকটর প্রীতম সিং, আইসি'র ভূমিকায় এএসআই মুকেশ মিয়াঁ, লোহা ব্যবসায়ী বিশু পোদ্দারের ভূমিকায় এএসআই মকসেদ আলির অভিনয় অনেকদিন মানুষ মনে রাখবে। এছাড়াও সুরঙ্গনা চরিত্রে সিভিক ভলান্টিয়ার সুনীতা সরকার প্রথমবার মঞ্চে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ডক্টর বিশ্বাস চরিত্রে সাব-ইনস্পেকটর প্রদীপ্ত দাস, বিনা অপরাধে বন্দি শৌর্য শিখরের চরিত্রে এএসআই কামরুজ্জামান, রেশমি চরিত্রে লেডি কনেস্টবল ফুলরেণু সরকার, দ্বিতীয় আইনজীবী এএসআই স্বরবিন্দু সরকারের মঞ্চ ব্যবহার দেখে দর্শকদের মনে হয়নি অভিনেতারা ১০ দিনের মহড়ায় প্রথমবার মঞ্চে অভিনয় করছেন। ১ ঘণ্টা ২৬ মিনিট নাটক দেখে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। নাটকের আলো কমল বসাক ও সংগীত সৌমেন পালের।

'৮ ডিসেম্বর' নাটকের একটি দৃশ্য।

– সৌরভ রায়

লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা।। *উত্তর দিনাজপুর জেলা সর্বশিক্ষা মিশনের উদ্যোগে রায়গঞ্জ ব্লকের স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল। দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় সাতটি স্কুলের ছাত্রীরা অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠ, দ্বিতীয় মালঞ্চা হাইস্কুল এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে রামপুর ইন্দিরা উচ্চ বিদ্যাপীঠ। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নাসরিন পারভিন, সর্বশিক্ষা মিশনের আধিকারিক অনুপম দাস, কপিল ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ১১ নভেম্বর দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠে জেলা স্তর প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে।*

– দীপঙ্কর মিত্র

ফিরে এল পুজোর নাটক

পুজোয় একসময় বাঙালির সংস্কৃতির রমরমা ছিল। পুজোর গান, পুজোর সাহিত্য, পুজোর সিনেমা, পুজোকে ঘিরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল অবধারিত। আর পুজোয় থিয়েটার নিয়েও খুব হইচই হত। কিন্তু অতীতের সেই গরিমা আর নেই।

কিন্তু আকাঙ্ক্ষার তো মৃত্যু হয় না। তাই পূর্বের গরিমা না থাকলেও পুজোর সাহিত্য কিছু প্রকাশিত হয়, পুজোর গান আর কোথায়? এখন আর পুজোর থিয়েটার বলে কিছু হয় না। কলকাতায় আকাদেমি মঞ্চে বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কোনও দল অভিনয় করে।

শিলিগুড়িতে এর আগে উত্তাল বেশ কয়েকটি পুজো কমিটির সহায়তায় পুজোর মধ্যে কয়েকটি নাটক দু'দিন ধরে প্রদর্শন করেছিল। মানুষের উৎসাহও বেশ ভালোই ছিল। গত কয়েক বছর ধরে উত্তাল নাগানন্দিনী হিমালয় কন্যা (২য় পর্যায়) আবাসিকদের উদ্যোগে পুজোর মধ্যে নাটক পরিবেশন করে চলেছে। এ বছরেও আবাসনের পুজোয় দুটো নাটকের অভিনয় হয়। প্রথমটি পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ে সায়ন্তন পালের লেখা নাটক 'চায়ের সঙ্গে চাই'। অভিনয়ে ছিলেন এষা বণিক, দুর্গাশ্রী মিত্র, শুভম চক্রবর্তী এবং শ্যাম ভট্টাচার্য।

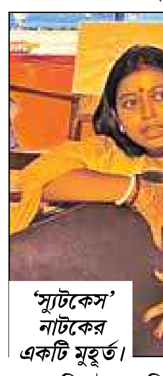

'স্যুটকেস' নাটকের একটি মুহূর্ত।

পরের নাটক ছিল বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষে তাঁর লেখা নাটক 'স্যুটকেস'। পলক চক্রবর্তীর নির্দেশনায় বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই নাটকে অভিনয় করেন স্বরূপ দে, দিয়া দত্ত, দুর্গাশ্রী মিত্র এবং রাজ দে। পুজোর আবহে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে নাটকগুলি এক ভিন্ন ভালোলাগার রেশ ছড়িয়ে দেয়।

- ছন্দা দে মাহাতো

আদর্শ শিক্ষক

শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি এখনও চর্চায়। তবে সংখ্যায় কম হলেও এখনও সমাজে আদর্শবান শিক্ষক আছেন। তেমনি এক শিক্ষকের ভূমিকা তুলে ধরা হল ফালাকাটার শিশাগোড়ের পথের পরিচয় সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে। নাচ, গান, আবৃত্তির পাশাপাশি সবার নজর কাড়ে পলাশবাড়ির ভাবনা নাট্যম পরিবেশিত নাটক 'আঁধি'। মুক্তমঞ্চে নাটকটি পরিবেশিত হয়। দুলেন্দ্র ভৌমিকের কাহিনী অবলম্বনে রতনকুমার চৌধুরীর নির্দেশনায় 'আঁধি' নাটক দেখতে দর্শকদের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। অভিনয় করেন ১২ জন অভিনেতা, অভিনেত্রী।

শিক্ষকের পুত্র স্নাতক উত্তীর্ণ। নিজেকে জড়িয়ে ফেলে রাজনীতিতে। আর রাজনৈতিক দলের মদতেই শুরু হয় তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা। বড় বড় নেতাদের প্রিয়পাত্র হওয়ায় কোনওকিছুতেই তার ভয়ডর নেই। এভাবে তার নোংরামি জঘন্য জায়গায় পৌঁছায়। ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে। কিন্তু নিষ্ঠাবান বাবা সন্তানের এরকম নোংরামি সহ্য করতে পারেন না। তাই প্রতিবাদ করেন। এতে নিজের পরিবারেই নেমে আসে অশান্তি। মাস্টারমশাইকে তখন রাজনৈতিক দলের রোষানলেও পড়তে হয়। তা সত্ত্বেও মাস্টারমশাই আদর্শচ্যুত হননি। তিনি সেই নির্যাতিতার পক্ষেই দাঁড়ান।

–সুভাষ বর্মন

সংগীত মহোৎসব

ইসলামপুরের সুর সংগীত মহাবিদ্যালয়ের আয়োজনে 'শারদ সঙ্গীত মহোৎসব' অনুষ্ঠান সবাইকে মুগ্ধ করল। উদ্বোধনী পর্বে ছিল মিতুসি সরকারের নির্দেশনায় ইমন রাগে সমবেত উদ্বোধনী সংগীত। তবলায় কিরণময় সাঁতরার সঙ্গে বৃষ্টি চক্রবর্তীর খাম্বাজ রাগে ভায়োলিনের মূর্ছনা সবাইকে সুরসাগরে ভাসাল। জ্যোতির্ময় সরকারের তবলার সঙ্গে ভূপালি রাগে নির্মাল্য সরকার দর্শকের কাছে তুলে দিলেন এক নান্দনিক সুরেলা উপহার।

অদ্রিজা বর্মনের খাম্বাজ রাগেও মাতেন দর্শকরা। তবলায় ছিলেন শম্ভু দত্ত। সহযোগিতায় সঞ্চিতা বর্মন। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর ছাত্রী ঈসা চক্রবর্তীর ইমন রাগ যেন হেমন্তের সন্ধ্যায় অন্য আবহ তৈরি করে। তবলায় তাঁকে সংগত করেন দীপায়ন দাস। তবলায় গুরুশিষ্যপরম্পরায় মাত করে দিলেন জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরের তবলাবাদক সৌমেন সরকার ও তাঁর ছাত্র দীপায়ন সরকার। সংগতে ছিলেন শুভাশিস ভট্টাচার্য। শেষ পর্বটি মাতিয়ে দেন কলকাতার নৃত্যশিল্পী হিন্দোলী নিয়োগী। মনোনীতা চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় গোটা অনুষ্ঠান অন্য মাত্রা পেয়েছিল।

–সুরমা রানি

বর্ণময় সম্মেলন

কিছুদিন আগে সর্বভারতীয় সংস্থা নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ২৬তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রায়গঞ্জের বিধান মঞ্চে। গোটা রাজ্যের সংস্থার বিভিন্ন শাখা থেকে এসেছিলেন প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি। রায়গঞ্জ শাখার পরিচালনায় উপস্থাপিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিনের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল নৃত্য-গীতি আলেখ্য 'শাপমোচন'।

সম্প্রীতি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধনী পর্বের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি চলে প্রীতি প্রসার শাখার কবিতা পাঠের আসর। তৃতীয় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় শতবর্ষের আলোকে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। সন্ধ্যায় চলে বিভিন্ন শাখা সমূহের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। চতুর্থ অধিবেশনের আলোচনাচক্রের মূল বিষয় ছিল সমাজ চেতনায় বিদ্যাসাগর। পঞ্চম অধিবেশনের বিষয় 'সামাজিক মূল্যবোধ এবং সাংবাদিকতা'। ষষ্ঠ অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল লোকসংগীত ও লোকসংস্কৃতি। সপ্তম অধিবেশনে বিষয় ছিল প্রবাসে বাংলা ভাষা সংকটে অতুলপ্রসাদ। সন্ধ্যায় শাখা সমূহের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জমে ওঠে। তাঁরা এভাবেই তাঁদের সমস্ত কর্মসূচি চালিয়ে যেতে চান বলে আয়োজক সংস্থার রাজ্য সভাপতি ডঃ রামপ্রসাদ বিশ্বাস জানান।

–সুকুমার বাড়ই

উৎসবমুখর

সম্প্রতি পতিরামে সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক চেতনার ধারাবাহিকতায় এক অনন্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল 'পতিভাষ' সাহিত্য পত্রিকার উৎসব সংখ্যা (নবম সংখ্যা)। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন রাজশ্রী মালাকার। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সমৃদ্ধি মণ্ডল, সুরশ্রী সরকার, রাতুল মুন্সী ও জিতশ্রী প্রামাণিক। কবি ছবি বর্মন স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের মন জয় করেন। বক্তব্য রাখেন সোহেল ইসলাম, দেবজিৎ চৌধুরী, নার্গিস বেগম, সৌরভ চট্টোপাধ্যায় সহ অনেকে। উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ গোস্বামী, রানা সরকার, রঞ্জিত মালাকার, জলি মুন্সী, প্রীতি শীল, পূবালি সরকার, নিবেদিতা সাহা, শংকর সাহা, চুমকি মণ্ডল, সুধা বিশ্বাস ও স্মৃতি বিশ্বাস, রাজু মালাকার প্রমুখ। সহ সম্পাদক কবি সোহেল ইসলাম বলেন, 'এটি এখানকার একমাত্র সাহিত্য পত্রিকা। এলাকার সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

– বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

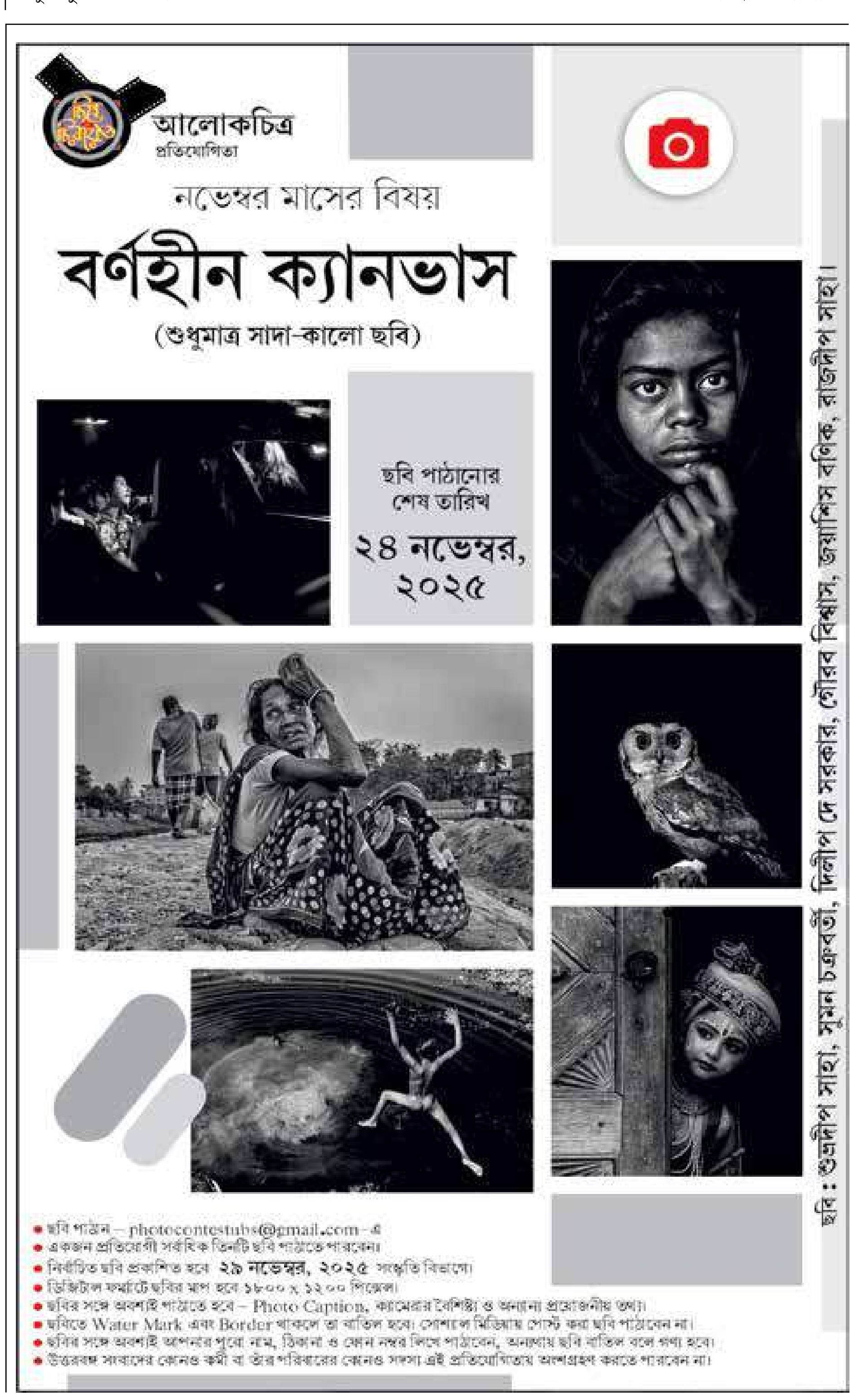

বইটই

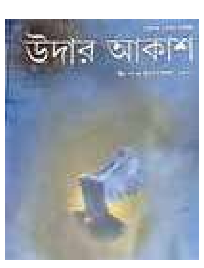

মুঠোয় আকাশ

নাটক, ভ্রমণকথা, সিনেমা, গল্প, প্রবন্ধ...মন ভালো করা ঝাঁপি নিয়ে হাজির উদার আকাশ-এর ইদ-শারদ উৎসব সংখ্যা। অশোক মজুমদারের লেখা 'শতায়ু রক্তকরবী সমকালীনতায় চিরকালীন' খুবই তথ্যবহুল। ডঃ রতন ভট্টাচার্যের লেখা 'বিজয়ার সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি 'দ্য গ্রেট রে'' লেখাটি পড়লে পাঠক নতুন অনেককিছুই জানতে পারবেন। সাংবাদিকতার জীবন নিয়ে জয়ন্ত ঘোষালের লেখাটি একদম অন্য স্বাদের। ইলিশ মাছ ও রাজনীতিবিদদের নিয়ে লেখা সুমন ভট্টাচার্যের লেখাটির বিষয়ে আলাদাভাবে উল্লেখ করতেই হয়। ইরানের কবি ফোরুগ ফারুখজাদকে নিয়ে আবু রাইহানের লেখাটিও বেশ। সবমিলিয়ে অনন্য এক সংকলন।

স্থাননাম বিশেষ

নানা বিষয়কে পাঠকদরবারে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত এক পশলা বৃষ্টি বরাবরই অন্যরকম। এবারে তাদের নিবেদন আলিপুরদুয়ার স্থাননাম বিশেষ সংখ্যা। আলিপুরদুয়ারের নানা জায়গার নামকরণের বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য সহ কলম ধরেছেন প্রমোদ নাথ, ডঃ জয়দীপ সিং, বিবেকানন্দ বসাক, ভাস্কর শর্মা, পরিমল দে, শীলা সরকারের মতো অনেকেই। স্বমহিমায় পাঠকদের সামনে ধরা দিয়েছে কামাখ্যাগুড়ি থেকে শামুকতলা, ভাটিবাড়ি থেকে কালচিনির মতো আলিপুরদুয়ারের নানা প্রান্ত। সম্পাদক অম্বরীশ ঘোষের কথায়, 'আলিপুরদুয়ার ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখানকার নানা জায়গার নামের উৎপত্তি যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।'

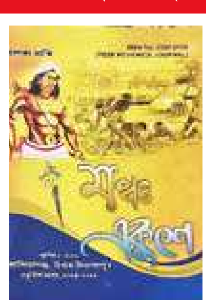

তিলকার জন্য

তিলকা মাঝিকে ভারতে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের প্রথম শহিদ ধরা হয়। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই মঞ্চ একুশে-এর চতুর্বিংশ সংখ্যাটি নিবেদন করা হয়েছে। তিলকাকে নিয়ে কলম ধরেছেন ডঃ বাবুলাল বালা। পত্রিকার এই সংখ্যায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে। আয়ুর্বেদোত্তর হিন্দু চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভারত প্রেমিক রোমা রোঁলো, শিক্ষার একাল ও সেকাল সেগুলির অন্যতম। ডোমনি গান নিয়ে তুষার কান্তি মণ্ডলের লেখাটি বেশ তথ্যবহুল। কী কারণে প্লাস্টিক দূষণ থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত তা খুব সুন্দরভাবে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন পত্রিকার সম্পাদক দুলালচন্দ্র ভদ্র।

স্বমহিমায় হাজির

গঙ্গারামপুর সংবাদ-এর শারদ সংখ্যাকে ঘিরে বরাবরই পাঠকদের আলাদা এক অপেক্ষা থাকে। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে পত্রিকার এবারের শারদ সংখ্যা ইতিমধ্যেই পাঠকদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। উপন্যাস, বিশেষ রচনা, নাটক, পুরাণ কথা, ছোটগল্প, কবিতায় ঠাসা। সবুজ বিপ্লব নিয়ে তুহিনশুভ্র মণ্ডলের লেখা 'এসো হয়ে উঠি সবুজ মিত্র' লেখাটি বেশ। এই পত্রিকাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে প্রকাশিত হয়। সেখানকার শিল্প নিয়ে সুন্দর লেখা লিখেছেন জয়ন্ত আচার্য। বিধান চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু সরকারদের লেখা অণুগল্পগুলি পড়তে বেশ। টুকরো নানা ছবিতে সংখ্যাটি প্রাণবন্ত। শুভ্রদ্বীপ চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদটি সুন্দর।

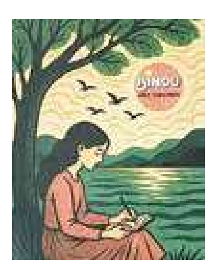

অন্য আঙ্গিকে

'ধড়কন কে ধড়ক তেজ হ্যায় বহত আজ/শাসে হ্যায় মধ্যম/ বরসাত কী মেহফিল ভিগ রাহা হ্যায় জিসম আজ/ইয়াদো কী কিতাব ঘুলতে বুঝতে হ্যায় হর দম।' জলি তরফদারের লেখা 'ধড়ক' এর অংশ। সবমিলিয়ে ৬১ শায়েরির এক অনবদ্য সংকলন জলির বিন্দু। কবি উত্তর দিনাজপুরের দাসপাড়ার বাসিন্দা। কবিতার প্রতি টান এতটাই যে সেই টানে কলেজের পড়াশোনা মাঝপথেই ছেড়ে দেন। কবিতা অবশ্য জলিকে অনেক কিছুই দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি আন্দামান, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ ও আমেরিকার পত্রিকায় তাঁর নানা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই সংকলনের জলির সমস্ত সৃষ্টি ইংরেজি হরফে লেখা। সবার বোঝার জন্য।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের নেপথ্যে

বড় মাথার সেরা মানুষ

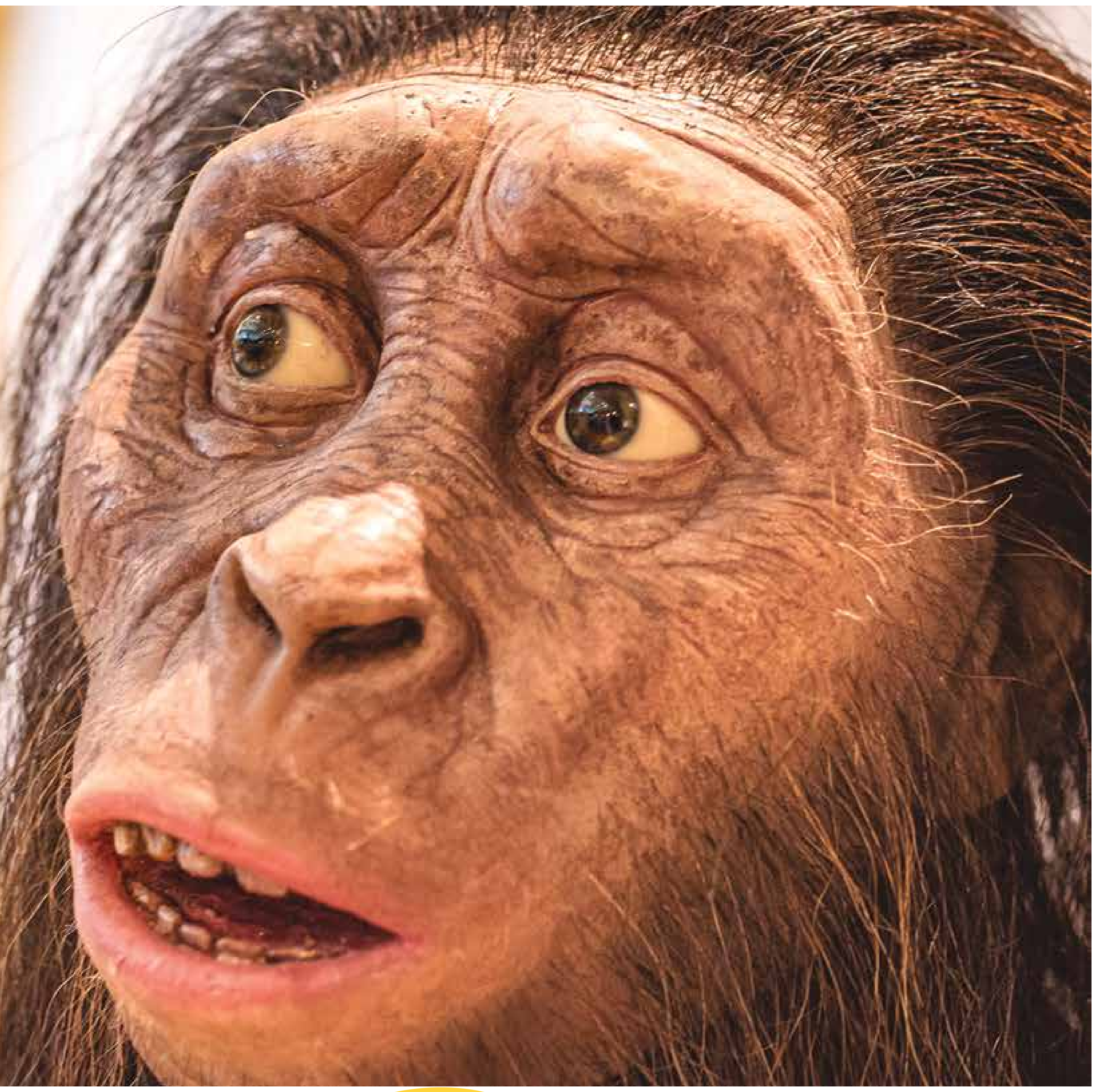

প্রত্যাশার চেয়ে অনেক দ্রুত বিবর্তিত হয়েছে মানুষ! নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অন্যান্য বনমানুষের তুলনায় মানুষের চ্যাপ্টা মুখ ও বড় মস্তিষ্ক তৈরি হয়েছিল অতি দ্রুতগতিতে। এই গতিই এনেছে শ্রেষ্ঠত্ব।

সুদীপ মৈত্র

বিবর্তনের পথে প্রাচীন মানব প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি গতিতে এগিয়েছে। ইউসিএল (ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন)-এর বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি গবেষণা করে দেখেছেন, অন্যান্য বনমানুষের তুলনায় মানুষের মুখ চ্যাপ্টা হওয়া এবং মস্তিষ্কের বড় হওয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটেছে। এই অভূতপূর্ব দ্রুতগতিতে মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে শিম্পাঞ্জি, গরিলাদের পিছনে ফেলে দিয়েছে।

'প্রসিডিংস অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি বি' জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণার ফলপ্রকাশের জন্য থ্রিডি স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা দেখেন, সময়ের সঙ্গে মানুষের বাহ্যিক গড়নে পরিবর্তনের হার ছিল 'প্রত্যাশার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ'। বিশেষত মুখ এবং মস্তিষ্কে পরিবর্তনের গতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

ইউসিএল-এর নৃতত্ত্ববিদ আদিয়া গোমেজ় রোবেলস এই গতিকে সমর্থন করে বলেন, 'বনমানুষের সবরকম প্রজাতির মধ্যে মানুষের বিবর্তন ছিল দ্রুততম। বড় মস্তিষ্ক এবং মুখের সঙ্গে খুলির অভিযোজন কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এখান থেকেই তার প্রমাণ মেলে।'

প্রায় দু'কোটি বছর আগে একই পূর্বপুরুষ থেকে গ্রেট এপ (হোমিনিড) এবং লেসার এপ (হাইলোবেটিড) প্রজাতির সৃষ্টি হলেও হোমিনিডদের মধ্যে মানুষের বিবর্তন সবচেয়ে দ্রুত হয়েছে। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে, গরিলা, শিম্পাঞ্জিদের রয়েছে বড় সামনের দিকে প্রসারিত মুখ এবং তুলনামূলক ছোট মস্তিষ্ক। একমাত্র মানুষেরই ছিল চ্যাপ্টা মুখ এবং বড় গোল মাথা।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, বৃহত্তর ও জটিলতর মস্তিষ্ক থেকে প্রাপ্ত বৃহত্তর বুদ্ধিমত্তাই মানুষের দ্রুত বিবর্তনের প্রাথমিক চালিকাশক্তি। তবে সামাজিক কারণগুলির ভূমিকাও রয়েছে। যদিও গরিলারাও দ্রুত বিবর্তিত হয়েছে, তবে তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক নির্বাচনভিত্তিক কারণ প্রধান। গোমেজ রোবেলস আরও বলেন, 'মানুষের মধ্যে এই ধরনের কিছু সামাজিক নির্বাচন যে একেবারে ঘটেনি, তা জোর দিয়ে বলা যায় না।' অর্থাৎ, উন্নত বুদ্ধিমত্তা ও সামাজিক কারণেই মানুষ এই দ্রুত অভিযোজনের মাধ্যমে প্রকৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।

মহাকাশে বিপ্লব

ভারতের প্রথম ইলেক্ট্রিক রকেট 'বায়ুপুত্র'

ভারতের মহাকাশ প্রযুক্তিতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। দেশের প্রথম বিদ্যুৎচালিত, পরিবেশবান্ধব রকেট 'বায়ুপুত্র' তৈরি করেছে চেন্নাইয়ের সংস্থা 'স্পেস কিডজ ইন্ডিয়া'। এই

> রকেটের ক্ষেত্রে আমরা প্রধানত কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করি, যা প্রচুর দূষণ ঘটায়। আমাদের এই স্টার্ট-আপ, যেখানে তরুণ মস্তিষ্ক কাজ করছে, তারা এই উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।
>
> **শ্রীমাথি কেসান**

যুগান্তকারী উদ্ভাবন কেবল শূন্য দূষণ নিশ্চিত করে না, এটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং সাশ্রয়ীও বটে। এখন যে কঠিন জ্বালানি চালু আছে, তার বদলে বিদ্যুতের ব্যবহার মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্পেস কিডজ ইন্ডিয়া মূলত শিশুদের জন্য মহাকাশ গবেষণাকে সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে। তাদের এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের নেতৃত্বে রয়েছে শ্রীমাথি কেসান। এই রকেটের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, প্রচলিত রকেটগুলিতে ব্যবহৃত কঠিন জ্বালানি প্রচুর পরিমাণে দূষণ সৃষ্টি করে। তাঁর কথায়, 'রকেটের ক্ষেত্রে আমরা প্রধানত কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করি, যা প্রচুর দূষণ ঘটায়। আমাদের এই স্টার্ট-আপ, যেখানে তরুণ মস্তিষ্ক কাজ করছে, তারা এই উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।'

'বায়ুপুত্র' কার্বন ফাইবার এবং বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক ব্যবহার করে মূলত থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। এটি হালকা এবং নির্ভুলভাবে তৈরি করা সম্ভব হওয়ায় এর উৎপাদন খরচও কম। এই রকেটটি মডুলার ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়। যান্ত্রিক বিভাগের প্রধান গোকুল এর প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানান, 'ই-রকেটটি মডুলার ও কাস্টমাইজেবল (অর্থাৎ, নিজেদের প্রয়োজনমতো এর নকশা বানিয়ে নেওয়া যায়)। এটি ৬ কিলোমিটার পর্যন্ত কম উচ্চতার গবেষণার জন্য আদর্শ এবং প্রতিটি উৎক্ষেপণের জন্য ব্যাটারির খরচ মাত্র ২৫ টাকা। যেহেতু এখানে কোনও দহন হয় না, তাই উৎক্ষেপণের জন্য কোনও লঞ্চপ্যাড-এরও প্রয়োজন নেই।'

মাত্র ২৫ টাকা খরচে উৎক্ষেপণ এবং লঞ্চপ্যাড-এর প্রয়োজনীয়তা না থাকায় এটি মহাকাশ গবেষণাকে ছোট স্কুল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছেও সহজলভ্য করে তুলবে। শ্রীমাথি কেসানের মতে, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, ভারতের শিশুদের জন্য মহাকাশ প্রযুক্তির ব্যবহারকে গণতান্ত্রিক করে তোলা, যাতে সবাই এর নাগাল পেতে পারে।

'বায়ুপুত্র'-এর মাধ্যমে স্পেস কিডজ ইন্ডিয়া শুধু পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, বরং ভারতের তরুণ প্রজন্মকেও মহাকাশ অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করছে।

বন্ধুত্বই সুস্থ থাকার স্থায়ী পাসওয়ার্ড

আমরা সবাই চাই বড় থেকে বুড়ো হয়েও অনেকদিন সুস্থ, সবল ও হাসিখুশি থাকতে। এর জন্য ওষুধের বড়ি গেলা থেকে শারীরিক কসরত—কত কিছুই না করতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, সুস্থ থাকার আসল রহস্য কোনও দামি ওষুধ বা ভিটামিনে নেই। সেটা আছে আমাদের বন্ধু এবং পরিবারের মধ্যে!

অবাক লাগছে তো! এই অবাক-করা গবেষণা করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। তাতে জানা গিয়েছে, যেসব মানুষ তাদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটায়, গল্প করে ও হাসিখুশিতে থাকে, তারা অনেক বেশি দিন ভালো থাকে অন্যদের চেয়ে।

আসলে মানুষের মন ভালো থাকলে শরীরও ভালো থাকে। যদি কেউ খুব একা থাকে, কারও সঙ্গে কথা না বলে, সেটা শরীরের জন্য খুব খারাপ হতে পারে। গবেষকরা বলছেন, একা থাকাটা নাকি বেশি সিগারেট খাওয়ার মতোই ক্ষতিকর!

অতঃকিম! এর জন্য তিনটি সহজ পথ বাতলে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

কথা বলুন : শুধু মোবাইলে নয়, সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। যান্ত্রিক ভাবে নয়, আন্তরিক ভাবে মনের কথা বলুন।

সময় দিন : আপনার বন্ধু, ভাই-বোন, বাবা-মা বা বয়স্ক আত্মীয়দের (দাদু-দিদা) সঙ্গে হাসিখুশি, গল্প করে সময় কাটান।

বন্ধুদের ডাকুন : মাঝে মাঝে পুরোনো বন্ধুদের ডেকে একটু আড্ডা দিন।

জীবনে বড় হওয়ার পর যখন আমরা পিছন ফিরে তাকাই, তখন দেখা যায়, সম্পত্তি বা পদ নয়, বরং ভালোবাসার মানুষগুলিই আমাদের আসল সম্পদ। তাই আজ থেকেই সম্পর্কের যত্ন নিন—সুস্থ থাকার এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই! আনন্দোজ্জ্বল পরমায়ুর এটাই গোপন পাসওয়ার্ড।

বিজ্ঞানীদের পরামর্শ

- শুধু লেখাপড়া নয়, মাঠে খেলাধুলো করুন
- বন্ধুদের সঙ্গে মজার মজার গল্প করুন
- বয়স্কদের সঙ্গে সময় কাটান

বাঁধভাঙা ভালোবাসায় আপ্লুত মেয়ে

ছোটদের বার্তা খেলা ছেড়ো না, অভিভাবকদের বললেন খেলতে দিন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : 'রিচা রিচা।' সুভাষপল্লির বাড়ি থেকে বেরিয়ে নীলবাতির গাড়িতে যখন বাঘা যতীন পার্কের দিকে যাচ্ছিল রিচার কনভয় তখন স্লোগান দিতে দিতে পাশ দিয়ে দৌড়াচ্ছিলেন শয়ে-শয়ে মানুষ। বাঘা যতীন পার্ক থেকে ১৩০ মিটার দূরে গাড়ির চাকা থমকাল। গাড়ি থেকে নেমে রেড কার্পেটে হাঁটছেন বিশ্বকাপজয়ী মহিলা ক্রিকেট টিমের 'হিট উওম্যান' রিচা ঘোষ। দুই পাশে ব্যাট হাতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন শিলিগুড়ি মহকুমার মহিলা ক্রিকেটাররা।

এক ফাঁকে নিরাপত্তা বলয় ভেঙে এক তরুণ ঢুকে সেলফি নেওয়ার চেষ্টা করেন। রেড কার্পেটে হেঁটে রিচা যখন বাঘা যতীন পার্কের মঞ্চে উঠলেন তখন তাঁর চারপাশে দেহরক্ষীদের নিরাপত্তাবেষ্টনী। মাঠে কয়েকশো মানুষ। চারদিকেই একটাই আওয়াজ 'রিচা রিচা'।

হাত জোড় করে শহরবাসীকে অভিবাদন জানিয়ে মঞ্চে গিয়ে বসলেন রিচা। ডানদিকের আসনে মা, বামদিকে বাবা। বিশ্বকাপের একাধিক ম্যাচের কিছু ভিডিও ক্লিপিংস সামনের বড় স্ক্রিনে দেখাচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। নিজের খেলার এবং ইন্টারভিউয়ের কিছু ভিডিও ক্লিপিংস দেখে বারবার হাসছিলেন সুভাষপল্লির বছর ২২-এর তরুণী। হাসি দেখে মনে হচ্ছিল যেন এখনও ছোটই আছেন। পুরনিগমের সংবর্ধনা মঞ্চে দাঁড়িয়ে রিচা যখন বার্তা দিচ্ছিলেন তখন চারিদিকে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। আর সেই উচ্ছ্বাসের মাঝে মাত্র ৩০ সেকেন্ডের ছোট বক্তব্য রিচার। অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বাচ্চাদের খেলতে দিন।' পুরনিগম এবং পুলিশকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, 'এত আয়োজনের জন্য এবং সুরক্ষিত পৌঁছানোর জন্যে ধন্যবাদ।' খুদে খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য করে তাঁর বার্তা, 'খেলা ছেড়ো না। সবাই খেলা চালিয়ে যাও।'

এরপরেই আবার বাধ্য মেয়ের মতো মায়ের পাশে গিয়ে বসলেন বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ছক্কা হাঁকানো দস্যি মেয়ে। মেয়র গৌতম দেবের কথায়, '২৪ ঘণ্টার মধ্য আমরা এই আয়োজন করেছি। ও ২ তারিখ থেকে কোনও রেস্ট পায়নি। তবুও সময় দিয়েছে। ওর জন্যে তো আমরা সারারাত হাঁটতে পারি। ভাবতেই পারিনি শহরের মানুষের এত উচ্ছ্বাস থাকবে। রাস্তায় আসতে আসতে দেখেছি মানুষ কীভাবে ছুটে এসে রিচার সঙ্গে ছবি তুলতে চাইছিল।'

ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা পাঁচটা। শিলিগুড়ি পুরনিগম সংবর্ধিত করল রিচাকে। সোনার ব্রেসলেট, হাতঘড়ি, অ্যাটাচি, মানপত্র এবং ফুলের তোড়া দেওয়া হয়। এরপর একে একে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই পর্ব শেষ হতেই মিনিট ১৫ লেগে যায়। এরপর ১৩০টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে রিচাকে সংবর্ধিত করা হবে বলে মঞ্চ থেকে ঘোষক ঘোষণা করেন। তালিকা শুনে একবার রিচার মুখের ছবিটাও বদলে গিয়েছিল। তিনিও হয়তো ভাবতে পারেননি যে এত মানুষ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। একে একে বিভিন্ন সংগঠনের নাম ডাকা হচ্ছিল। প্রতি সংগঠন থেকেই কমপক্ষে সাত থেকে আটজন করে মঞ্চে উঠছিলেন। যাঁরাই সংবর্ধিত করছেন, তাঁরাই রিচার হাতে মেমেন্টো কিংবা পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে ছবি তুলতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন। হাসিমুখে এদিন সকলেরই আবদার মিটিয়েছেন রিচা।

আশপাশের প্রচুর খুদে ক্রিকেটপ্রেমীর কাগজে কিংবা ব্যাটে স্বাক্ষরের আবেদনও রেখেছেন তাঁদের রিচা দিদি। কিন্তু সময় যত এগোতে থাকে ততই মানুষের উচ্ছ্বাসের বাঁধ ভাঙতে থাকে। রিচাকে একবার দেখার জন্য, ছোঁয়ার জন্য সকলেই হুড়মুড়িয়ে স্টেজে উঠতে চাইছিলেন। যাঁরা একবার স্টেজে ওঠার সুযোগ পাচ্ছেন তাঁরা রিচাকে ঘিরে ধরছেন। আর নামতে চাইছেন না। ঘোষকরা বারবার অনুরোধ করলেও কাজ হচ্ছিল না। একসময় অসুস্থ বোধ করায় রিচা নিজেই গিয়ে সোফায় বসে পড়েন। তবে ওই ৩০ সেকেন্ডের জন্যেই। মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে তিনি আবার উঠে আসেন মঞ্চে। ফের শুরু হয় সংবর্ধনাপর্ব।

এবারে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকে। একসঙ্গে অন্তত ৫০ জন লোক স্টেজে ঘিরে রিচাকে। সকলেই ঘরের মেয়ের সঙ্গে বিশেষ মুহূর্ত ফ্রেমবন্দি করে রাখতে চান। কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হতে দেখে এবার মেয়র গৌতম দেব নিজেই উঠে এসে মাইক হাতে তুলে নেন। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এভাবে চলতে থাকলে তিনি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবেন। এরপরেই অ্যাক্টিভ হয় পুলিশ এবং বাউন্সাররা। রিচাকে ঘিরে ফেলেন বাউন্সাররা। স্টেজে যাঁরা সংবর্ধনা দিতে যাবেন, তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে পুলিশ। প্রতি সংস্থা থেকে সর্বোচ্চ তিনজন করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। পুলিশ তো মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন, এদিকে হাজার হাজার মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। পুলিশি বাধা উপেক্ষা করেই সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চলল রিচার সংবর্ধনা পালা। শহর থেকে মহকুমার হাজার হাজার মানুষের মোবাইল ফোনে বন্দি হল বিশ্বকাপজয়ী রিচার ছবি।

রিচার জন্য উত্তাল শহর। (নীচে) ফুলের তোড়া বিশ্বজয়ীকে। আবেগের নাচ মহিলাদের। বাড়ির সামনে কৌতূহলী জনতা। ছবি : সূত্রধর এবং সঞ্জীব সূত্রধর

রিচাদের সাফল্য দেখেও হতাশ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৭ নভেম্বর : বিশ্বজয়ী ক্রিকেট তারকা রিচা ঘোষকে নিয়ে শুক্রবার তখন ৭০ কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়িতে বেশ উন্মাদনা, ইসলামপুরেও তার রেশ ছিল। তবে একইসঙ্গে প্রীতি ভদ্র ও শিল্পী দাসের মতো উঠতি ক্রিকেটারদের মধ্যে হতাশার বিষয়টিও বেশ ধরা পড়ল। প্রীতি ও শিল্পীর আন্তঃজেলা স্তরের ক্রিকেটে ভালো পরিচিতি রয়েছে। প্রীতি কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ির একটি ক্লাবের হয়ে বিহারের কাটিহারে খেলেও এসেছেন। এলাকার ক্রিকেট পরিকাঠামো নিয়ে দুজনের মধ্যে বেশ ক্ষোভ রয়েছে। বিশেষ করে ইসলামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা সন্তোজনক নয় বলে অভিযোগ।

এলাকার মহিলা ক্রিকেটারদের সমস্যার বিষয়টি ইসলামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা একরকম মেনেও নিয়েছে। সংস্থার সম্পাদক কল্যাণ দাস বলেন, 'সমস্যা আছে। তবে তা মেটানোর চেষ্টা চলছে। সম্প্রতি সংস্থার পক্ষ থেকে মহিলাদের ক্রিকেট কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আট থেকে ১০ বছরের মধ্যে তিনজন কোচিং নিচ্ছে।'

ইসলামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে কয়েক বছর আগে মহিলা ক্রিকেট কোচিং শিবির শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন জটিলতার কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। যদিও শহরের এক প্রাক্তন ক্রিকেটার ১২ জন মেয়েকে নিয়ে আলাদা করে

কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেন। কোনও সরকারি সুবিধা ছাড়াই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা বাইশ গজে কিছু করে দেখানোর স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে শেষপর্যন্ত মাত্র ছয়জন খেলা ধরে রাখতে সক্ষম হন।

প্রীতি ও শিল্পী তাঁদেরই অন্যতম। শিল্পী ভালো ব্যাটার হিসেবে পরিচিত। শহরের পালপাড়ার বাসিন্দা শিল্পী বলেন, 'জানি, বেশিদূর যাওয়ার উপায় নেই। তবুও আমরা সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু রিচারা যা করে দেখিয়েছেন এরপরেও কি ক্রীড়া সংস্থা এবং সরকারি স্তরে হেলদোল হবে না? অন্তত পরবর্তী প্রজন্ম নিজেদের প্রমাণ করার পরিকাঠামো ও সুযোগ তো পাক।' প্রীতি ভালো অলরাউন্ডার। নেতাজিপল্লির বাসিন্দা এই তরুণী এদিন মোবাইল ফোনে রিচার বাড়ি ফেরা দেখছিলেন। কথা বলার ফাঁকে চোখের কোণে জল চিকচিক, 'আমরা মেয়েরাও যে পারি তা রিচারা আবার প্রমাণ করলেন। কিন্তু রিচাদের সাফল্যকে সত্যিই উদযাপন করতে হলে সরকারি স্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে।' প্রীতি, শিল্পীদের স্বপ্ন কি কোনওদিন পূর্ণতা পাবে? কারও জানা নেই।

> আমরা মেয়েরাও যে পারি তা রিচারা আবার প্রমাণ করলেন। কিন্তু রিচাদের সাফল্যকে সত্যিই উদযাপন করতে হলে সরকারি স্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে।
>
> **প্রীতি ভদ্র** *ক্রিকেটার, ইসলামপুরের বাসিন্দা*

হোল্ডিং নম্বর নিয়ে সমীক্ষা হকার্স কর্নারে

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : দীর্ঘ বছরের দাবি পূরণের পথে শিলিগুড়ি হকার্স কর্নার। শুক্রবার পুরনিগম সমীক্ষার কাজ শুরু করতেই হোল্ডিং নম্বর পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজার হকার্স কর্নার। কিন্তু নানা জটিলতার জন্য কোনও দোকানেই নেই হোল্ডিং নম্বর। যার জন্য দীর্ঘদিন ধরে পুরনিগমে দরবার করছিলেন ব্যবসায়ীরা। পুরকর্তাদের আশ্বাসে কয়েক মাস আগে হোল্ডিং নম্বরের ফর্ম পূরণ করেন তাঁরা। যার ভিত্তিতে সমীক্ষা শুরু পুরনিগমের। কিন্তু বাজার এলাকার একটা অংশ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) এবং বাকিটা রেলের। ফলে অন্যের জমিতে কী করে পুরনিগম হোল্ডিং নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও পুরনিগমের প্রপার্টি ট্যাক্স এবং বাজারগুলির দায়িত্বে থাকা মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো বলছেন, 'রেল এবং এসজেডিএ'র জায়গা হলেও হোল্ডিং নম্বর পুরনিগমই দেবে। শিলিগুড়ি শহরে প্রচুর রেলের জমি রয়েছে, যেখানকার বাসিন্দাদের হোল্ডিং নম্বর পুরনিগমই দিয়েছে। আমরা তো মালিকানা দিচ্ছি না। ব্যবসায়ীরা যাতে সরকারের আওতায় এসে বিদ্যুৎ, জলের মতো ন্যূনতম পরিষেবা পান, তার জন্যই হোল্ডিং নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত। এটা আগেও দেওয়া হত, মাঝে বন্ধ ছিল। এখন আবার নতুন করে দেওয়া হচ্ছে।' পুরনিগমের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রদীপ রায় বলেন, 'বাজারের দোকানগুলির কোনও স্থায়ীকরণ নেই। আশা করি এবার হোল্ডিং নম্বর পাব এবং অনেক সমস্যার সমাধান হবে।' ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, হোল্ডিং নম্বর না থাকায় সরকারি পরিষেবাগুলি থেকে বঞ্চিত ছিলেন তাঁরা। বিদ্যুৎ সংযোগ, ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিস্তর সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। এই সমস্যা এবার মিটবে। হকার্স কর্নারে বর্তমানে নথিভুক্ত দোকানের সংখ্যা ১,০৩৪।

> রেল এবং এসজেডিএ'র জায়গা হলেও হোল্ডিং নম্বর পুরনিগমই দেবে। ব্যবসায়ীরা যাতে সরকারের আওতায় এসে বিদ্যুৎ, জলের মতো ন্যূনতম পরিষেবা পান, তার জন্যই হোল্ডিং নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত।
>
> **রামভজন মাহাতো** *মেয়র পারিষদ*

দু'দণ্ড শান্তির মাচায় ঝুঁকি সেবক রোডে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : ক্রমবর্ধমান শিলিগুড়ি শহরে ব্যস্ততাই এখন নিত্যসঙ্গী। এই ব্যস্ততায় একসময় ঘিরে ধরে ক্লান্তি। তখন প্রয়োজন হয় একটু বিশ্রামের। দু'দণ্ড জিরিয়ে না নিলে শরীর চালানো মুশকিল হয়ে ওঠে। তবে চাইলেই কি এ শহরে চলতে চলতে জিরিয়ে নেওয়ার জায়গা পাবেন? সেই জায়গা খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্তি আরও বেড়ে যেতে পারে। প্রতীক্ষালয়গুলোও এখন দখল হয়ে যাচ্ছে। যে যেভাবে পারছে সেভাবে দখল করে নিচ্ছে। তাহলে মানুষ একটু বিশ্রামের জন্য যাবে কোথায়? এ শহরে কায়িক পরিশ্রম করে, দিনভর রিকশা টেনে, ভ্যান টেনে, পিঠে ব্যাগ টেনে দিনগুজরান করেন তাঁরা। পরিশ্রান্ত হলে গাছের নীচে আশ্রয় খোঁজেন। যেখানে সূর্যের তেজ থেকে একটু নিস্তার মিলবে। পার্কিং জোনে গিয়ে বাহন দাঁড় করালে তো ফি দিতে হবে। তাহলে কী উপায়?

ভেবেচিন্তে ভ্যানরিকশাচালকরা সেবক রোডে গুরুদোয়ারার সামনে দু'পাশের রাস্তার মাঝে থাকা লোহার রেলিংয়ে বাঁশ বেঁধে তৈরি করেছেন বসার জায়গা। সেখানে কখনও পা তুলে বসে দিব্যি আরাম করেন তাঁরা, আবার কখনও পা ঝুলিয়ে বসে গল্প করেন। শুধু ওই দলের সদস্যরাই নন, বরং দেখা গেল ওই রাস্তার অনেক নিত্যযাত্রীই মাঝেমধ্যে বসে জিরিয়ে নিচ্ছেন 'মাচা'য়। বলরাম, বুলাই, প্রবীররা বছরখানেক আগে নিজেদের হাতে তৈরি করেছেন স্বাচ্ছন্দ্যে বসার এই জায়গাটি।

টিউমলপাড়ার বলরাম গুপ্তা বলছিলেন, 'আমি ভ্যান চালাই। দিনভর গাড়ি টানাটানি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাই বলে আধঘণ্টা-একঘণ্টার জন্য বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করা সম্ভব নয়। আমার মতো আরও অনেকের এই সমস্যা হচ্ছিল। এখানে আশপাশের দোকান থেকে আমরা অনেক কাজ পাই। সেই দোকানগুলোর আশপাশে ভ্যানরিকশা রেখে এখানে মাঝেমধ্যে বসে আমরা একটু আরাম করি।' তাঁর কথায়, 'এই ব্যস্ত রাস্তায় অন্য কোথাও বসার জায়গাটা তৈরি করা সম্ভব ছিল না। তাই এখানে বানিয়েছি। আর এখানে গাছ রয়েছে তাই আমরা গাছের পুরো ছায়াটা পাই।'

সামনের রাস্তা থেকে হেঁটে বেরিয়ে এসে রাস্তা পার করে বসার জায়গাটার ওপর উঠে বসে পড়লেন দিলীপ সাহানি। গল্প জুড়ে দিলেন বলরামের সঙ্গে। দিলীপ বলেন, 'হাঁপিয়ে গিয়েছি, একটু জিরিয়ে নিই।' দিলীপের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনি দোকানে দোকানে পণ্য ডেলিভারি করেন। সকাল থেকে কাজ করে হাঁপিয়ে ওঠার পর এখানে জিরোতে এসেছেন।

দিলীপ আরও বলেন, 'আমাদের বাইরে বাইরেই কাজ থাকে। শহরে তো একটু বিশ্রামের কোনও জায়গা নেই। তাই এদিকটায় কাজ থাকলে আমার কাছে এটাই ভরসা।'

তবে এই ভরসার জায়গাটা কতখানি বিপন্মুক্ত সেটা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। বিশ্রামের জন্য এভাবে ব্যস্ত রাস্তার মাঝে গাছে বাঁশ বেঁধে ওঁরা জায়গা তো বানিয়ে নিয়েছেন, তবে তা খুলে পড়লে বিপদ ঘটতে পারে।

ওই রাস্তার পাশেই থাকা এক ব্যবসায়ী সুমিত মিত্তাল বলছিলেন, ''এই রোদে ওরা যাবেই বা কোথায়। পালা করে ওরা এসে এখানে বসে বিশ্রাম নেয়। বিষয়টা অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু ওরা বলে যে 'কিছু হবে না'।''

মাঝরাস্তায় ছায়ায় একটু বিশ্রাম। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

পথে বন্দোবস্ত

- সেবক রোডে রাস্তার মাঝে লোহার রেলিংয়ে বাঁশ বেঁধে তৈরি হয়েছে বসার জায়গা
- সেখানে বসে আরাম করেন, কখনও গল্প করেন ওই এলাকার রিকশা-ভ্যানচালকরা
- পথে যেতে যেতে কখনো-কখনো নিত্যযাত্রীদের বসে জিরিয়ে নিতে দেখা যায় ওই 'মাচা'য়

কলেজে আলোচনা

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : শুক্রবার সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের বাংলা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে এবং কলেজের আইকিউএসি-র সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার কলেজে আয়োজিত এই আলোচনার মূল বিষয় ছিল 'দুই বাংলার পাঁচের দশকের কবিতা-একটি পর্যালোচনা'। আমন্ত্রিত বক্তা হিসেব উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মাসুদুল হক এবং মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অরুণকুমার সাঁফুই। কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়ারাও।

ক্যানসার সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : ক্যানসার জয় সম্ভব এমনই জানালেন ৯০ বছর বয়সি ক্যানসারজয়ী এক বৃদ্ধা। জাতীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবসে মণিপাল হসপিটাল রাঙ্গাপানির আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'এজন্য সচেতন হতে হবে। ক্যানসার যে ভয়ের কারণ নয়, সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপন করা সম্ভব তা নিয়ে এদিন উপস্থিত চিকিৎসকরা সকলকে সচেতন করেন। হাসপাতালের সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ অনির্বাণ নাগ বলেন, 'প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার শনাক্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাময় করা সম্ভব।' আলোচনা পর্বে রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শুনে পরামর্শ দেন রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ সৌরভ গুহ। চিকিৎসাক্ষেত্রের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে চিকিৎসা আরও বেশি কার্যকর হয় বলে জানিয়েছেন মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ চিন্নু জোমি। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের মূল লক্ষ্য হল মানুষ যাতে সচেতন হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেন এবং ক্যানসার নিয়ে ভয় দূর হয়।

সম্মানিত চিকিৎসক

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : ডায়াবিটিক চিকিৎসা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শিলিগুড়ির বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অরুন্ধতী দাশগুপ্তকে রিসার্চ সোসাইটি ফর দ্য স্টাডি অফ ডায়াবিটিস ইন ইন্ডিয়া (আরএসএসডিআই) সম্মানিত করল। শুক্রবার কোচিতে এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে আরএসএসডিআই এমকিওর উওম্যান ডায়াবিটোলজিস্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ তুলে দেওয়া হয়েছে। আয়োজক সংগঠনের তরফে ডাঃ বিজয় বিশ্বনাথন ও ডাঃ অনুজ মাহেশ্বরী মিলে অরুন্ধতীর হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেন।

রংদার

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়

অঙ্কে শূন্য পাওয়ায় বাবার হাতে রামঠ্যাঙানি, ভাড়াবাড়িতে বেড়ে ওঠার সেই দিনগুলি, দাদুর হঠাৎ একদিন চলে যাওয়া থেকে শুরু করে ছেলেধরা-জুজু। বড়বেলায় পা রাখার পরও ছোটবেলার এমন সমস্ত ঘটনা আজও স্মৃতিপটে অমলিন। শিশুদিবস সামনেই। তার আগে নস্টালজিয়ায় ভরপুর সেই সমস্ত গল্পকে একবার ফিরে দেখা।

লিখলেন আবদুল্লা রহমান, সন্দীপ বসাক, তৃণা চৌধুরী, তন্ময়িতা পাল, অরুণাভ পাল, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্কা বর্মন ও কুনাল রায়

ছোটগল্প কৌশিকরঞ্জন খাঁ

ট্রাভেল ব্লগ অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কবিতা পাপড়ি গুহ নিয়োগী, অজন্তা রায় আচার্য, চন্দ্রসিংহ মণ্ডল, মৃড়নাথ চক্রবর্তী, অসীমকুমার দাস, মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া ও তন্ময় দেব

পুরসভায় বদলের জল্পনা

ফালাকাটায় ইস্তফা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানের

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৭ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার প্রতিবেশী জেলার জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক পুরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে রদবদল করা হয়েছে। অনেকটা যেন তারই রেশ টেনে শুক্রবার ইস্তফা দিলেন ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি ও ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত অধিকারী। শুক্রবার দুজনেই আলিপুরদুয়ারে গিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র তুলে দেন। দুজনেই জানিয়েছেন, দলের নির্দেশে তাঁদের এই পদক্ষেপ। বিষয়টি নিয়ে দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'দলীয় নির্দেশ মেনেই তাঁরা ইস্তফা দিয়েছেন।'

প্রদীপ ও জয়ন্তর আসন যে টলমল তা সপ্তাহ দুয়েক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস থেকে এর আগে ফালাকাটা শহরে এসেছিল এক প্রতিনিধিদল। তাঁরা সেসময় প্রদীপকে বাদ দিয়েই বাকি জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছিলেন। তারপর থেকেই শহরের রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়ছিল। এদিন সেই জল্পনাই সত্যি হল। তবে জলপাইগুড়ি বা ময়নাগুড়ির মতো ফালাকাটার ক্ষেত্রে অপসারণের পথে হাঁটেনি ঘাসফুলের হাইকমান্ড। দুজনকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের জায়গায় কে আসবেন, তা নিয়ে এদিন থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছে। নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায় এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিনু গোপের নাম ভাসছে। এব্যাপারে অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু বলেননি জেলা সভাপতি প্রকাশ। কেবল বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা খুব দ্রুত বৈঠক করব। রাজ্য নেতৃত্ব হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের নাম জানিয়ে দেবে।'

ইস্তফা দেওয়ার পর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'দলের রাজ্য নেতৃত্বর নির্দেশ মেনেই আমি এদিন ইস্তফা দিয়েছি। দল হয়তো ভালো কিছু করার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে কাউন্সিলার হিসেবে মানুষের পাশে থাকব।' আর জয়ন্ত বলেন, 'বৃহস্পতিবার দল আমাকে ইস্তফা দেওয়ার কথা বলে। এদিন দলীয় নির্দেশ মেনেই ইস্তফা দিয়েছি। এরপর সক্রিয় রাজনীতি করব কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

> দলের রাজ্য নেতৃত্বর নির্দেশ মেনেই আমি এদিন ইস্তফা দিয়েছি। দল হয়তো ভালো কিছু করার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে কাউন্সিলার হিসেবে মানুষের পাশে থাকব।
>
> **প্রদীপ মুহুরি** কাউন্সিলার
> ১০ নম্বর ওয়ার্ড

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে ফালাকাটায় এসেছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক এবং দলের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। তাঁরা এসআইআর নিয়ে দলের টাউন ব্লক নেতৃত্ব এবং কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করেন। তবে সেই বৈঠকের আগে তাঁরা চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানকে নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলেন। তখনই রাজ্য নেতৃত্বের ইচ্ছা মেনে তাঁদের ইস্তফা দিতে বলা হয়।

এর আগে প্রথমে ২০২৩ সালের ২৬ জুলাই এবং পরে ১৬ অক্টোবর নিজেই ইস্তফা দিয়েছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ। চিঠিতে তখন অবশ্য শারীরিক কারণের কথাই বলেছিলেন। তখন কিন্তু এই প্রকাশই তাঁকে বুঝিয়েসুজিয়ে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য পরিস্থিতি বদলেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পুর এলাকায় মুখ পোড়ে শাসকদলের। অভিযোগ ওঠে, চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান দলের কাজে তেমন সক্রিয় নন। শহরের এক তৃণমূল নেতা বলেন, 'লোকসভা ভোটের খারাপ ফল একটা ফ্যাক্টর। সেটা বাদে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানকে অপসারণ করতে কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।'

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত পূরব লামাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক। শুক্রবার ওই ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। পেশায় ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার ওই তরুণের শহিদনগরের বাড়িতে ইনস্টাগ্রাম সংক্রান্ত কাজের জন্য এক তরুণী এলে ফলের রসের মধ্যে মাদক মিশিয়ে তাঁকে খাইয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওই তরুণীর। পরবর্তীতে তাঁর পরিবার বিষয়টি জানার পর বৃহস্পতিবার ওই তরুণের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার পূরবকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

ফের দুর্ঘটনা ফাটাপুকুরে, ফেরার লরিচালক

রাজগঞ্জ, ৭ নভেম্বর : শুক্রবার ফাটাপুকুর মোড়ের কাছে একটি অটো ও ট্রাকের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ছ'জন যাত্রী নিয়ে ফাটাপুকুর থেকে বেলাকোবার দিকে যাচ্ছিল ওই অটোটি। সেই সময় ৩১ডি জাতীয় সড়কের ওপর ফাটাপুকুর মোড়ের মেগা শিল্পতালুকের পাশে, পিছন থেকে আসা একটি ট্রাক ওই অটোটিকে ধাক্কা মারে।

ঘটনায় পাঁচজন যাত্রী আহত হন। তাঁদের মধ্যে দুজনের আঘাত তেমন গুরুতর না হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি তিনজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অটোচালক রাজেশ সরকার বলেন, 'স্ট্যান্ড থেকে কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়েছিল অটোটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিকট শব্দে সবাই চমকে উঠি। গিয়ে দেখি অটোটিকে একটি ট্রাক ধাক্কা মেরে পালিয়ে গিয়েছে। রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল আহতরা। কারও মাথা থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল, কেউ হাত, পায়ের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। ড্রাইভার সমীর সাহারও গুরুতর চোট লেগেছে। ট্রাকচালকদের বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশের কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিজয় রায় বলেন, 'ট্রাকটি অটোকে এতটাই জোরে ধাক্কা মারে যে যাত্রীরা প্রায় কয়েক মিটার দূরে ছিটকে পড়েন। ধাক্কা মেরেই ওই ট্রাকটি পালিয়ে যায়। আমি গিয়ে অটোর স্টার্ট বন্ধ করি। তারপর জাতীয় সড়কের অ্যাম্বুল্যান্স নম্বরে ফোন করি। এর আগেও একাধিকবার এই রাস্তায় বড় কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

ওই একই এলাকায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটায় ক্ষিপ্ত এলাকার বাসিন্দারা। গাড়ি বা বাইকচালকরা ছাড়াও ওই রাস্তা দিয়ে এখন হেঁটে যেতেও ভয় পাচ্ছেন স্থানীয়রা।

পৃথিবীর পাঠশালা

টায়ার আর ফাটে না

টায়ার ফাটার দিন শেষ! মিশেলিন তৈরি করেছে হাওয়া-ছাড়া টায়ার, যার নাম 'আপটিস'। সাধারণ টায়ারের মতো হাওয়া ভরার দরকার নেই এতে। বদলে, এটি কম্পোজিট রাবার এবং ফাইবারের মজবুত কাঠামো দিয়ে তৈরি। টায়ারটির ভেতরে নমনীয় স্পোকস আছে, যা গাড়ির সমস্ত ভার বহন করে। মিশেলিন ও জেনারেল মোটরস মিলে এই টায়ারের পরীক্ষা চালাচ্ছে। ২০২৬ সালের মধ্যেই এই টায়ার বাজারে আসার কথা। এই বাতাসহীন নকশা পাংচার বা টায়ার ফেটে যাওয়ার ঝুঁকি একদমই কমিয়ে দেবে। ফলে স্পেয়ার টায়ার রাখারও কোনও চিন্তা থাকবে না। এই আবিষ্কার গাড়ির জগতে এক দারুণ পরিবর্তন আনবে এবং পথচলা হবে আরও নিশ্চিন্ত।

বাতাস-কলের বর্জ্যে সেতু

পুরোনো দিনের বাতাস-কলের ব্লেডগুলো এখন আর ফেলে দেওয়া হচ্ছে না। ফাইবার গ্লাস ও প্লাস্টিক কম্পোজিট দিয়ে তৈরি এই ব্লেডগুলো এখন নির্মাণকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে এই বর্জ্যের পরিমাণ ২০ লক্ষ টনে পৌঁছানোর আশঙ্কা আছে। আয়ারল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয় বাতাসের ব্লেড ব্যবহার করে একটি সেতু তৈরি করেছে। এই ব্লেডগুলো মাটির ক্ষয় রোধকারী বাঁধ, বিদ্যুতের টাওয়ার এবং রাস্তার পাশে শব্দ-প্রতিরোধক দেওয়াল হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে বর্জ্য পদার্থকে কাজে লাগিয়ে নতুন নির্মাণের পথ খুলছে, যা পরিবেশের জন্য খুব ভালো খবর।

সৌরশক্তিতে সমুদ্রের জল মিষ্টি!

দুবাইয়ের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বিশ্বের বৃহত্তম সৌরশক্তিচালিত সমুদ্রের জল শোধনকেন্দ্র তৈরির জন্য ৩২ কোটি ডলারের চুক্তি করেছে। এই প্ল্যান্টটি তৈরি হলে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ পানীয় জল তৈরি করতে পারবে। এটি প্রায় ২০ লক্ষ দুবাইবাসীর জলের চাহিদা মেটাবে। এটি ২০২৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। পরিবেশবান্ধব সমাধানের দিকে নজর রেখে এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের এই সময়ে এক বিশাল পদক্ষেপ। সৌরশক্তিতে চলবে জল শোধন, এ যেন ভবিষ্যতের এক ঝলক!

টাকা নেই, তবুও ডিউটি

মার্কিন সরকারের শাটডাউনের কারণে নাসা-র মহাকাশচারী ও কর্মীরা বেতন ছাড়াই কাজ করছেন। তাঁরা আর্টেমিস ২ অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এটি ৫০ বছরেরও বেশি সময় পরে চাঁদে মানুষ পাঠানোর একটি ঐতিহাসিক মিশন। এক আধিকারিক নিশ্চিত করেছেন যে, মহাকাশচারীরাও এই ঐতিহাসিক মিশনের জন্য জীবন বাজি রেখে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, অথচ তাঁরা কোনও বেতন পাচ্ছেন না। এই ঘটনা তাঁদের অসাধারণ প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। তবে ছোট কন্ট্রাক্টর কোম্পানিগুলো সমস্যায় পড়েছে। এক আধিকারিক সতর্ক করেছেন যে, শাটডাউনের কারণে ছোট কোম্পানিগুলো পেমেন্ট ছাড়া কাজ চালিয়ে যেতে পারছে না, যা মিশনের প্রস্তুতির উপর বড় প্রভাব ফেলছে।

চলচ্চিত্র উৎসবে 'নধরের ভেলা'

বহরমপুর, ৭ নভেম্বর : এ যেন মাহেন্দ্রক্ষণ! আর শুক্রবার তার সাক্ষী থাকলেন আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসী। এ বছর কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভালে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগ বা ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস ক্যাটিগোরিতে দেখানো হচ্ছে বহরমপুরের ভূমিপুত্র প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের পরিচালিত সিনেমা 'নধরের ভেলা'। একমাত্র ভারতীয় বাংলা ছবি হিসেবে এই নজির গড়েছে সিনেমাটি। এই খবরে এদিন বিকেল থেকে উৎসবের আমেজে পরিচালক প্রদীপ্তর শহর বহরমপুরে। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য প্রদীপ্তকে অভিনন্দন জানিয়েছে এসআরএফটিআই।

বন্দে মাতরম উৎসব

কিশনগঞ্জ, ৭ নভেম্বর : শুক্রবার কিশনগঞ্জে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা শাসক বিশাল রাজের সঞ্চালনায় তাঁর দপ্তর চত্বরে জেলার শতাধিক আধিকারিক ও কর্মীরা সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গেয়ে ওঠেন। এদিন জেলার ৭টি ব্লকের আধিকারিক ও কর্মীরা এই কর্মসূচি পালন করেন। মাড়োয়ারি কলেজের অডিটোরিয়ামে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা মিলে বন্দে মাতরম গেয়ে দেশের প্রতি সম্মান জানান।

রাজ্য সংগীতের

প্রথম পাতার পর

এখানকার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্য রয়েছে। যার সঙ্গে মানুষের অনুভূতি জড়িত। তাই এখানকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশ পাহাড়ে কার্যকর করা হচ্ছে না।'

এখন থেকে প্রতিটি স্কুলে রাজ্য সংগীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গাওয়া বাধ্যতামূলক বলে বৃহস্পতিবার রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এক নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছে। স্কুল শুরুর আগে প্রার্থনা সভায় এই রাজ্য সংগীত গাইতে হবে। রাজ্যের এই নির্দেশ পাহাড়েও পৌঁছেছে। আর তার পরেই সেখানকার রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। জিএনএলএফ, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল রাজ্যের এই নির্দেশের বিরোধিতায় সরব হয়। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা সরাসরি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'পাহাড়ে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করেন। এখানে জোর করে রাজ্য সংগীত চাপিয়ে দেওয়া যায় না। পাহাড়ের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন করছি।' ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে চিঠি দিয়ে লিখেছেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা খুবই সম্মান করি। কিন্তু এই গানটি উনি পাহাড়ের গোর্খাদের কথা ভেবে লেখেননি। তাই এই রাজ্য সংগীত যাতে পাহাড়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক না করা হয় সেই অনুরোধ করছি।'

পাহাড়ের অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে শুরু করে। সমাজমাধ্যমে বিতর্কের ঝড় বইতে শুরু করার পরেই অনীত থাপা বিবৃতি দেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সমস্ত স্কুলে রাজ্য সংগীত গাওয়ার নির্দেশ পাহাড়ে কার্যকর করা হবে না। কেননা এখানে গোর্খা, বাঙালি, লেপচা, ভুটিয়া, আদিবাসী সহ বহু সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। কাজেই এখানে বাংলার মাটি, বাংলার জল গাওয়া সম্ভব নয়।' এই নিয়ে পাহাড়ে আর কোনও বিতর্কেরও প্রয়োজন নেই বলে অনীত স্পষ্ট করেছেন। আর এর পরেই জিটিএ'র সচিব দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বিদ্যালয় পরিদর্শককে (মাধ্যমিক) চিঠি দিয়ে সেটা আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন। পাহাড়ের সমস্ত স্কুলে নেপালি ভাষায় প্রথাগত সংগীত গাওয়া হয় বলে সেখানে বলা হয়েছে। এই সমস্ত স্কুলে এই নিয়মেই প্রাতঃকালীন প্রার্থনা চালু থাকবে বলে সেখানে জানানো হয়েছে।

অভিযুক্ত বিডিও কমিশনের

প্রথম পাতার পর

আমার প্রাসাদের মতো বাড়িও নেই। আমার সোনাদানা কিছু চুরি হয়নি। আমার ফুটেজ কালচিনি থেকে শুরু করে রাজগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। কিন্তু যে ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে, তা তৈরি করা। আজকের দিনে অনেক কিছুই তৈরি করা যায়।' যদিও ওই ফুটেজ পুলিশ সংগ্রহ করেছে। তিনি নিহত স্বপনের বাড়িতে বা দোকানে কখনও যাননি বলেও দাবি করেন। এমনকি, নিউটাউনে তাঁর বাড়ির কর্মী বলে পরিচয় দেওয়া যে অশোক কর তাঁর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে, তাঁকেও তিনি চেনেন না বলে প্রশান্ত দাবি করেন। রাজগঞ্জ ব্লকে ঠিকাদাররা ইতিমধ্যে তাঁর গ্রেপ্তারের দাবি তোলায় তিনি রুষ্ট। বিডিও'র দাবি, 'আমি কাজে ঠিকাদারদের দুর্নীতি বন্ধ করেছি, ওঁদের সমিতি গঠন আটকে দিয়েছি। তাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন ওঁরা। তাঁর অভিযোগ, 'অনেকে নিজের স্বার্থরক্ষায় আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য একশ্রেণির মানুষ মিডিয়াকে লেলিয়ে দিচ্ছেন।' সেই চক্রান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কি না, সেই বিষয়ে অবশ্য কিছু বলতে চাননি বিডিও। যদিও তাঁর বক্তব্য, 'আমি চাই, ফুটেজের সত্যতা যাচাই হোক। তদন্ত হোক। তাহলেই দুধ ও জল এক নয় পরিষ্কার হয়ে যাবে। অনেকে অনেককে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে বলানোর চক্রান্ত করছেন।'

তাঁকে কয়েকবার বদলি করা হলেও সেই আদেশ স্থগিত হয়ে গিয়েছে। সেই ব্যাপারে বিডিও'র কথায়, 'আমার রাজগঞ্জে বিডিও পদে থাকার সময় এখনও শেষ হয়নি। অনেকের বদলি আটকে গিয়েছে। শুধু আমার বদলি নিয়ে এত কিছু বলা হচ্ছে কেন! তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। প্রশান্ত অবশ্য জানান, তাঁর এলএলবি কোর্স করাই আছে। পিএইচডি'র কাজ শেষ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'কয়েকদিন পর আমার নামের আগে ডক্টরেট শব্দ বসতে চলেছে। তখন দেখবেন, বিরোধীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বে।'

অন্যদিকে, বিডিও'র বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানিয়েছে বিজেপি। সমাজমাধ্যমে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, সরকারি নীলবাতি লাগানো গাড়িতে ওই ব্যবসায়ীকে ধাওয়া করার ছবিতে প্রশান্ত বর্মনকে দেখা গিয়েছে। তিনি বলেন, 'এর পরেও পুলিশ পদক্ষেপ না করলে প্রয়োজনে আমরা আদালতে যাব।'

রিচাকে উপেক্ষা রাজ্যের : শংকর

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা দলের খেলোয়াড় শিলিগুড়ির রিচা ঘোষকে নিয়ে রাজ্যের তরফে কোনও উদ্যোগ না থাকায় প্রশ্ন তুললেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। শুক্রবার ইডেন গার্ডেন্সে রিচার ছবি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে এবিষয়ে প্রতিবাদ জানান তিনি। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে কলকাতাকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা হওয়ায় রিচাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী রিচার জন্য সময় বের করতে পারলেও মুখ্যমন্ত্রী কিংবা ক্রীড়ামন্ত্রী কেন একবারও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শংকর। পাশাপাশি কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মন্ত্রীর ছবি দিয়ে হোর্ডিং, পোস্টার থাকলেও রিচাকে নিয়ে কোনও হোর্ডিং না থাকাতেও কটাক্ষ করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে সরব হয়ে শংকর এদিন ঘুরিয়ে ফের উত্তরবঙ্গের বঞ্চিত হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে আনলেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কলকাতায় পোস্টার হাতে শংকর ঘোষ।

শংকরের বক্তব্য, 'কলকাতার বাইরে থাকা মানুষদের কতখানি উপেক্ষা করা হয় সেটা আজ ফের প্রমাণ হয়ে গেল। বাংলার এক মেয়ে সারা বিশ্বে বাংলার নাম উজ্জ্বল করলেন। অথচ তাঁর জন্যে কলকাতায় একটা পোস্টারও দেখা গেল না। সিএবি'র পক্ষ থেকে বা রাজ্য সরকারের তরফে রিচাকে সংবর্ধনা জানাতে কলকাতায় তো দূর, এমনকি ইডেন গার্ডেন্সেও কোনও পোস্টার নেই। সৌরভ গাঙ্গুলি এই কাজ করলে কলকাতায় যে আড়ম্বর দেখতাম তা রিচার বেলায় বাদ পড়ে গেল।' এনিয়ে তাঁর প্রশ্ন, মহিলা বলেই কি রিচাকে উপেক্ষা করা হল!

সইও জাল

প্রথম পাতার পর

এতটাই দক্ষতার সঙ্গে ওই সার্টিফিকেট বানানো হয় যে সহজে কেউ ধরতেই পারবে না। কী করে অভিযুক্ত শিলিগুড়ি পুলিশের লেটারহেডের ধরন পেল তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে জন্ম শংসাপত্রগুলি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি একটিও ভেরিফাই করা হয়নি। যে কারণে অনায়াসেই শংসাপত্র তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। তাই শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতকে চিঠি দিয়ে জন্ম শংসাপত্রগুলি ভেরিফাই করার অনুরোধ জানাচ্ছে শিলিগুড়ি পুলিশ। আদৌ ওই নামে কেউ রয়েছে কি না সেটা জানতে চাওয়া হবে। নিয়ম অনুযায়ী জন্ম শংসাপত্রের জন্যে কেউ আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট পুরসভা কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতকে ভেরিফাই করার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারা ভেরিফাই করে রিপোর্ট দিল সেই শংসাপত্র বৈধ ধরা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভেরিফাই করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

পাচার রুখলেন গ্রামবাসী

কিশনগঞ্জ, ৭ নভেম্বর : বিহারে চলছে বিধানসভা নির্বাচন। ফলে নেপাল সীমান্তবর্তী রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিশনগঞ্জ জেলায় জোরদার টহল দিচ্ছে পুলিশ ও এসএসবি'র জওয়ানরা। তবে অভিযোগ, দিনে নিরাপত্তার কড়াকড়ি থাকলেও রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দেদার চলছে চোরাচালান।

বৃহস্পতিবার রাতে কিশনগঞ্জ জেলার টেরাগছ থানা এলাকার নেপাল সীমান্তের বৈরিয়ার গ্রামবাসী লাউয়ের বীজবোঝাই একটি ট্র্যাক্টর আটক করেন। পরে এসএসবি'র ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের হেপাজতে তুলে দেয় ট্র্যাক্টরটিকে। তবে রাতের অন্ধকারে চালক পালিয়ে যান। জানা গিয়েছে, ট্র্যাক্টরটিতে প্রায় ৩০ বস্তা লাউয়ের বীজ পাওয়া গিয়েছে। বাজেয়াপ্ত সামগ্রী নেপালের গৌরীগঞ্জ এলাকা থেকে টেরাগছে ব্লক এলাকায় পাচার করা হচ্ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। টেরাগছ থানায় এসএসবি'র তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নেপাল থেকে লাউয়ের বীজ অবৈধভাবে জেলায় পাচার করা হয় বলে অভিযোগ।

জেডি(ইউ)-এর জনসভা

কিশনগঞ্জ, ৭ নভেম্বর : বিহারের ঠাকুরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের জেডি(ইউ) প্রার্থী গোপালকুমার আগরওয়ালের সমর্থনে শুক্রবার চুরলীহাট ময়দানে জনসভা করলেন ভোজপুরি অভিনেতা দীনেশলাল যাদব। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন। মিম ও রাষ্ট্রীয় জনতা দলকে হারিয়ে এনডিএ-কে আরেকবার সুযোগ দিন।'

এক পলকে একটু দেখার

প্রথম পাতার পর

স্বপ্ন দেখেছে আরও অনেকে। ফুলের তোড়া আর ফোটোফ্রেম নিয়ে কোচবিহারের একটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে আসা খুদে, কলেজ ফিরতি পথে ক্লান্ত শরীরে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে নেতাজি মোড়ের সাদা দোতলা বাড়ির বন্ধ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অষ্টাদশী, সারা গায়ে ধুলোবালি মাখা ছেঁড়া জামা পরে পাতা সহ ফুলের গোছা হাতে নিয়ে অপেক্ষারত সেই পথশিশুটিও।

হেমন্তের সকালে রোদ ঝলমলে আকাশ। এদিন রবিবার ছিল না, ছুটির দিনও নয়। কিন্তু উৎসবের মেজাজে সকাল থেকেই ছিল শহর শিলিগুড়ি। রাস্তায় গাড়ির চলাফেরা কম। সুভাষপল্লিতে রিচার বাড়ির সামনে ভিড় জমতে শুরু করেছিল সকাল থেকে। মাঝেমধ্যেই সুর তুলছিল ব্যান্ডপার্টি।

এদিন সকাল ৯টা ১৫ মিনিট নাগাদ বাগডোগরায় পা রাখার কথা ছিল রিচার। কিন্তু দিল্লি বিমানবন্দরে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে এদিন প্রায় তিন ঘণ্টা পরে বিমান ওড়ে। ফলে অপেক্ষার প্রহরও দীর্ঘ হয়। অবশেষে রিচা পৌঁছান দুপুর ১২টার পর। উৎসুক মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন বিমানবন্দরের বাইরে। নীল স্যুট, চোখে কালো চশমা পরা মেয়েটি একগাল হেসে হাত নাড়তে নাড়তে বিমানবন্দর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন জয়ধ্বনি উঠল, 'রিচা... রিচা।' ভিড় ঠেলে বিশ্বজয়ী উঠলেন হুডখোলা গাড়িতে। দুপুর দেড়টা নাগাদ বাড়িতে ফিরেই মাকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। এরপর ছাদে উঠে বাড়ির বাইরে দাঁড়ানো অগণিত ভক্তের উদ্দেশে হাত নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানান। বিকেলে বাঘা যতীন পার্কে নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মেয়র গৌতম দেব ঘোষণা করেন, সংস্কারের পর ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মূল স্ট্যান্ড বিশ্বজয়ীর নামে নামকরণ হবে।

রিচার বাড়ির দেওয়ালে বিশালাকার একটি পোস্টার টাঙানো হয়েছিল। দেশের জার্সিতে বিশ্বকাপের সঙ্গে ছবিটির পাশে লেখা 'ওয়েলকাম হোম'। গেট থেকে বাড়িতে ঢোকার পথে বিছিয়ে দেওয়া হয় লাল কার্পেট। নেতাজি মোড়ে একাধিক জায়গায়, শহরের মূল সড়কের ধারে চোখে পড়েছে এমন বহু ফেস্টুন, ব্যানার। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে হাতিয়াডাঙ্গা থেকে আসা শিশুদের গলায় রিচার নামে জয়ধ্বনি ভেসে আসছিল অনেক দূর থেকে।

বিমানবন্দর থেকে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পাশে, বিভিন্ন মোড়ে রিচাকে একঝলক দেখার আশায় বহু মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন। গোঁসাইপুর ভুজিয়াপানির বিলাস দেবনাথ এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কের ওপর আয়াপ্পা মন্দিরের সামনে অপেক্ষা করছিলেন তোড়া নিয়ে। বারবার হাতের ইশারায় কনভয়ের গতি কমানোর অনুরোধ করেও ব্যর্থ হবেন বুঝে সামান্য এগিয়ে তোড়াটি ছুড়ে দেন। ক্যাচ মিস করেননি জাতীয় দলের উইকেটকিপার। কনভয় বাগডোগরা বিহার মোড়ে পৌঁছাতেই মানুষের ভিড়ে গতি কমাতে হয়। ছবি তুলতে তুলতে বছর ষাটের অন্তরা মোদক বললেন, 'রিচা আমাদের এলাকার নাম বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে। সোনার টুকরো মেয়েটাকে একঝলক দেখব বলেই তো সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি।'

সময় যত এগিয়েছে, রিচার বাড়ির সামনে ভিড় তত গাঢ় হয়েছে। বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ বাকিদের সঙ্গে গিয়েছিলেন বিমানবন্দরে। মা সকাল থেকে ব্যস্ত ছিলেন হেঁশেলে। পনির, ডাল, চাটনি, পায়েস- আরও কত কী! জিপে চেপে রিচা যখন পৌঁছালেন বাড়ির সামনে, তখন তিলধারণের জায়গা নেই। ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইলে মুহূর্তকে ধরা। সেলফির আবদার। অটোগ্রাফের চাহিদা। ফুলের তোড়া, উত্তরীয় নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। পুলিশ, উইনার্স টিমের কড়াকড়ি। হাত মেলানোর ইচ্ছে।

গেটে তখন বরণডালা নিয়ে মা স্বপ্না ঘোষ। মেয়ে এসে চুপটি করে দাঁড়াল সামনে। প্রদীপের শিখা থেকে ওম রিচার মাথায় ছুঁয়ে দিলেন স্বপ্না। তারপর চামচে তুলে খাইয়ে দিলেন পায়েস, জল। এরপর ভক্তদের উদ্দেশে হাত নেড়ে ভেতরে ঢুকে যান বিশ্বজয়ী। ভিড় এতটাই ছিল যে, প্রাক্তন বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্যকে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে রিচাকে অভিনন্দন জানাতে হয়। একই অবস্থা হয়েছে তাঁর কয়েকজন আত্মীয়ের।

বিকেলে বাঘা যতীন পার্কে ছিল সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সেখানে পুরনিগমের তরফে রিচার হাতে সোনার ব্রেসলেট, ঘড়ি, ট্রলিব্যাগ ও পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হয়। সেই মঞ্চেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো অভিনন্দনবার্তা পড়ে শোনানো হয়। এসজেডিএ'র তরফে সোনার চেন দেওয়া হয়েছে রিচাকে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের থেকে উপহার হিসেবে ছিল দুর্গামূর্তি। সবমিলিয়ে প্রায় ১৩০টি সংগঠন রিচাকে এদিন সংবর্ধনা দিয়েছে।

শিবমন্দির, মাটিগাড়ায় ভিড় সামলে রিচার কনভয় ধীরে ধীরে শহরমুখী হয়েছে। দার্জিলিং মোড়েও বহু মানুষ তাঁকে দেখতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উচ্ছ্বাস বাঁধ ভাঙে কনভয় শহরে ঢোকার পর। মাল্লাগুড়ি থেকে জংশন, এয়ারভিউ মোড়, সেবক মোড়, হাসমি চক হয়ে কাছারি রোড ধরে সুভাষপল্লির বাড়ি পর্যন্ত গোটা রাস্তায় শুধুই উন্মাদনা চোখে পড়েছে। অনেকের হাতেই ছিল জাতীয় পতাকা। কেউ আবার আতশবাজি ফাটাচ্ছেন। ভিড় সামলাতে হাঁসফাঁস অবস্থা পুলিশের। এক পুলিশকর্মী অবশ্য হাসিমুখে বললেন, 'মানুষের আবেগ কীভাবে আটকাব বলুন। মানুষ একবার বিশ্বজয়ীকে ছুঁয়ে দেখতে চাইবে। তাঁর ছবি তুলতে চাইবে। এটাই তো স্বাভাবিক।'

রিচার কনভয় যাতে নির্বিঘ্নে সুভাষপল্লির বাড়িতে পৌঁছাতে পারে, সেজন্য পুলিশ এদিন বাগডোগরা থেকে কোর্ট মোড় পর্যন্ত রাস্তা পুরোটাই গ্রিন করিডর করে দিয়েছিল। হুডখোলা জিপের সামনে-পেছনে একাধিক পাইলট কার ও পুলিশকর্তাদের গাড়ি ছিল। ফলে শিলিগুড়ির চেনা যানজটের ছবিটা কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিল এদিন।

তথ্য সহায়তা : খোকন সাহা

সোনালি ঝলকে উজ্জ্বল বোল্লাকালী

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৭ নভেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী বোল্লাকালীপুজোয় এ যেন চোখধাঁধানো সোনার ঝলক। দেবীমূর্তির সোনালি আভায় উজ্জ্বল মন্দির প্রাঙ্গণ। এবছর আনুমানিক ৩২ কেজি ওজনের গয়না পরানো হয়েছে দেবীকে। এর মধ্যে সোনার অলংকারই প্রায় ৯ কেজি। বাকিটা হিরে, রুপোর গয়না। শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে শুরু হয় গয়না পরানোর কাজ, যা চলে টানা দুই ঘণ্টা ধরে। মাকে পরিয়ে দেওয়া হয় সোনার গলার হার, সীতাহার, চুড়ি, ঝুমকা, মাথার টিকলি, কানের দুল, কপালের টিপ। হিরের গয়নার মধ্যে ছিল আংটি, চুড়ি, টিকলি ও কপালের টিপ। পাশাপাশি রুপোর গয়নার মধ্যে ৬ ফুট লম্বা মুক্তামালা ও কোমর বিছা, দেবী অলংকৃত হয়েছেন রাজকীয় সজ্জায়। মন্দির ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক রাজীব কর্মকার বলছেন, 'এ বছর আনুমানিক ৩২ কেজি গয়না পরানো হয়েছে। আজ দমদমের এক ভক্ত ২০০ গ্রাম রুপোর জবার মালা ও ২৮ গ্রাম সোনার সীতাহার দান করেছেন মাকে পরিয়ে দেওয়ার জন্য।'

বোল্লাকালীর পুজো নিয়ে উন্মাদনা নতুন নয়। তাই এদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ঢল নামে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধুই কালো মাথার ভিড়, জনস্রোত সর্বত্র। মন্দির থেকে বোল্লা হাসপাতালের রাস্তা, বনহাট-পতিরাম বিএসএফ ক্যাম্পের রাস্তা, বদলপুরের রাস্তা ও বোল্লা বাসস্ট্যান্ডের রাস্তাগুলিতে মানুষের স্রোত উপচে পড়েছে। অফিসের সামনে দানের রসিদ কাটার জন্য লম্বা লাইন, অতিথিনিবাস ও স্থানীয় বাড়িঘর সবই পরিপূর্ণ ভক্তে। পূর্বদিক দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ ও পশ্চিম দিক দিয়ে বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাতায়াতের সুবিধার্থে মন্দির প্রাঙ্গণে বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। আগামী তিনদিন আরও রেকর্ড ভিড়ের সম্ভাবনা দেখছেন মন্দির কমিটির সদস্যরা। মেলা কমিটির এক সদস্য অনির্বাণ দাসের দাবি, 'প্রথম দিনেই লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হয়েছে।' যে কারণে মন্দিরের গেটে নিরাপত্তার জন্য নেট বসানো হলেও বেপরোয়া ভক্তদের ভোগ ছোড়া নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়।

গয়নায় সাজানো হচ্ছে প্রতিমা। শুক্রবার।

তবে এমন ভিড়ে ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটেছে। মেলার দোকানপাটে বেচাকেনা হয়েছে জমজমাট। ট্রাস্ট কমিটির সদস্য অলোক কর্মকার বলেন, 'প্রথম দিনই এত ভিড় হয়েছে যে নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হয়ে পড়ছে। তাই আগামী দিনগুলির জন্য নতুন পরিকল্পনা নিতে হচ্ছে। কিছু ভিআইপি পাস করা হয়েছে কিছু বিশেষ মানুষদের জন্য।' নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। দুই হাজারেরও বেশি পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন রয়েছেন। জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল নিজে কন্ট্রোল রুম তদারকি করছেন। পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো টানা তিনদিন ধরে মেলা প্রাঙ্গণেই রয়েছেন। তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত সব ঠিকঠাক রয়েছে। আশা করছি আগামী তিনদিনও ঠিকঠাকই থাকবে।'

মন্দির কমিটির সদস্য তুষার দাস বলেন, 'নিয়ম মেনে এবছরও দুটো পাঁঠাবলি হবে আমাদের। বাকি পাঁঠা উৎসর্গ করে বোল্লায় ছেড়ে দেওয়া হবে না বলি দিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে, তা ভক্তদের নিজস্ব ব্যাপার। আমরা কোনও হস্তক্ষেপ করি না।' বোল্লাকালীপুজোর প্রথম দিনই ভক্তি, উৎসব ও নিরাপত্তার সমন্বয়ে মুখরিত হয়ে উঠেছে গোটা বোল্লা গ্রাম।

ছক্কা মারাই আমার সবচেয়ে পছন্দের

বাড়ি ফিরে ফাঁস করলেন রিচা

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : বিশ্বকাপে এক ডজন ছক্কা হাঁকিয়েছেন। যা মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে যুগ্ম সর্বোচ্চ। বিশ্বজয়ের সঙ্গে রেকর্ড গড়ার তৃপ্তি তো আছেই, এর বাইরে রিচা ঘোষ আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন ছক্কা হাঁকিয়ে। বলেছেন, 'বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারি মারতে আমার ছোটবেলা থেকেই ভালো লাগে। খুব ছোট থেকে বাবার খেলা দেখতে দেখতে এটাই সবচেয়ে পছন্দের জিনিস হয়ে উঠেছিল। ভালো লাগছে, বিশ্বকাপের আসরে সেটাই করতে পেরে।' শুধু নিজের ভালো লাগা নয়, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের মেয়েরাও যাতে নিজেদের পছন্দকে বেছে নিতে পারে, সেই সাহসই প্রথম বাঙালি হিসেবে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসে রিচা শিলিগুড়িবাসীকে জোগানোর চেষ্টা করেছেন।

১২টি ছক্কা

টিম ম্যানেজমেন্ট আমাকে চালিয়ে খেলার স্বাধীনতা দিয়েছিল। সেই মতো আমি নিজের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা চালিয়েছি। বরাবরই ছক্কা হাঁকাতে আমার খুব ভালো লাগে। আর সেটা দেশের কাজে লাগলে তার থেকে বেশি তৃপ্তি আর কিছুতে মেলে না।

বিশ্বকাপ জিতবেন, প্রথম উপলব্ধি

দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ হওয়ায় সবারই আমাদের নিয়ে প্রত্যাশা ছিল। তবে আমরা শুরু করেছিলাম ম্যাচ বাই ম্যাচ এগোনোর ভাবনা নিয়ে। ফাইনালেও আমরা ছোট ছোট টার্গেট সেট করে এগিয়েছি।

টানা তিন ম্যাচ হারের চাপ

বিশ্বকাপে এই সময়টা টিমের জন্য খুব কঠিন গিয়েছে। তবে ওই ম্যাচ তিনটিতেও বিপক্ষ আমাদের উড়িয়ে দিতে পারেনি। লড়াই করে সামান্য কিছু ভুলে ম্যাচ হাতছাড়া করেছি আমরা। তাই বিশ্বাস ছিল, নিজেদের শুধরে নিতে পারলে আমরা কাপ জয়ের বড় দাবিদার হয়ে উঠব।

নিজের প্রতি আস্থা তৈরি

লিগ পর্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৭৭ বলে ৯৪ রানের ইনিংসটার পর। ব্যাটিং বিপর্যয়ের মধ্যে ওই ইনিংসটা আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ম্যাচটা জিততে পারলে আরও ভালো লাগত।

বিশ্বজয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা

সতীর্থরা তো আছেই, কোচ থেকে শুরু করে টিমের সঙ্গে যুক্ত সকলেই এই সাফল্যের ভাগীদার। প্রাক্তনদের মধ্যে ঝুলনদি (গোস্বামী) সবসময় আমাদের প্রতি আস্থা দেখিয়েছেন। বারবার, তিনি বলতেন তোরা পারবি। আমাদের প্রতি তাঁর এই বিশ্বাস কঠিন সময়ে মনোবল জুগিয়েছে।

বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভক্তদের অভিনন্দন গ্রহণে রিচা ঘোষ। ছবি : তৃণা চৌধুরী

বিসিসিআইয়ের ভূমিকা

শুনেছি, একটা সময় মহিলা বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে দিন প্রতি ১ হাজার টাকা ভাতা পেত ক্রিকেটাররা। বিসিসিআই মহিলা ক্রিকেটের দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই ছবি অনেকটা বদলেছে। নিয়মিত ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে ক্রিকেটাররা। মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগ শুরু হয়েছে। যা সহজ করে দিয়েছে নতুন প্রতিভাদের উঠে আসার রাস্তা।

শিলিগুড়ির কারও কাছে কৃতজ্ঞতা

বাবা। ছোট থেকে এত দূর পৌঁছানোর নেপথ্যে বাবার পরিশ্রম, ভরসা। সঙ্গে মায়ের কথাও বলতে হবে।

ভাঙা আঙুলে সাফল্যের রহস্য

কোনও রহস্য নেই। লিগ পর্যায়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে একটা বল ধরতে গিয়ে আঙুলে চোট লাগে। এরপর বাংলাদেশ ম্যাচটায় উমা ছেত্রীকে খেলানো হয়। কিন্তু দলে সিনিয়ার উইকেটরক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্বটা জানতাম। তাই সেমিফাইনাল-ফাইনালে মাঠে নামা নিয়ে আমার কোনও দ্বিধা ছিল না। সবার আশীর্বাদে শেষ দুটো ধাপ পেরোতে পেরেছি।

পরবর্তী লক্ষ্য

আগামী বছরই টি২০ বিশ্বকাপ আছে। ভারত কখনও এই ট্রফিটা জেতেনি। সেই ট্রফির লক্ষ্যেই এবার পরিশ্রম করব।

বিশ্বজয়ের প্রভাব

(ভিড় দেখিয়ে) সকাল থেকে এত মানুষ আমাকে দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তাঁরা নিশ্চয় এই বিশ্বকাপ জয় বিফলে যেতে দেবেন না। কপিল দেবের নেতৃত্বে (১৯৮৩ সালে) চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ক্রিকেট নিয়ে আমাদের চিন্তাধারা বদলে দিয়েছিল। আমি আশাবাদী এই জয়ে মহিলা ক্রিকেটও দেশের প্রতিটি কোনায় পৌঁছে যাবে।

পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দেশে বার্তা

স্বপ্ন দেখো, পরিশ্রম করো। ফল কবে পাবে, সেই চিন্তায় উৎকণ্ঠায় ভুগো না। আমি বিশ্বাস করি, পরিশ্রমের ফল একদিন পাবেই।

ইডেনে বিশ্বজয়ীর সংবর্ধনা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বর : জীবনটাই বদলে গিয়েছে মাত্র কয়েকদিনে। দম ফেলার সময় নেই তাঁর।

তার মধ্যেই মুম্বইয়ে বিশ্বকাপ জয় করে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আজই শিলিগুড়িতে পৌঁছেছেন রিচা ঘোষ। শনিবার শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় হাজির হচ্ছেন বিশ্বকাপজয়ী প্রথম বাঙালি ক্রিকেটার। বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথমবার কলকাতায় আসছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে রিচাকে নিয়ে প্রবল উৎসাহ রয়েছে। আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় বাংলা ক্রিকেট সংস্থা সংবর্ধনা দিতে চলেছে রিচাকে। যেখানে সোনার ব্যাট ও বল দিয়ে সিএবি সংবর্ধিত করবে রিচাকে। ভারতীয় মহিলা দলের

থাকছেন মুখ্যমন্ত্রী

উইকেটকিপার ব্যাটারের জন্য থাকছে বড় অঙ্কের আর্থিক পুরস্কারও। রাতের দিকের খবর, মহিলাদের বিশ্বকাপ ফাইনালে রিচা করেছিলেন ৩৪ রান। সেই ৩৪ রানের সমতুল্য ৩৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে রিচাকে।

ক্রিকেটের নন্দনকাননে রিচার সংবর্ধনার আসরকে কেন্দ্র করে আগামীকাল চাঁদের হাট বসতে চলেছে। জানা গিয়েছে, সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামীরা থাকছেনই। আর থাকছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে আজই তাঁর হাজির থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসেরও হাজির থাকার কথা। টলিউডের সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও আগামীকাল রিচার সংবর্ধনার আসরে থাকবেন বলে খবর। প্রসেনজিতের সঙ্গে বাংলা সিনেমার আরও একঝাঁক তারকার হাজির থাকার কথা। জানা গিয়েছে, দেব, কোয়েল মল্লিকদের মতো টলিউডের তারকাও রিচার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন। সিএবি-র এক কর্তা আজ বিকেলে বলছিলেন, 'রিচা আমাদের গর্ব। ওর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জাঁকজমকের ত্রুটি রাখছি না আমরা।'

গাব্বায় হাতছানি নয়া ইতিহাসের

ব্রিসবেন, ৭ নভেম্বর : ব্রিসবেনের গাব্বা।

অজি ক্রিকেট ঐতিহ্যের অন্যতম স্তম্ভ। শুক্রবার সেই গাব্বাতে আরও এক ইতিহাসের হাতছানি 'মেন ইন ব্লু'-র সামনে। হোবার্টের পর গোল্ড কোস্টের বাইশ গজে সোনা ফলেছে। জয়ের হ্যাটট্রিকে এবার গাব্বায় তেরঙ্গা উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ।

সিরিজে ২-১ এগিয়ে থাকা সূর্যকুমার যাদবদের যা পাখির চোখ। ওডিআই সিরিজের হারের বদলার সঙ্গে গাব্বায় ২০২০-'২১ সালের টেস্ট সফরে ঋষভ পন্থদের স্মরণীয় স্মৃতি উসকে দেওয়া। সিরিজ হারানোর কোনও সম্ভাবনা নেই। সামনে দুইটি সম্ভাবনা- এক, সিরিজ ড্র, দুই, সিরিজ পকেটে পোরা। অজিরা যেখানে নামবে ঘরের মাঠে সিরিজ হাতছাড়ার লজ্জা এড়াতে। ফলস্বরূপ, গাব্বা-দ্বৈরথে আগামীকাল মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা ভারতের পক্ষেই।

পরিস্থিতি, পরিবেশ, পিচ- তিন ফ্যাক্টরেই অবশ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা। গাব্বার পিচ মূলত পেস, বাউন্সের জন্য পরিচিত। আগামীকাল টি২০ সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে সেই চরিত্র আদৌ কতটা বদলাবে, বলা মুশকিল। ফলে অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তীদের স্পিন দিয়ে অজি ব্যাটারদের ঘায়েল করার ছক কতটা কার্যকর হবে, দোলাচল থাকবে। থাকছে বৃষ্টির সম্ভাবনাও।

বাড়তি নজর তাই সেঞ্চুরি থেকে এক উইকেট দূরে থাকা জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিংয়ের পেস জুটির দিকে। বুমরাহ সিরিজে সেভাবে উইকেটের মধ্যে নেই। কিন্তু লাল হোক বা সাদা, হাতে বল মানে সবসময় উইকেটের গন্ধ। যশস্বীর 'বুমবুম' বোলিং সেদিক থেকে গাব্বায় সূর্যর তুরুপের তাস হতে পারে। অর্শদীপ স্বমেজাজে আবারও টি২০-তে নিজের জাত চেনাচ্ছেন।

উঁকি মারছে বাড়তি পেসার নিয়ে খেলার ভাবনা। প্রশ্ন হর্ষিত রানা নাকি সিরিজে এখনও সুযোগ না পাওয়া প্রসিধ কৃষ্ণা? আগামীকাল তৃতীয় পেসার নেওয়া হলে, কাকে দেখা যাবে বুমরাহ-অর্শদীপের সঙ্গী হিসেবে? পাল্লা ভারী হর্ষিতের। সিরিজে ব্যাটে-বলে কিছুটা হলেও ছাপ রেখেছেন কেকেআরের পেস বোলার। গম্ভীরের অকৃত্রিম স্নেহ তো রয়েছেই।

বাড়তি পেসার মানে 'উইনিং' কম্বিনেশন ভাঙা। একজন স্পিনার কম খেলানো। সেক্ষেত্রে বসাতে হবে শেষ দুই ম্যাচে জয়ের অন্যতম কারিগর ওয়াশিংটন সুন্দরকে! এই মুহূর্তে যা বেশ কঠিন। সবমিলিয়ে সিরিজ ফয়সালা ম্যাচে ভারতীয় একাদশের চেহারা কী রকম হবে, ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশকিল।

আত্মবিশ্বাসী টিম সূর্য

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত
পঞ্চম টি২০
সময় : দুপুর ১.৪৫ মিনিট
স্থান : ব্রিসবেন
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

মিচেল মার্শদের সামনে মূল কাঁটা একঝাঁক তারকার অনুপস্থিতি। জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেডদের শূন্যতা পূরণ যে সহজ নয়, গতদুই ম্যাচে ভালোমতো টের পেয়েছে ক্যাঙারু ব্রিগেড। বিশেষত, গোল্ড কোস্টে বৃহস্পতিবার যেভাবে ভারতীয় স্পিন ত্রয়ীর সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে ব্যাটাররা, চিন্তা বাড়াতে বাধ্য কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের।

ঘরের মাঠে সিরিজ অমীমাংসিত রাখতে হলে ব্যাটিংয়ের ফাঁকফোকর পূরণ জরুরি। ফলে আগামীকাল বাড়তি দায়িত্ব টিম ডেভিড, মার্কাস স্টোয়িনিস, মিচেল মার্শদের ওপর। সূর্যদের লক্ষ্য সেখানে, এই তিন 'কাঁটাকে' যত দ্রুত সম্ভব ডাগআউটে ফেরানো। হিসেব মিললে, ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ে সফর শেষের রাস্তা মসৃণ হবে।

অস্ট্রেলিয়া শুধু নয়, ব্যাটিং সমস্যা ভারতীয় শিবিরেও। কারারা ওভালে জেতার পর ব্যাটারদের দলগত প্রয়াসের কথা বলেছিলেন সূর্য। দাবি করেছিলেন, কারারা ওভালের কঠিন পিচে (অসমান বাউন্স) ১৬৭ রানে পৌঁছোনোও কৃতিত্বের। কিন্তু বাস্তব হল, বেশিরভাগই ব্যাটারই ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছে।

বিশেষত, সূর্য স্বয়ং। তিলক ভার্মার (০, ২৯ ও ৫) রান না পাওয়া তালিকা দীর্ঘ করেছে। ভালো শুরু করেও ফিনিশ দিতে পারছেন না অভিষেক। প্রথম বল থেকে মারার ছক ধরা পড়ে যাচ্ছে বোলারদের কাছে। ব্যাটিং-স্ট্র্যাটেজি না বদলালে রাজপাট বজায় রাখা সহজ হবে না অভিষেকের।

মিডল অর্ডারেও বারবার ধস নামছে। গত ম্যাচেও ১৪ ওভারে ১২১/২ স্কোরের সুবিধাজনক অবস্থা হাতছাড়া হয় পরপর উইকেট খুইয়ে। শেষপর্যন্ত অক্ষর প্যাটেলের ক্যামিও ইনিংসে দেড়শো পার।

সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে শনিবার নাথান এলিস, অ্যাডাম জাম্পারা যার সুযোগ নিতে মরিয়া থাকবেন।

টস গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। গাব্বায় গত ১১টি টি২০ ম্যাচে আগে ব্যাটিং করা দল বেশি সফল। রান তাড়া তুলনায় কঠিন। টি২০ দ্বিপাক্ষিক দ্বৈরথে অজিদের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে স্কোরলাইন ২০-১১। জয়ের সংখ্যা হারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। শনিবার যে আধিপত্য বজায় রেখে গৌতম গম্ভীরের দল সিরিজ জিততে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার।

পেস, বাউন্সের গাব্বার উইকেটেও অস্ট্রেলিয়ার কাঁটা হতে তৈরি অক্ষর প্যাটেল।

মরশুম শেষে ফুটবলকে বিদায় জানাতে পারেন সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বর : এবার সম্ভবত পুরোপুরি থামতে চলেছেন তিনি।

শুধু জাতীয় দল নয়, ক্লাব ফুটবল থেকেও অবসরের কথা এবার ভেবে ফেললেন সুনীল ছেত্রী। গত বছর কাতারের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপের ম্যাচের পরই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। তাঁর সেই সিদ্ধান্তকে ঘিরে আবেগে ভেসেছিল সারা দেশের ফুটবল মহল। কিন্তু ফের অবসর ভেঙে জাতীয় দলে তিনি ফিরে আসেন। গত মার্চে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওই ম্যাচের পর এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জনের সবকয়টি ম্যাচ খেললেও দেশকে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে তুলতে পারেননি সুনীল। যে আক্ষেপ তাঁর হয়তো চিরকালই থাকবে। তবে জাতীয় দলই শুধু নয়, ক্লাবস্তরেও আর খেলার আগ্রহ তিনি যে হারিয়েছেন, সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

এদিন এক সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশের ফুটবল আইকন বলে দিয়েছেন, 'আমরা (বেঙ্গালুরু এফসি) এই মরশুমে আইএসএল জিতলে ফের একবার দেশের প্রতিনিধি হিসাবে ক্লাবের হয়ে আন্তর্জাতিকস্তরে খেলার সুযোগ পাব। কিন্তু ৪২ বছর বয়সে সেটা খুব সহজ হবে না। আমার ইচ্ছা এবারের আইএসএলে অন্তত ১৫ গোল করার আর তারপর অবসর নেওয়া।'

১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের নিয়মরক্ষার ম্যাচ খেলবে ভারত। সেই ম্যাচের জন্য সুনীলকে আর শিবিরে ডাকেননি খালিদ জামিল। পরিষ্কার, তাঁর সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নেন জাতীয় দলের হেড কোচ। সুনীলও বলেছেন, 'খালিদ

স্যারকে আমার অবসরের বিষয়টি জানানো সহজ ছিল। কারণ, আমি অবসর ভেঙে ফিরেছিলাম যাতে ভারতকে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আমরা বিদায় নিয়েছি বাছাইপর্ব থেকেই। ফলে আমি কোচকে সেটা বলায় তিনিও মেনে নেন।' তবে এবার আর জাতীয় দলই নয়, হয়তো পরিবারকে সময় দিতে তিনি ফুটবলকেই পুরোপুরি বিদায় জানাতে চলেছেন।

চালকের আসনে ঋষভের ভারত

বেঙ্গালুরু, ৭ নভেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের দ্বিতীয় দিনে সুবিধাজনক অবস্থায় ভারত। প্রথম দিন ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৫৫ রানে। শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকা অল আউট হয় ২২১ রানে। অধিনায়ক মার্কুইস অ্যাকেরম্যান (১৩২) অধিনায়ক ছাড়া আর কোনও ব্যাটার ভারতীয় বোলারদের বিপক্ষে সুবিধা করতে পারেননি। প্রসিধ কৃষ্ণা ৩টি, মহম্মদ সিরাজ ও আকাশ দীপ ২টি করে উইকেট পান। আগের দিন আঙুলে চোট পাওয়ায় ঋষভকে নিয়ে

ব্যর্থ অভিমন্যু

সংশয় তৈরি হয়েছিল। এদিন অবশ্য তাঁকে উইকেটকিপিং করতে দেখা যায়। প্রথম ইনিংসে ৩৪ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ভারতের সংগ্রহ ৩ উইকেটে ৭৮ রান। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ (০)। এছাড়াও প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছেন বি সাই সুদর্শন (২৩) ও দেবদত্ত পাড়িক্কাল (২৪)। ক্রিজে লোকেশ রাহুল (২৬) ও কুলদীপ যাদব (০)। দ্বিতীয় দিনের শেষে ১১২ রানে এগিয়ে ভারত।

ভরসা জোগাচ্ছেন লোকেশ রাহুল।

বাড়ি ফিরে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে আমনজ্যোৎ কাউর। মোহালিতে শুক্রবার।

মহারাষ্ট্রে স্মৃতিদের আর্থিক পুরস্কার

মুম্বই, ৭ নভেম্বর : মহিলাদের বিশ্বজয়ের আনন্দে এখনও মাতোয়ারা গোটা দেশ।

শুক্রবার নিজের শহরে ফিরলেন আমনজ্যোৎ কাউর, হার্লিন দেওল। ভারতের বিশ্বকাপজয়ীদের ঘিরে উন্মাদনার জোয়ারে ভাসল চণ্ডীগড় বিমানবন্দর।

ঢোলের তালে, ফুলে-মালায় রীতিমতো

জয়ের উদ্যোগে পদক পেলেন প্রতীকা

উৎসবের মেজাজে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দুই ক্রিকেটারকে বরণ করে নেওয়া হয়। এমন অভ্যর্থনায় আপ্লুত আমনজ্যোৎ। বলেছেন, 'বিশ্বকাপ জয়ের এই সাফল্য গোটা দেশের, গোটা পঞ্জাবের। অস্ট্রেলিয়াকে সেমিফাইনালে হারানোর পর থেকে আমরা ঘুমোতে পারিনি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও একই অবস্থা।' হার্লিন বলেছেন, 'সুযোগ এবং স্বাধীনতা পেলে মেয়েরাও শিরোপা জিততে পারে, আমরা প্রমাণ করেছি। বিশ্বাস করেছিলাম আমরা বিশ্বকাপ জিততে পারি, পেরেছি।'

বিশ্বজয়ী দলের মহারাষ্ট্রের তিনকন্যা স্মৃতি মান্ধানা, জেমিমা রডরিগেজ ও রাধা যাদবকে সংবর্ধনা দিলেন সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। সেইসঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ২.২৫ কোটি টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে মহারাষ্ট্রের সরকার।

এদিকে, অবশেষে বিশ্বকাপ জয়ের পদক পাচ্ছেন প্রতীকা রাওয়াল। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে চোট পান প্রতীকা। ফলে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে খেলতে পারেননি। হুইলচেয়ারে বসে দলের সঙ্গে ট্রফি জয়ের সেলিব্রেশনে শামিল হলেও ফাইনালে ১৫ জনের দলে না থাকায় পদকও পাননি প্রতীকা। তাঁর সেই আক্ষেপ মিটছে আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা-র উদ্যোগে। প্রতিকার বাবা প্রদীপ রাওয়াল বলেছেন, 'জয় শা আমাদের জানিয়েছিলেন প্রতীকা পদক পাবে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই ও পদক হাতে পেয়ে গিয়েছে।'

ফের পাকিস্তানকে হারাল ভারত

হংকং, ৭ নভেম্বর : এবারও চাকা ঘোরাতে ব্যর্থ পাকিস্তান। বাধ সাধল বৃষ্টি। হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে ২ রানে জিতল ভারত। হংকংয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটাররা। নেতৃত্বে দীনেশ কার্তিক। সেখানে ইমার্জিং এশিয়া কাপের জন্য নির্বাচিত দলের ক্রিকেটারদের সিক্সেস খেলতে পাঠিয়েছে পাকিস্তান।

এদিন শুরুতে ৬ ওভার ব্যাট করে ৪ উইকেটের বিনিময়ে ৮৬ রান তোলে ভারত। ১১ বল খেলে ২৮ রান করেন রবিন উথাপ্পা। ভরত চিপলির সংগ্রহ ২৪। ৬ বলে ১৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন কার্তিক। রান তাড়া করতে ভালো শুরু করেছিল পাকিস্তান। তবে দ্বিতীয় ওভারেই মাজ সাদাকতকে ফিরিয়ে ধাক্কা দেন স্টুয়ার্ট বিনি। তবে লড়াই করছিলেন খাওয়াজা মহম্মদ ও আবদুল সামাদ। ১ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তানের স্কোর তখন ৩ ওভারে ৪২। সেইসময়ই শুরু হয় বৃষ্টি। পরে আর ম্যাচ শুরু করা যায়নি। ডিএলএস নিয়মে ম্যাচ জিতে যায় ভারত।

২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপ

কাজ করবে না অজি পাওয়ার! দাবি অশ্বীনের

চেন্নাই, ৭ নভেম্বর : বছর ঘুরলেই ভারত-শ্রীলঙ্কায় টি২০ বিশ্বকাপের আসর।

ঘরের মাঠে খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ ভারতীয় দলের সামনে। অস্ট্রেলিয়া মুখিয়ে খেতাব ফেরাতে। যদিও ক্যাঙারু ব্রিগেডের আগ্রাসী ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তন অফস্পিনারের দাবি, ভারতের তুলনামূলক মন্থর গতি, কম বাউন্সের পিচে মিচেল মার্শ, টিম ডেভিডদের পাওয়ার প্যাক ব্যাটিং কাজ করবে না।

> এই সিরিজে এমন উইকেট রেখেছে, যা কিছুটা মন্থর। আগামী টি২০ বিশ্বকাপ ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে। যেখানকার পিচ তুলনামূলক মন্থর। বল খুব বেশি লাফায় না। যা মাথায় রেখে এই পদক্ষেপ অজিদের। ব্রিসবেনেও একই জিনিস দেখব বলে বিশ্বাস আমার। -রবিচন্দ্রন অশ্বীন

চতুর্থ টি২০ ম্যাচে কারারা ওভালের প্রায় উপমহাদেশসুলভ পিচে টিম অজি ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতায় সেই ইঙ্গিত দেখছেন অশ্বীন। তাঁর মতে, বল যেই পিচে কিছুটা থমকে ব্যাটে আসবে, সেখানে ক্রিজে নেমেই মার্শদের বিগহিটের থিওরি সফল হবেই, জোর দিয়ে বলা মুশকিল। উদাহরণ কারারা ওভালের গত ম্যাচ। অসমান বাউন্স, বল ঠিকমতো ব্যাটে না আসা- যার সামনে পড়ে ভারতের ১৬৭-র জবাবে ১১৯ রানে শেষ অজিরা।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী দল। বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট। কিন্তু যদি উইকেট কিছুটা মন্থর হয়। বল থমকে আসে এবং সঙ্গে টার্ন করে? তখন কি হবে? আমার ধারণা, সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনা কমবে।'

তবে এর সঙ্গে যদি, কিন্তুও জুড়ে দিলেন। অশ্বীনের যুক্তি, ফেব্রুয়ারি-মার্চে যেহেতু নতুন মরশুম শুরু হবে, পিচ তাজা থাকবে। শিশিরের ফ্যাক্টরও প্রভাব ফেলবে। পরিস্থিতি উলটে গেলে অবাক হবেন না অশ্বীন। অজি থিংকট্যাংকের যা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। অশ্বীনের কথায়, ভারতীয় পিচের কথা মাথায় রেখে চলতি সিরিজে কিছুটা মন্থর, কম বাউন্সের উইকেট তৈরি করেছে ক্যাঙারুরা।

দ্রুতগতি, বাউন্সির উইকেটের জন্য বিখ্যাত ব্রিসবেনের গাব্বার পিচে একই সম্ভাবনা দেখছেন। অশ্বীন বলেছেন, 'এই সিরিজে এমন উইকেট রেখেছে, যা কিছুটা মন্থর। আগামী টি২০ বিশ্বকাপ ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে। যেখানকার পিচ তুলনামূলক মন্থর। বল খুব বেশি লাফায় না। যা মাথায় রেখে এই পদক্ষেপ অজিদের। ব্রিসবেনেও একই জিনিস দেখব বলে বিশ্বাস আমার।'

এদিকে, ইরফান পাঠান আবার নিয়ম বদলের দাবি তুললেন। চতুর্থ ম্যাচে ১৪তম ওভারের প্রথম বলে শুভমান গিলের ব্যাটের কানায় লেগে বল তাঁর প্যাডে লাগে। গিল এক রান নিতে দৌড়োন। এর মধ্যে অজি আবেদনে সাড়া দিয়ে আঙুল তোলেন আম্পায়ার। ডিআরএস নিয়ে শেষপর্যন্ত বেঁচেও যান গিল। দেখা যায় বল ব্যাটে লেগেছে আগে। কিন্তু বল ডেড হওয়ায় রান যোগ হয়নি ভারত, শুভমানের খাতায়। যা নাপসন্দ ইরফানের। তাঁর যুক্তি, ব্যাটার আউট না হলে কেন রান হবে না। ব্যাটিং টিম কেন রান পাবে না। এই নিয়ম যুক্তিহীন, অবিলম্বে যার পরিবর্তন দরকার।

শিবিরে ডাক রাজ, গৌরবকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বর : ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের শিবিরে ডাক পেলেন দুই বাঙালি রাজ বাসফোর ও গৌরব সাউ। চলতি মরশুমে চেন্নাইয়ান এফসি-র হয়ে খেলছেন রাজ। এদিকে, দেবজিৎ-আদিত্য পাত্ররা থাকা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলের হয়ে নিজের জাত চিনিয়েছেন গোলকিপার গৌরব সাউ। এছাড়া মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তরুণ উইঙ্গার লালথানকিমাকেও অনূর্ধ্ব-২৩ দলের শিবিরে ডেকেছেন ভারতের কোচ নৌশাদ মুসা।

আজ দায়িত্ব নিচ্ছেন লিয়েন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বর : শনিবার বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজ। ওইদিন সন্ধ্যায় সল্টলেকে বঙ্গ টেনিস সংস্থার ৮৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন লিয়েন্ডার।

তিন স্পিনারে রেল রোকো অভিযানে নামছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বর : তিন ম্যাচে পয়েন্ট ১৩। জোড়া জয় দিয়ে শুরুর পর ত্রিপুরা ম্যাচে জোরদার ধাক্কা খেয়েছে বাংলা। তিন পয়েন্ট হাতছাড়া হওয়ার পাশে দলের ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ের দৈন্যতাও সামনে এসেছে। ত্রিপুরা ম্যাচে বাংলার প্রাপ্তি এক পয়েন্ট।

এমন চাপের মুখে শনিবার সুরাটের মাঠে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে টিম বাংলা। রেল রোকো অভিযান শুরুর আগে টিম বাংলার অন্দরে বহু পরিবর্তনের পালা। অধিনায়ক বদলাচ্ছে। ওপেনিং জুটি বদলাচ্ছে। দলের বোলিং আক্রমণও বদলাচ্ছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, চলতি মরশুমে রেওয়েজের বিরুদ্ধে প্রথমবার তিন স্পিনারে একাদশ নামাতে চলেছে টিম বাংলা। সন্ধ্যার দিকে সুরাট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সুরাটের মাঠে শুরুতে জোরে বোলাররা সাহায্য পেলেও দ্বিতীয় দিন থেকে স্পিনাররা সাহায্য পাবে বলেই মনে হচ্ছে। তাই তিন স্পিনারে প্রথম একাদশ গড়ছি আমরা।' স্পিন অলরাউন্ডার হিসেবে শাহবাজ আহমেদ, ত্রিপুরা ম্যাচে রনজি ট্রফি অভিষেক হওয়া রাহুল প্রসাদের পাশে স্পিন অলরাউন্ডার বিশাল ভাটিকে দেখা যাবে আগামীকাল। দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলাবেন সুদীপ ঘরামি। তাঁর সঙ্গে ইনিংস ওপেন করবেন আদিত্য পুরোহিত। আদিত্যের আগামীকাল রনজি অভিষেক হচ্ছে। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'পরিস্থিতির কথা ভেবেই তিন স্পিনার খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।'

মহম্মদ সামির অনুপস্থিতিতে মহম্মদ কাইফ ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের খেলা নিশ্চিত। তিন নম্বর পেসার হিসেবে ঈশান পোড়েলের খেলা নিয়ে দোলাচল রয়েছে। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট চাইছে টানা তিন ম্যাচ খেলার পর ঈশানকে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে বিশ্রাম দিতে। রাত পর্যন্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'ঈশানকে খেলানোর সিদ্ধান্ত আগামীকাল ম্যাচ শুরুর আগে হবে। এই ম্যাচ থেকে যতটা সম্ভব পয়েন্ট পেতেই হবে আমাদের।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ সানভী (মুন্নী) ঃ শুভ জন্মদিনে অনেক ভালোবাসা, আদর ও আশীর্বাদ রইলো।- **দাদারা, দিদুনরা ও ‘তরুণ ভিলার’ দাস পরিবারবর্গ, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।**

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ বাগান অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বর : অনির্দিষ্টকালের জন্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন বন্ধ করে দেওয়া হল। এদিন সরকারিভাবে সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্টের তরফে এই কথা জানানো হয়। আইএসএলের দরপত্র দিতে এগিয়ে আসেনি কোনও কোম্পানি। এফএসডিএল-ও আর আগ্রহী কি না পরিষ্কার নয়।

সুপার কাপের গ্রুপ পর্যায় থেকে বিদায় নিয়েছে মোহনবাগান। ফলে সামনে আর কোনও টুর্নামেন্ট নেই। যদিও আইএসএল-এর জন্য ১০ নভেম্বর থেকে অনুশীলন শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আপাতত দল সংক্রান্ত যাবতীয় অপারেশনের কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল টিম ম্যানেজমেন্ট। ভারতীয় ফুটবলের জন্য মোহনবাগানের এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট আশঙ্কাজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

জয়ী ইসলামপুর

সামসী, ৭ নভেম্বর : চাঁচল-১ ব্লকের খরবা হরিনারায়ণ এগ্রিল হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত প্রীতি ফুটবলে ইসলামপুর মহিলা একাদশ ২-০ গোলে হারিয়েছে হলদিবাড়ি একাদশকে। গোল করেন দিয়া বিশ্বাস ও ম্যাচের সেরা রাখি মণ্ডল। উদ্যোক্তা মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন।

‘এক প্রজন্মে একটা কোহলিই পাওয়া যায়’

সর্বকালের সেরা, বিরাট-বন্দনায় স্টিভ

সিডনি, ৭ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রত্যাবর্তন সুখকর হয়নি।

তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে প্রথম দুই দ্বৈরথে রানের খাতা পর্যন্ত খুলতে পারেননি বিরাট কোহলি। দীর্ঘ বর্ণময় কেরিয়ারে যা আগে কখনও ঘটেনি। শেষ ম্যাচে অপরাজিত ৭৪-এ কিছুটা হলেও সমর্থকদের প্রত্যাশা মেটানো।

স্টিভ ওয়া যদিও গত সিরিজের স্কোর দিয়ে কোহলিকে মাপতে রাজি নন। কিংবদন্তি অজি অধিনায়কের দাবি, ওডিআইয়ে বিরাট সর্বকালের সেরা। এক প্রজন্মে বিরাটের মতো ক্রিকেটার একটাই আসে।

ওডিআই ক্রিকেটের একঝাঁক রেকর্ডের মালিক শচীন তেন্ডুলকারের বিরুদ্ধে খেলেছেন স্টিভ। প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছেন ব্রায়ান লারাকেও। কিন্তু পঞ্চাশের ফর্ম্যাটে এক নম্বর স্থানটা বিরাটের জন্য তুলে রাখলেন। বিরাটের সঙ্গে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ‘রোকো’ জুটির অপর সদস্য রোহিতকেও।

ভারতীয় ক্রিকেটের ‘রোকো’ জুটিকে নিয়ে স্টিভের দাবি, ‘বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা দুইজনেই সেরাদের তালিকায় থাকবে। বিরাট সম্ভবত ওডিআইয়ে সর্বকালের সেরা ক্রিকেটারও। প্রতিটি ক্রিকেটপ্রেমী চাইবে ওরা সব সময় খেলুক। কিন্তু প্রতি ম্যাচে খেলা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।’

২০০৮ সালে ওডিআই অভিষেকের পর ৩০৫টি ম্যাচে ১৪,২৫৫ রান করেছেন বিরাট। এরমধ্যে ৫১টি ওডিআই শতরান। বিশেষত, রান তাড়া করার কঠিন, চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে বরাবর ব্যাট চওড়া চেজমাস্টারের। স্টিভের বিরাট-প্রেমে পড়ার যা অন্যতম কারণ। স্টিভ নিজেও লড়াকু ক্রিকেটার ছিলেন। অজি মানসিকতা ছিল তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

সেই স্টিভ গত সফরে বিরাটের জোড়া শূন্য নয়, তুলে ধরলেন শেষ ম্যাচে ক্লাসিক ৭৪ রানের ইনিংসকে। আর পাঁচটা কোহলি-ভক্তের মতো বলেও দিলেন, ‘সর্বকালের সেরা প্লেয়ারদের খেলা দেখার মজা আলাদা। আলাদা অনুভূতি। যেমন বিরাট কোহলি, এক প্রজন্মে ওর মতো ক্রিকেটার একটাই আসে। সুযোগ থাকলে, সবাই চাইবে ওর খেলা দেখতে।’

মজেছেন ভারতের বর্তমান টি২০ দলের নতুন প্রজন্মকে নিয়েও। স্টিভের মতে, কোহলি, রোহিতের মতো তারকাদের অবসরের পর রাতারাতি যেভাবে শূন্যতা পূরণ করেছে ভারত তা প্রশংসার দাবি রাখে। স্টিভের কথায়, একঝাঁক আকর্ষণীয় চরিত্র। দুরন্ত সব প্রতিভা। সবমিলিয়ে একেবারে আধুনিক ঘরানার মিশেল ভারতীয় টি২০ ব্রিগেডে।

উত্তরের খেলা

জিতল জেপিএফসি

বাগডোগরা, ৭ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে শুক্রবার বাগডোগরার জেপিএফসি সাডেন ডেথে ৯-৮ গোলে হারিয়েছে সুবোধ এফএ-কে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। জেপিএফসি-র ডেভিড টোপ্পো ও সুবোধের প্রঞ্জা মগর গোল করেন। শনিবার খেলবে বাগচী ব্রাদার্স ও ঘোষপুকুর এফসি।

লায়ন্সের ফুটবল শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি গ্রেটারের শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের ফুটবল শনিবার শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে প্রতিযোগিতাটি রবিবার পর্যন্ত চলবে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন শ্রীকুমার কার্জি। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।

জোড়া গোল শ্রীকুমারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শুক্রবার দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৪-২ গোলে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে দেশবন্ধুর হয়ে ম্যাচের সেরা শ্রীকুমার কার্জি জোড়া গোল করেন। অন্যটি হেমরাজ ভুজেলের। দেশবন্ধুর বাকি গোলটি আত্মঘাতী। সরোজিনীর গোলস্কোরার ওঙ্গদা লেপচা ও পঙ্কজ থাপা।

ইন্টার মায়ামির প্র্যাকটিসে লিওনেল মেসি।

রোনাল্ডোর দাবি নস্যাৎ করলেন মেসি

ওয়াশিংটন, ৭ নভেম্বর : গত দুই দশক ধরে লিওনেল মেসি-ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দ্বৈরথ উপভোগ করে চলেছে ফুটবল দুনিয়া।

দুই মহাতারকা কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে এসেও সমানভাবে উজ্জ্বল। দুইজনের মধ্যে কে সেরা, তা নিয়ে এখনও বিতর্ক চলে। দুইজনের ক্লাব কেরিয়ারে সমস্ত ট্রফি জেতা হয়ে গিয়েছে। তবে দেশের জার্সিতে মেসি বিশ্বকাপ জিতলেও রোনাল্ডোর কাছে কিন্তু তা অধরাই থেকে গিয়েছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাপ জেতাটাই জীবনের সবকিছু নয় বলে দাবি করেছিলেন রোনাল্ডো। বরং বিশ্বকাপ জেতা নিয়ে নাম না করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী

প্রসঙ্গ বিশ্বকাপ জয়

লিওনেল মেসিকে খোঁচা দিয়েছিলেন সিআর সেভেন। তিনি বলেছিলেন, ‘বিশ্বকাপ জেতাটা কোনও স্বপ্ন নয়। এটা দিয়ে কী নির্ধারণ হবে? আমি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়দের তালিকায় থাকব কি না? একটা প্রতিযোগিতায় ছয়-সাতটা ম্যাচ জিতে ইতিহাসের সেরা নির্ধারণ করাটা কি নায্য বিষয়?’

তবে রোনাল্ডোর এই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন মেসি। রোনাল্ডোর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পালটা আর্জেন্টাইন মহাতারকা বলেছেন, ‘বিশ্বকাপ জেতাটা আমার মতে একজন খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ অর্জন। এরপর ফুটবল থেকে আর কিছু পাওয়ার থাকে না। আমি খুব ভাগ্যবান, বিশ্বকাপ জিতেছি। এছাড়াও কোপা জিতেছি। তবে বিশ্বকাপ ট্রফি জেতার অনুভূতি সবসময় আলাদা।’

দুয়ারে ২০২৬ বিশ্বকাপ কড়া নাড়ছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি ইতিমধ্যে একবার ট্রফি জিতেছেন। এবার রোনাল্ডোও কি জিতবেন? উত্তরে রোনাল্ডো বলেছেন, ‘মেসির আগে আর্জেন্টিনা দুটি বিশ্বকাপ জিতেছিল। ব্রাজিলও আগে কয়েকবার বিশ্বকাপ পেয়েছে। তাই এই দেশগুলি বিশ্বকাপ জিতলে সেটা চমকপ্রদ বিষয় নয়। তবে পর্তুগাল বিশ্বকাপ জিতলে বিশ্ব অবাক হবে। কিন্তু এখনই বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছি না। তবে এটা নিশ্চিত, বিশ্বকাপের জন্য আমরা লড়াই করব। আমাদের জেতার ক্ষমতা রয়েছে। আমি পর্তুগালের হয়ে তিনটি ট্রফি জিতেছি। তার আগে কিন্তু পর্তুগাল কিছুই জেতেনি।’

আইএসএলের দরপত্র দিল না এফএসডিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বর : আরও একটি অন্ধকার দিন ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ অর্থাৎ দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগের জন্য একটিও দরপত্র পেল না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এদিনই ছিল আইএসএলের জন্য দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু একটি কোম্পানিও শেষপর্যন্ত দরপত্র জমা দিতে এগিয়ে এল না। শেষদিকে শ্রাচী স্পোর্টস ও ফ্যানকোড আগ্রহী ছিল আইএসএল চালানোর বিষয়ে। কিন্তু জার্মানির কোম্পানির সঙ্গে কনসোর্টিয়াম করলেও শ্রাচী কোনও ব্রডকাস্টিং পার্টনার না পাওয়ায় তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। একই সমস্যা ফ্যানকোডেরও। তারাও কোনও চ্যানেল পার্টনার পায়নি। দরপত্র দেওয়ার জন্য যে শর্ত রাখা হয় তা পূরণ করা একমাত্র এফএসডিএলের পক্ষেই সম্ভব। যদিও তারাও শেষপর্যন্ত দরপত্র জমা দেয়নি। ফলে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে চলে যেতে পারে।

দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস এআইএফএফের

যদিও অভিজ্ঞমহল মনে করছে, দরপত্র জমা না দিলেও তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে এআইএফএফের যোগাযোগ আছে। সম্ভবত এর পরেই দুই পক্ষ আলোচনায় বসতে পারে আগামী ১৫ বছরের চুক্তি নিয়ে। সেক্ষেত্রে এফএসডিএলের শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হবেন ফেডারেশন কর্তারা। মূলত অবনমন নিয়েই আপত্তি গত ১১ বছরের আইএসএল আয়োজকদের। ফেডারেশনের এক কর্তা জানালেন, বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের অধীন, তাই পরবর্তী সিদ্ধান্তও আদালতেই হয়তো হবে।

অনেকেই মনে করছেন প্রতিটি বিষয়ে এই আদালতের হস্তক্ষেপ ফের না ফিফা ব্যান ডেকে আনে। এবারই প্রথম ভারতের সিনিয়ার, অনূর্ধ্ব-২০ ও ১৭ মহিলা দল এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলও এএফসি এশিয়ান উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে খেলবে। এদিন রাতের দিকে অবশ্য ফেডারেশনের তরফে বিবৃতির মাধ্যমে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানানো হয়। সপ্তাহান্তে তারা আলোচনা করে এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে এই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। যার অর্থ আগামী সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো এফএসডিএলের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছে এআইএফএফ।